ইসলামী জীবন পদ্ধতি

মূল ঃ

আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনু

অনুবাদে ঃ

মতীউর রহমান আব্দুল হাকীম সালাফী

সম্পাদনায় ঃ

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম মৌঃ হযরত আলী

Kingdom of Saudi Arabia
The Cooperative Office For Call And Guidance
To Communities at Um Al-Hammam
Under the Supervision of the ministry of Islamic Affairs
Endowment Guidance & Propagation
Tel. 4826466 / 4844495 Fax 4827489 - P.O. Box 31021 Riyadh 11497

ইসলামী জীবন পদ্ধতি

মূল ঃ

আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনু

শিক্ষক, দারুল হাদীস, মক্কা আল-মুকার্‌রমা

অনুবাদে ঃ

মতীউর রহমান আব্দুল হাকীম সালাফী

আ-লিমিয়াত (বেনারস) লেসান্স, আল-মদীনা

সম্পাদনায় ঃ

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম মৌঃ হযরত আলী

এম.এম. (ক্যাল),এম.এ (ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট, ক্যাল), বি.এড।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা

অনুবাদকের আরয

আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য প্রশংসা যিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র প্রভু, যিনি আমাদের সকলের একমাত্র খালেক এবং একমাত্র মালেক। আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় সত্তায় যেমন এক ও একক তেমনি তাঁর গুণাবলীতেও অনন্য ও অতুল্য। তিনি তাঁর অপার অনুগ্রহে পৃথিবীর দিকে দিকে যেসব ভ্রান্ত, কপোল কল্পিত মত উদ্ভাবিত হয়েছিল তার মুকাবিলায় বিশুদ্ধ তাওহীদের সুদৃঢ় ভিত্তিতে মানব জাতির নিকট সুস্পষ্ট পথের সন্ধান দিতে আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও সঠিক জীবন বিধান সহকারে রহমাতুল-লিল-আলামীন রূপে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি আমাদিগকে মোহগ্রস্থ ও পথভ্রষ্ট মানবতার মুক্তি ও সুদ্ধির সঠিক সুদৃঢ় পথ দেখিয়ে গেলেন। দরূদ ও সালাম নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধর এবং সাহাবাগণের প্রতি।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মুসলিম সমাজ আজ ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোক বর্তিকা থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে। একথা ভেবে বইটির অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করি।

বরং আল-মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় **'তাওজীহা-ত ইসলামিয়া'** বইটি আমার হাতে পরে এবং বিষয়বস্তু ও উপকরণ সমূহ গভীরভাবে উপলব্ধি করি। তখন থেকেই এর অনুবাদের তীব্র আকাংখা জন্মে। কাজেই আল্লাহর মেহেরবাণীতে বইটির অনুবাদে আমি নিজেকে নিয়োজিত করি। কিতাব ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে বইটি রচিত। তাই জ্ঞান পিপাসু বাঙালী ভাইবোনেরা এর দ্বারা উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে আশা রাখছি ইনশাআল্লাহ। আমার পরম বন্ধু মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম সাহেব আগাগোড়া আমার অনুবাদটি পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিয়েছেন এবং ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন- তাই আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

মূল আরবী হতে বইটি অনুবাদ করা হল। কাজেই এতে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হতে পারে। তাই বিদগ্ধ ও সুধী পাঠকের পরামর্শ ও সুচিন্তিত অভিমত ইনশাআল্লাহ্ সাদরে গৃহীত হবে এবং পুনঃমুদ্রণকালে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ গো ! তুমি আমার এই নগন্য খিদমতটুকু কবুল কর এবং তোমার পছন্দনীয় দ্বীনের খিদমত করার আরো সুযোগ প্রদান করিও।

আমীন ।।

ইতি
কুরআন ও সুন্নাহ্র খাদেম
মতীউর রহমান আব্দুল হাকীম সালাফী

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা এক অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য যাঁর কোন অংশীদার নেই। আমরা তাঁর একত্ববাদে গভীরভাবে আস্থাশীল, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ বা উপাস্য নেই, সব রকম স্তুতি একমাত্র তাঁরই জন্য ,তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং আমরা তথা সকলেই তাঁর অধীন, পরাধীন ও তাঁর দাস। তাঁর বিশেষ বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। যিনি হিদায়াত ও সত্যধর্ম সহকারে বিশ্বজগতের করুণা ও নিখিল বিশ্বের আদর্শ নমূনা এবং আল্লাহর সকল বান্দার উপর দলীল হিসেবে তাঁর স্রষ্টার আনুগত্য করার প্রতি আহবান করেছেন। হে আল্লাহ ! আপনি তাঁর বংশধর সহচরবৃন্দ ও আমাদের উপর এবং আপনার নেক বান্দাদের উপরও আপনার করুণা বর্ষন করুন। আমীন ।।

" তাওজীহাত ইসলামিয়া "

বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। বইটি এত গুরুত্বপূর্ণ ও সমাদৃত যে, আরবী ভষায় এটা প্রকাশিত হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই মক্কা, জিদ্দা, আল জারিয়া, কুয়েত, জর্দান এবং মিশর প্রভৃতি দেশে দ্রুত গতিতে প্রকাশিত হতে থাকে। এর বিশেষত্বঃ হল যে, দলীল-প্রমাণাদি কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ হাদীসের নিক্তিতে ; ভাব গাম্ভীর্য সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ব্যাপকতা অতি সুদূর পরাহত। সুতরাং বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল ইসলামী জীবন যাপনের জন্য অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকাদির মধ্যে এটি বিরল,- এ দাবী ইনশাআল্লাহ বাস্তব সত্য বলে বিবেচিত ও প্রমাণিত হবে। আল্লাহ গো ! তুমি এই বইয়ের মূল লেখককে তোমার অনুগ্রহের অন্তর্গত করো। আমীন।।

বহুল প্রচলিত আরবী বইটির গুরুত্ব মাহাত্ম ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে এর প্রচার, প্রসার ও উপকারিতাকে বিশেষ করে বাঙালী হিসেবে বাঙালী ভাই-বোন সুধী পাঠক সমাজকে 'উপহার' দেয়ার মানসে আমার স্নেহাস্পদ ভাই মতীউর রহমান সালাফী সাহেব উক্ত বইটির আরবী হতে বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত। এ জন্য আমি তাঁকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

এর পূর্বে বাংলা ভাষায় ব্যাপকতার দিক দিয়ে এ ধরণের লিখিত বা অনূদিত বইয়ের একান্তই অভাব ছিল, তাই নিছক অলীক ও ভ্রান্ত ধারণার অপপ্রভাবে দুই বাংলার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে বৃহত্তর মুসলিম সমাজ আজ বিভ্রান্তির শিকারে পর্যবসিত। এই বইটি আদ্যপান্ত পাঠ করলে মুসলিম সমাজ ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে ও অমুসলিমদের অনুকরণীয় ও প্রচলিত রীতিনীতি থেকে বিশেষ করে পাশ্চাত্য গোলক ধাঁধার কুসংস্কার ও অন্ধমোহে গভীর পঙ্কের দিকে ধাবমান হতে এবং ধ্বংসের গহবর হতে রক্ষা করতে এই বইটি খুবই সহায়ক হবে বলে আশা করছি। বইটি আমি আদ্যপান্ত গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করে বঙ্গানুবাদের কাজে আমার নবীন অনুবাদক ভাইকে সহযোগিতা করতে পেরে আমি ধন্য হলাম। (ইনশা আল্লাহ) এই বইটির দ্বারা সুধী পাঠকবৃন্দ উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করছি। আল্লাহ্ গো, তুমি আমাদেরকে তোমার হেদায়াতের পথে কায়েম রাখ এবং ইহাকাল ও পরকাল সুখময় কর। আমীন। সুম্মা আমীন।।

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট সমূহ

১. ইসলাম তাওহীদের (একত্ত্ববাদ) ধর্ম। তাই, সমস্ত সৃষ্টির চিন্তাশীল জ্ঞানসমূহ স্বতঃস্ফুর্তভাবে পৃথিবীর এক স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনতে প্রস্তুত আরা সেই স্রষ্টাই হলেন ইলাহ্ বা মা'বুদ, যিনি সমস্ত এবাদতের যোগ্য, যেমন যবেহ, নযর এবং বিশেষ করে দু'আ।

কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

الدعاء هو العبادة

" দু'আই হল এবাদত " (তিরমিযি, সহীহ্ হাদীস)।

অতঃপর কোন ধরনের এবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য বৈধ নয়।

২. ইসলাম একতা চায়, বিভেদ চায়না, তাই ইসলাম সমস্ত নবী ও রাসূলের প্রতি (ঈমান-বিশ্বাস) স্থাপন করতে বলে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য। তাদের জীবন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেছেন। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন তাঁদের শেষ নবী এবং তাঁর বিধান অতীতের শরীয়ত সমূহকে আল্লাহর নির্দেশে রহিত করে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরণ করেছেন, যেন তাদেরকে বিকৃত জীবন-ব্যবস্থা ও নির্যাতন থেকে অব্যাহতি দিয়ে ইসলামের সুরক্ষিত ন্যায় বিচার ও নৈতিকতার দিকে নিয়ে আসেন।

৩. ইসলামী জ্ঞান সহজ, সরল ও পরিস্কার (বোধগম্য)। তাই, সে বিভ্রান্তিকর বস্তু, বাতিল আকিদা এবং দর্শন (Philosophy) শাস্ত্র (জাতীয়) বিশ্বাসকে সাব্যস্ত করে না। আর তা যে কোন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বাস্তবায়ন উপযোগী।

৪. ইসলাম বস্তু ও আধ্যাত্মিকতাকে মোটেই পৃথক মনে করে না। বরং মনে করে যে জীবন এমন এক বস্তু যা দুটোকেই শামিল করে তাই একটি গ্রহণীয় এবং অপরটি বর্জনীয় তা নয়।

৫. ইসলাম মুসলমানদেরকে সমভাবে ভাই ভাই হিসেবে বিবেচনা করে। আর, বংশগত ও দেশগত ভিন্নতাকে অস্বীকার করে।

তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إن أكرمكم عند الله أتقاكم

অর্থাৎ ' নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সম্মানীয় সেই ব্যক্তি যে সব চাইতে অধিক খোদাভীরু।' (সূরা হুজরাত-১৩)

৬. ইসলামে কোন রকম বাধ্যতামূলক প্রশাসন নেই, যা ধর্মের সুযোগ গ্রহণ করে, আর না তাতে এমন কোন অবাস্তব মতবাদ আছে যা বিশ্বাস করা কঠিনতর হতে পারে।বরং প্রতিটি মানুষের জন্য সম্ভব যে আল্লাহর কিতার কুরআন ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস সেইরূপ উপলব্ধি করবে যেরূপ সাল্‌ফে সালেহীনগণ (সাহাবা, তাবেয়ীন) উপলব্ধি করে ছিলেন, তদনুরূপ সেই অনুযায়ী স্বীয় জীবনকে গড়ে তুলবে।
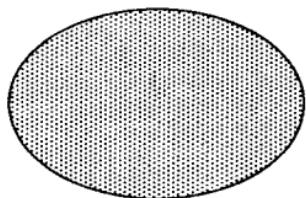
ইসলাম হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

১. ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা অর্থনীতিই হোক, রাজনীতিই হোক, সভ্যতা-সংস্কৃতিই হোক কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রেই হোক ; ঠিক তেমনিভাবে এই সব ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানের সঠিক পথও প্রদর্শন করে।

২. ইসলাম মানব জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে। তার মূল বস্তু হল সময়কে সুষ্ঠভাবে কাজে লাগানো এবং একমাত্র ইসলামই হচ্ছে মুসলমানদের ইহজগতের ও পরজগতের সাফল্যের মাপকাঠি।

৩. ইসলাম তার বিধানের পূর্বে (আকিদার) মৌলিক বিশ্বাসের নাম। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কী জীবনে তাওহীদের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। অতঃপর যখন মদীনায় প্রস্থান করেন তখন সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য (শরীয়ত) ইসলামী বিধানকে বাস্তবায়িত করেন।

৪.ইসলাম শিক্ষার প্রতি আহবান জানায় এবং লাভদায়ক উন্নতমানের বিদ্যার জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই মুসলমানেরা মধ্যযুগে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে- যেমন ইবনুল হায়সম ও আল-বিরুনী প্রমুখ।

৫. ইসলাম হালাল পদ্ধতিতে উপার্জিত সম্পদকে বৈধ মনে করে, যাতে কোন রকম ভেজাল বা প্রতারণা না থাকে। এবং সৎ ব্যক্তিদের উৎসাহ দেয় যেন তারা হালাল মাল হতে গরীব-দুঃখীদের দান করে ও জিহাদের পথে ব্যয় করে। আর এইভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র মাঝে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা হবে, যে উম্মাহ্ স্বীয় স্রষ্টার বিধান ও জীবন-ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

হাদীসে আছে ঃ উত্তম সম্পদ সেটা যা নেক ও সৎ ব্যক্তির জন্য ব্যয় করা হয়। --(সহীহ -মুসনাদ আহমদ)

এবং লোকেরা বলে থাকে বৈধভাবে ধন-মাল সঞ্চয় হয় না, এটা মিথ্যা কথা যার কোন ভিত্তি নেই।

৬. ইসলাম একটি জিহাদী জীবনের দ্বীন, তাই উহা ইসলামের সহযোগির জন্য নিজ সম্পদ ও জীবনকে বিলীন করে দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক মনে করে।

ইসলাম চায় যে মুসলমানেরা যেন তার ছত্রছায়ায় সুখময় জীবন অতিবাহিত করে এবং পরকালকে ইহকালের উপর প্রাধান্য দেয়।

৭. ইসলামী বিধানাবলীর সীমারেখায় থেকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণাকে ইসলাম জীবিত করে এবং নিষ্ক্রিয় চিন্তা ও গবেষণা এবং বহিরাগত মতবাদকে দূরীভূত করে যা ইসলামের স্পষ্ট চিত্রের সৌন্দর্যকে বিকৃত করে ফেলে এবং মুসলমানেদের উন্নতিকে ব্যাহত করে। যেমন– বিদআত, অবাস্তব বস্তু (খোরাফাত) জাল হাদীস প্রভৃতি।

(ডক্টর ইউসুফ কারযাভী প্রণীত, ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ঠাবলী দেখুন)
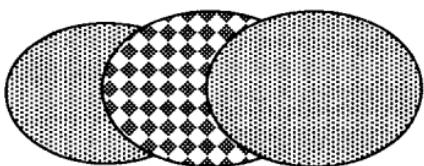
ইসলামের ভিত্তি সমূহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বস্তুর উপর

১. একার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসূল (অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দ্বীনের প্রচারক)।

২. নামায কায়েম করা (অর্থাৎ বিনয়ী, নম্রতা ও প্রশান্তির সাথে আরকান শর্তাবলী সহ আদায় করা)।

৩. যাকাত প্রদান করা (যখন কোন মুসলিম ৮৫ গ্রাম সোনা অথবা তার সমপরিমাণ মুদ্রার মালিক হবে তখন পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আড়াই শতাংশ যাকাত দিবে, আর মুদ্রা ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর যাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ রয়েছে।

৪. কাবাঘরের হজ্জব্রত পালন করা যার সামর্থ রয়েছে সেখানে পৌছার, অর্থাৎ আর্থিক স্বচ্ছলতা, সুস্থতা ও নিরাপত্তার সাথে)।

৫. রমযানের রোযা রাখা (অর্থাৎ ফজর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, যৌনাচরণ ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিয়াত সহ বিরত থাকা ।

--- (বুখারী ও মুসলিম)
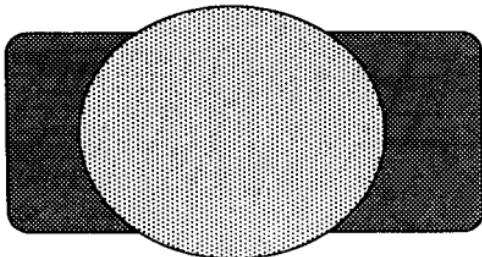
ঈমানের ভিত্তি সমূহ

১. তুমি আল্লাহর উপর ঈমান আনবে ঃ অর্থাৎ তাঁকে তাঁর এবাদত, গুণাবলী ও বিধান রচনায় এক ও একক জানবে।

২. তাঁর ফেরেশতাগণের উপর ঈমান আনবে ঃ (তাঁরা নূরের সৃষ্টি, আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য তারা সৃষ্টি)।

৩. তাঁর কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনবে ঃ (তাওরাত, যাবুর; ইঞ্জিল আর কুরআন হচ্ছে তাদের মধ্যে উত্তম।)

৪. তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান আনবে ঃ প্রথম রাসূল হলেন নূহ আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ রাসূল হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৫. কেয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস রাখবে ঃ (পুনরুত্থান দিবস, যেদিন মানুষের হিসাব-নিকাশের জন্য তাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে।)

৬. এবং ভাল মন্দ সহ তকদীরের উপর ঈমান আনবে ঃ (উপায়-উপকরণের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে)। ভাল-মন্দ যা ভাগ্যে আছে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, কারণ এসব আল্লাহর নির্ধারিত ও তাঁর হেকমত মাফিক।

-- (মুসলিম)
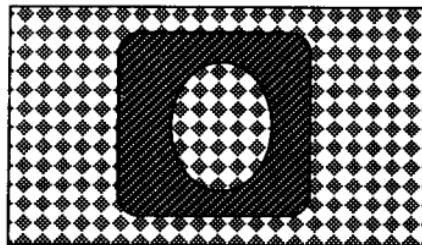
দু'আই হল এবাদত

এটা সহীহ হাদীস যা ইমাম তিরমিযী নিজ কিতাবে বর্ণনা করেন। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে যত রকমের ইবাদত রয়েছে তার মধ্যে দু'আ হল গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই নামায যেমন কোন রাসূল ও অলীর উদ্দেশ্যে জায়েয নয় ঠিক তেমনি আল্লাহ ব্যতীত কোন রাসূল বা অলীর নিকট দু'আ করাও বৈধ নয়।

১. বস্তুত ঃ যে মুসলমান বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হে (গায়েব) অদৃশ্যজ্ঞাত ব্যক্তিগণ ! ফরিয়াদ করি, সাহায্য চাই ! এসব হল গায়রুল্লাহর ইবাদত ও দু'আ, যদিও তার নিয়তে একথা নিহিত থাকে যে আল্লাহ হচ্ছেন ফরিয়াদ কবুলকারী।তার উদাহরণ সেই ব্যক্তির মত যে আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করে ও বলে যে, আমার অন্তরে একথা নিহিত রয়েছে যে আল্লাহ এক, তার একথা গ্রহণযোগ্য হবে না ; কারণ তার বচন তার নিয়াতের বিপরীত বুঝায়। কারণ কথা ও নিয়াত ও এতেকাদ (দৃঢ় প্রত্যয়) এক হওয়া আবশ্যক, অন্যথায় শিরক ও কুফর বলে বিবেচিত হবে, যা বিনা তাওবা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

২. যদি এই মুসলমান একথা বলে যে আমার নিয়াতে একথা ছিল যে আমি কেবল আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য রাসূল বা অলীকে মাধ্যম বানিয়েছি, তবে এটা স্রষ্টাকে সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা হবে, যে সৃষ্টি যালেম, যার সমীপে মাধ্যম ছাড়া যাওয়া যায় না , এই সাদৃশ্যতা কুফরের অন্তর্গত।

আল্লাহ তা'য়ালার স্বীয় সত্ব গুণাবলী ও কার্যাবলীর পবিত্রতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير (الشورى - ١١)

অর্থ-- তাঁর মত কোন কিছুই নেই, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।' (শূরা-১১ তবে যদি আল্লাহর সাথে কোন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তিকে তুলনা করা কুফর ও শিরক হয়, তাহলে কোন যালেম (অত্যাচারী) ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা হলে কি হতে পারে ? যালেমরা যা কিছু বলে থাকে তা হতে আল্লাহ তায়ালা অনেক উর্ধে ও উচ্চতায়।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুশরিকরা (বহুত্ববাদীরা) প্রতিমা বানিয়ে মাধ্যম রূপে আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য তাদের নিকট দু'আ করতো, আল্লাহ তা'য়ালা তা পছন্দ করেন নি বরং তাদের কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ

والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون . إن الله لايهدي من هو كاذب كفار - (الزمر-٣)

অর্থ ঃ আর যাহারা তাঁহাকে বাদ দিয়া অন্যদেরকে পৃষ্টপোষক বানাইয়া লইয়াছে, (আর নিজেদের এই কাজের ব্যাখ্যা দেয় এই বলিয়া যে) আমরাতো উহাদের এবাদত করি কেবল এই জন্য যে, তাহারা আমাদিগকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাহাদের মাঝে সেইসব কথারই চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া দিবেন যে সব বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিতেছে।

আল্লাহ মিথ্যাবাদী ও সত্য অমান্যকারী ব্যক্তিকে কখনো হেদায়াত দেন না। (যুমার-৩)

এবং আল্লাহ তা'য়ালা নিকটবর্তী ও সর্বশ্রোতা, যার কোন মাধ্যমের দরকার হয় না। এরশাদ হচ্ছে -

وإذا سألك عبادى عني فإني قريب .

অর্থ ঃ ' হে নবী আমার বান্দাহ যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে তাহাদের বলিয়া দাও যে, আমি তাহাদের অতি নিকটে।'

- (সূরা বাকারা - ১৮৬)

৪. আর মুশরিকরা বালা মুসিবত, বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টের সময় শুধুমাত্র আল্লাহকে ডাকতো।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

وجاء هم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين - (يونس - ٢٢)

অর্থ ঃ ' আর চারিদিকে হইতে তরঙ্গের আঘাত আসিয়া ধাক্কা দেয়, তাহারা মনে করিল যে তাহারা তরঙ্গমালায় পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহারা সকলেইনিজেদের দ্বীনকে আল্লাহরই জন্য খালেস করিয়া তাহারই নিকট দু'আ করে যে, তুমি যদি আমাদের এই বিপদ হইতে রক্ষা কর, তাহা হইলে আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাহ্ হইয়া থাকিব।' (ইউনুস-২২)

আর সেই মুশরিকরা নিজ আওলিয়াদের পুতুল বানিয়ে সুখের সময় ডাকতো, তবুও আল কুরআন তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করল। তবে বলুন দেখি যে কতিপয় মুসলিম যারা আল্লাহকে ছেড়ে আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্ট ও সুখে সব সময় রাসূলদের ও সৎ ব্যক্তিদের ডাকে, তাদের নিকট ফরিয়াদ করে এবং তাদের নিকট সাহায্য চায় ওদেরকে কি বলা যেতে পারে ?

তারা কি আল্লাহ তা'য়ালার এরশাদ পড়ে নি ?

ومن أضل ممن يدعون من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. (الأحقاف-٥-٦)

অর্থঃ ' সেই লোকের তুলনায় অধিক বিভ্রান্ত আর কে হইবে যে আল্লাহকে বাদ দিয়া এমন সব সত্তাকে ডাকে যাহারা কেয়ামত পর্যন্ত ও তাহাকে জওয়াব দিতে পারে না ? তাহারা বরং এই লোকদের ডাকাডাকি সম্পর্কে অনবহিত।

আর যখন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হইবে তখন তাহারা যাহাদিগকে ডাকিয়াছিল তাহাদের শত্রু হইবে এবং তাহাদের ইবাদতের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে তাহারা অস্বীকার করিবে। (ইবাদতের অর্থ দু'আ)

-(সূরা আহক্বাফ-৫,৬)

৫. অনেক মানুষের ধারণা যে যেসব মুশরেকদের ব্যাপারে কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে, তারা তো পাথরের নির্মিত পুতুলের পূজা করত ও তাদের ডাকত, এটা তাদের বিভ্রান্তি, কারণ যে মুর্তিসমূহের আলোচনা কুরআনে হয়েছে তাঁরা নেক ও সৎ ব্যক্তি ছিলেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ইবনে আব্বাস হতে সূরা নূহের এই আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করেন ঃ

وقالوا لاتذرن آلهتكم، ولا تذرن وداً ولاسواعاً، ولايغوث ويعوق ونسراً - (نوح-٢٣)

অর্থ ঃ 'আর তাহারা বলিল ঃ তোমরা কিছুতেই নিজেদের উপাস্যদের ত্যাগ করিবে না , ছাড়িবেনা অদ্দ এবং সূয়াকে, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকে ও নয়।' -(নূহ-২৩)

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ

এগুলো নূহ আলাইহিস সাল্লামের কাওমের সৎ ব্যক্তিদের নাম ছিল, যখন তারা মারা গেল, তখন শয়তান তাদের মনে এ কথা জাগালো যে তাদের মজলিস গুলোতে তাদের মুর্ত্তি তৈরী করে দাঁড় করে দাও এবং তাদের সেই নামেই ডাকবে, তারা যখন মারা গেল এবং সেই মূর্ত্তিসমূহের আসল তথ্য ভুলে যেতে লাগল, তখন পরবর্তী লোকেরা তাদের পূজা-পাঠ আরম্ভ করে দিল।

৬. যারা নবী ও অলীদেরকে ডাকে তাদের তীব্র প্রতিবাদ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً - أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا

- (الإسراء - ٥٦-٥٧)

অর্থ ঃ ' তাহাদেরকে বল , সেই মা' বুদদেরকে ডাকিয়া দেখ যাহাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া (নিজেদের কর্মকর্তা) মনে কর। উহারা তোমাদের কোন কষ্ট লাঘব করিতে পারে না, পারে না তাহা বদলাইতে। ইহারা যাহাদেরকে ডাকে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের রবের নিকট পৌছিবার অসীলা তালাশ করিতেছে যে, কে তাঁহার অধিক নিকটবর্তী হইয়া যাইবে এবং তাহারা তাহার রহমত পাইবার প্রত্যাশী এবং তাঁহার আযাবকে ভয় করে। আসল কথা এই যে, তোমার প্রভুর আযাব বাস্তবিকই ভয় করার মতো।'

– (সূরা বনী ইসরাইল ৫৬,৫৭)

ইমাম ইবনে কাসির (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে যা বলেন তার সার এই যে, এই আয়াত সেই লোকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় যারা জিনের এবাদত করত ও আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ডাকত। অতঃপর সেই জিনেরা ইসলাম গ্রহণ করে। আবার কেউ বলে থাকেন যে এই আয়াত একদল লোক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় যারা 'ঈসা মসীহ্ ও ফেরেশতাদেরকে ডাকত।

এই আয়াত তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে যারা গায়রুল্লাহকে ডাকে। যদিও সে নবী বা অলী হোক না কেন।

৭. কতক লোকের ধারণা যে গায়রুল্লাহর নিকট ফরিয়াদ বৈধ এবং তারা বলে যে বাস্তবে সাহায্যকারী আল্লাহ তা' য়ালা, আর রাসূল ও আওলিয়াদের নিকট ফরিয়াদ করা যেমন বলে থাকি যে আমাকে এই ডাক্তারে আরোগ্য করল, এটা তাদের অগ্রহণযোগ্য কথা। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বলেনঃ

الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين – (الشعراء – ٧٨-٨٠)

অর্থ ঃ 'যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন, আর যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান, আর যখন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ি তখন আমাকে আরোগ্য দান করেন।'

– (সূরা শু' আরা ,৭৯.৮০)

চিন্তা করুন যে প্রত্যেকটি আয়াতে هو যমীর (সর্বনাম) দিয়ে তাগীদ করা হয়েছে, যা বুঝায় পথ প্রদর্শক (হিদায়াৎদাতা), রুযীদাতা ও আরোগ্যদাতা। ঔষধ হচ্ছে শুধু আরোগ্যের উপায় উপকরণ মাত্র ,আরোগ্যদাতা মোটেই নয়।

৮. বহু লোক এমন আছে যারা জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ফরিয়াদের মাঝে পার্থক্য করে না, অথচ আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

وما يستوى الأحياء ولا الأموات - (فاطر-٢٢)

অর্থ ঃ ' আর জীবিত ও মৃত সমান হইতে পারে না।' -(সূরা ফাতের-২২)

আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه - (القصص-١٥)

অর্থ ঃ ' অতঃপর তাঁহার জাতির লোকটি শত্রুপক্ষের লোকটির বিরুদ্ধে সাহয্যের জন্য তাহাকে ডাকিল।' - (সূরা কাসাস-১৫)

আসল ঘটনা এই যে একজন লোক যখন মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট তার শত্রুর হাত থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে সাহায্য চাইল তখন তিনি সেই শত্রুকে এক ঘুঁসি মারলেন তাতে তার মৃত্যু হল।

কিন্তু মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা মোটেই জায়েয নয়, কারণ সে কোন রকম ডাক শুনতে পায়না, আর যদিও সে শুনে তবে তার জবাব দিতে পারে না, কারণ এটা তার শক্তির বাইরে।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون - (النحل - ٢١،٢٠)

অর্থ ঃ ' আর সেই অন্যান্য সত্তাগুলি, মানুষ আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া যাহাদের ডাকে, তাহারা কোন কিছুরই সৃষ্টিকর্তা নয়, বরং নিজেরাই সৃষ্ট।উহারা সব মৃত, জীবিত নয়। আর তাহাদের কিছুই জানা নাই, তাহাদেরকে কবে (পুনরুজ্জীবিত করিয়া) উঠানো হইবে।'

– (সূরা নাহল –২০,২১)

৯. সহীহ্ হাদীসে আছে যে কেয়ামতের দিন লোকেরা নবীদের নিকট আসবে এবং তাদের কাছে সুপারিশ করার জন্য দরখাস্ত করবে, শেষ পর্যন্ত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসবে এবং তাঁর নিকট বিপদ–আপদ ও দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য শাফা' আতের আবেদন করবে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন ঃ আমি এই কাজ করব, অতঃপর তিনি আরশের নীচে সিজদায় পড়বেন এবং আল্লাহর নিকট কষ্ট দূরীভূত ও শীঘ্র হিসেব নেয়ার আবেদন করবেন। এই শাফা' আত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এমন অবস্থায় চাওয়া হবে যখন তিনি জীবিত থাকবেন, মানুষ তাঁর সাথে কথা বলবে এবং তিনি তাদের সাথে কথা বলবেন যেন তাদের জন্য আল্লাহর নিকট শাফা' আত করেন ও তাদের মসীবত দূর করার জন্য দু' আ করেন, এই সুপারিশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করবেন। (তাঁর প্রতি আমার আব্বা ও আম্মা কুরবান হোক।)

১০. জীবিত ও মৃতের নিকট দরখাস্ত করার মাঝে পার্থক্যের সব চাইতে বড় প্রমাণ হল এই যে, যখন উমর ফারুক রাযীয়াল্লাহু আনহুর যুগে দুর্ভিক্ষ হয় তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাসের (রাঃ) কাছে তাঁদের জন্য দু' আ করার দরখাস্ত করেন, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহলীলা সম্বরণের পর তাঁর নিকট দরখাস্ত করেন নি।

১১. কতক আলেমের ধারণা যে অসীলা (মাধ্যম) ধরা সাহয্য চাওয়ার মতই, অথচ দু' টোর মধ্যে বিরাট তফাত রয়েছে, অসীলা ধরার অর্থ হল আল্লাহর নিকট কোন কিছুর মাধ্যম চাওয়া যেমন,(এটা) বলা যেতে পারে যে, হে আল্লাহ তোমার ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ভালবাসার বদৌলতে আমাদের বিপদাপদ দূর করো এটা জায়েয।

কিন্তু "ইস্‌তেগাসা" (ফরিয়াদ করা) হল গায়রুল্লাহর নিকট চাওয়া যেমন,

বলা যে, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদেরকে বিপদাপদ থেকে মুক্ত কর, এটা অবৈধ তো বটে, বরং এটা হল (শির্‌ক আকবর) বড় শির্‌ক।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

ولا تدع من دون الله مالاينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين . (يونس - ١٠٦)

অর্থ ঃ ' আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কোন সত্বাকেই ডাকিও না যা না তোমাকে কোন ফায়দা (উপকার) পৌঁছাইতে পারে, না কোন ক্ষতি, তুমি যদি এইরূপ কর, তাহা হইলে তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হইয়া যাইবে।'

– (সূরা ইউনুস–১০৬)

আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

قل إنى لاأملك لكم ضراً ولا رشدا (الجن -١٢)

قل إنما أدعو ربى ولا أشرك به أحدا . (الجن - ٢٠)

অর্থ ঃ 'বল , আমি তোমাদের জন্য না কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি, না কোন কল্যাণ করার।' –(জ্বিন–২১)

' হে নবী, বল, আমিতো আমার প্রভুকে ডাকি এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না ।' –(জ্বিন–২০)

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله

'যখন তুমি কিছু চাইবে তখন আল্লাহর নিকটই চাইবে, এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর নিকটই সাহায্য কামনা করবে।'

–– (তিরমিযী– হাসান, সহীহ্‌)

কবি বলেন ঃ

الله أسأل أن يفرج كربنا + فالكرب لايمحوه إلا الله .

অর্থাৎ ঃ ' আল্লাহর নিকট চাই যে আমাদের দুঃখ–কষ্ট দূরীভূত করে দেন, কারণ আল্লাহ ব্যতীত কেউ বিপদাপদ দূর করতে পারে না।

মহান আল্লাহ কোথায় আছেন ?

আল্লাহ তা' আলা যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের উপর এটা জানা অপরিহার্য করেছেন যে তিনি কোথায় আছেন ? যেন আমরা আমাদের দিল, দু' আ ও নামাযের মাধ্যমে তাঁর দিকে ধাবিত হই।

আর যে ব্যক্তি একথা না জানল যে তার প্রভু কোথায় ? সে ব্যক্তি বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্তিতে (তিমিরে) থাকল, না তার মা' বুদের দিকে ধাবিত হতে পারল, আর না তার যথারীতি এবাদত করতে সক্ষম হল।

আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের উপর সমুন্নত (মহান) হওয়া তাঁর সেই সব গুণ সমূহের একটি যার আলোচনা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে হয়েছে, যেমন তাঁর শোনা, দেখা. কথা বলা,অবতরণ করাসহ অন্যান্য গুণাবলী।

তাই সাল্‌ফে সা–লেহীনদের মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা' আতের আকিদা (মৌলিক বিশ্বাস যে আল্লাহ তা' আলা তাঁর কিতাবে তথা তাঁর রাসূল স্বীয় হাদীসে যেসব সেফাত (গুণাবলী) বর্ণনা করেছেন তার প্রতি বিনা তাবীল, (বিকৃতি ঘটিয়ে) বিনা তাতিল (অস্বীকৃতি) এবং বিনা তাশবিহ্ (সাদৃশ্য) করতঃ ঈমান আনা আবশ্যক।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير.(الشورى ١١)

অর্থ ঃ 'তাঁর মত কোন জিনিষই নেই এবং তিনি অতি শ্রবণকারী, দর্শনকারী।' – (শূরা–১১)

আর যখন এইসব গুণাবলী আল্লাহরই, তার মধ্যে তাঁর সর্বোচ্চ হওয়াও শামিল, তখন এসব গুণাবলীর প্রতি (ঈমান) বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য, ঠিক তেমনিই যেমনি তাঁর মহান সত্তার উপর ঈমান আনা ফরয।

তাই ইমাম মালেক (রহঃ) কে যখন এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয়–

" الرحمٰن على العرش استوى . " (طه–٥)

অর্থ ঃ 'দয়াময় আল্লাহ তা' আলা আরশের উপর সমাসীন।' (তাহা–৫)

তখন তিনি বলেন ঃ ইসতেওয়া (সমসীন হওয়া) পরিচিত ও জ্ঞাত, তবে এর কৈফিয়ত (ধরন নির্ণয়) জানা নেই এবং এটা বিশ্বাস করা অপরিহার্য। অতএব আমার মুসলিম ভাই সকল ! ইমাম মালেক (রহঃ) এর উক্তিটি চিন্তা করে দেখুন, তিনি আল্লাহর ইসতেওয়া অর্থাৎ আরশে সমাসীন হওয়ার প্রতি ঈমান নিয়ে আসাকে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক বললেন, এটাই হচ্ছে তাঁর সর্বোচ্চ হওয়া, কিন্তু তাঁর ধারণ অনবহিত যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

আল্লাহর যেসব গুণাবলী কুরআন ও হাদীসে প্রমাণিত, তার মধ্যে একটি গুণ হল উলু (সমুন্নত), আর তিনি আকাশের উপরে সমসীন। অতএব যে ব্যক্তি তাঁর সিফাত (গুণ) অগ্রাহ্য করবে, সে ঐ সমস্ত আয়াত ও হাদীস সমূহকে অস্বীকার করল, যা থেকে এই সব গুণাবলী প্রমাণিত হয়েছে, সমুন্নত ও মহান হওয়ার এই সব গুণাবলি তাই এসবকে আল্লাহর সত্তা হতে অমান্য করা জায়েয নয়।

কিন্তু কতিপয় পরবর্তী লোকেরা দর্শনশাস্ত্রে প্রভাবিত হয়ে এই সমস্ত গুলাবলীর বিকৃতি ঘটায়, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে, যার ফলে বিপুল সংখ্যক মুসলিমদের আকীদা (ধর্মীয় বিশ্বাস) বিগড়ে যাচ্ছে। এই সব লোকেরা আল্লাহর সিফাতে-কামেলার (মহান গূণাবলীর) অস্বীকৃতি জানায় এবং সালফে-সালেহীনদের বিপরীত পথ অবলম্বন করে থাকে। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর ব্যাপারে সালফে-সালেহীনদের পদ্ধতিই হচ্ছে সব চাইতে সঠিক, সুষ্ঠ ও যুক্তিযুক্ত।

জনৈক পন্ডিত কবি চমৎকার বলেনঃ

" كل خير في اتباع من سلف + وكل شر في ابتداع من خلف "

অর্থ ঃ সালফে-সালেহীনদের অনুকরণে সর্ব প্রকার কল্যাণ নিহিত রয়েছে, আর পরবর্তীদের ধর্মীয় ব্যাপারে নতুন আবিস্কারে সর্বপ্রকার অমঙ্গল রয়েছে।

সার কথা

মোদ্দা কথা এই যে, যে সকল গুণাবলী কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে পাওয়া যায় তার উপর ঈমান রাখা ফরয, আমাদের জন্য তাঁর গুণাবলীতে পার্থক্য করা বৈধ নয়, যা আমাদের সুবিধামত কতকগুলোকে মানব আর কতকগুলোকে নিজেদের স্বার্থের অনুকুলে বিকৃতি ঘটাবো।

তাই, যে ব্যক্তি আল্লাহকে সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা বলে মানে, তাঁর শোনা ও দেখাতে কারও তুলননা করা চলে না। ঠিক তেমনি ভাবে একথার উপর ঈমান রাখা ফরয যে তিনি আকাশের উপরে সমাসীন রয়েছেন, তা এমনভাবে যা তাঁর মর্যাদার উপযোগী, তাঁর কোন উদাহরণ নেই। এই সব তাঁর মহান গুণাবলী যা আল্লাহর কিতাব ও নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ফরমান দ্বারা প্রকট হয়েছে এবং সুষ্ঠ প্রকৃতি ও সঠিক বিবেক ও জ্ঞান এর সমর্থন যোগায় ও তার সত্যতা প্রমাণ করে। ইমাম বুখারীর (রহঃ) উস্তাদ নোআইম বিন হাম্মাদ (রহঃ) বলেন ঃ

" যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করল সে কাফের হয়ে গেল, আর যে ব্যক্তি সেই সব গুণাবলী অস্বীকার করবে যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্বার জন্য বর্ণনা করেছেন সেও কুফুরী করল, আর আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত গুণাবলীতে গুণান্বিত এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য যে সব গুণাবলী বর্ণনা করেছেন তাতে কোন সাদৃশ্য নেই। "

(শারহ আকীদা তাহবীয়া)
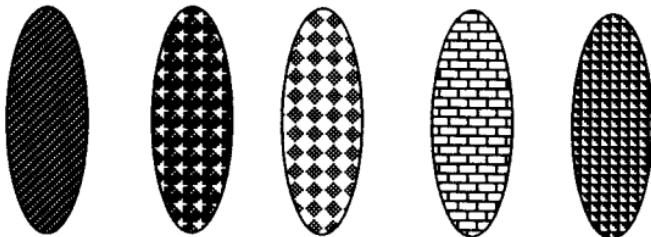
আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন

কুরআন, সহীহ হাদীস, সুষ্টজ্ঞান ও সঠিক প্রকৃতি একথার সমর্থন করে।

১. তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

الرحمٰن على العرش استوى (طه-٥)

অর্থ ঃ ' রহমান সিংহাসনে সমাসীন , অর্থাৎ (সমুন্নত ও সুউচ্চ) এই তাফসীর সহীহ্ বুখারীতে তাবেয়ীন হতে বর্ণিত হয়েছে। (তাহা-৫)

২. আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض (ملك-١٦)

অর্থ ঃ তোমরা কি সেই সত্তা হইতে নিরাপদ যিনি আকাশে রহিয়াছেন, যে তিনি তোমাদেরকে মাটিতে ধসাইয়া দিবেন।' - (মুলক-১৬)
ইবনে আব্বাস রাযীয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ
৩. তিনি হলেন আল্লাহ, (তাফসীর ইবনে জাওযী)

আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

يخافون ربهم من فوقهم - (النحل - ٥٠)

অর্থ ঃ ' তাহারা তাহাদের রবের প্রতি ভয় পোষণ করে, যিনি তাহাদের উপর অবস্থান করছেন।' - (নহল-৫০)
অর্থ ঃ আল্লাহ তা' আলা ঈসা আলায়হিস সালাম সম্বন্ধে বলেন ঃ

بل رفعه الله اليه - (النساء-٥٠)

অর্থ ঃ ' বরং আল্লাহ তা' আলা তাঁহাকে (ঈসা আলাইহিস সালাম) নিজের দিকে উঠাইয়া লন। অর্থাৎ আকাশে উঠাইয়া লইয়াছেন।- (আননিসা-৫০)

৫. আরো এরশাদ হচেছ ঃ

وهو الله فى السمٰوت - (الأنعام - ٣)

অর্থ ঃ ' সেই এক আল্লাহ যিনি আকাশ রাজ্যে রহিয়াছেন। – (আনআম–৩)

ইমাম ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ

তাফসীর কারকেরা এ ব্যাপারে একমত যে আমরা সে কথা বলবনা যা (পথভ্রষ্ট দল) জাহ্মিয়া বলে থাকে যে আল্লাহ তা"আলা প্রতিটি জায়গায় বিদ্যমান।

যালেমদের এ ধরনের কথা হতে আল্লাহ অতি মহান ! (আর, আকাশে থাকার অর্থ হল আকাশের উপর হওয়া) আর আল্লাহর এই আয়াতের অর্থ ঃ

" وهو معكم أينما كنتم " (الحديد–٤)

'তোমরা যেখানেই থাক তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সাথে রয়েছেন।' (আল–হাদীদ–৪)

অর্থাৎ তিনি তোমাদের সুরক্ষক ও তোমাদের আমলসমূহ প্রত্যক্ষকারী যেখানেই তোমরা থাক না কেন সর্ব বিষয়ে তিনি ভালভাবে অবহিত এবং সবকিছু তাঁর দৃষ্টিশক্তিও শ্রবণশক্তির আয়ত্বে।

৬. মে'রাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, এমনকি তিনি তাঁর রবের সাথে কথা ও বলেন এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামাযও ফরয করা হয়। –(বুখারী ও মুসলিম)

৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

তোমরা কি আমানতদার মনে করো না ? অথচ আমি সেই সত্তার আমানত রক্ষক যিনি আকাশে রয়েছেন।

(তিনি হলেন আল্লাহ), (আর আকাশে থাকার অর্থ হল আকাশের উপরে থাকা) – (বুখারী ও মুসলিম)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো এরশাদ করেন ঃ 'ভূমন্ডলের উপর যা কিছু রয়েছে তার উপর দয়া কর, তোমাদের উপর সেই সত্ত্বা কৃপা করবেন যিনি আকাশে রয়েছেন।' (অর্থাৎ আল্লাহ কৃপা করবেন।)

ইমাম তিরমিযী এই হাদিসটি বর্ণনা করার পর, হাসান–সহীহ্ বলেছেন।)

৯. একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ক্রীতদাসীকে জিজ্ঞেস করেন যে, আল্লাহ কোথায় রয়েছেন ? সে বলল, আকাশে রয়েছেন।

অতঃপর প্রশ্ন করলেন যে আমি কে ? উত্তরে (মেয়েটি) বলল, আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মালিককে বললেন ঃ তাকে স্বাধীন করে দাও কারণ সে একজন ঈমানদার বাঁদী। – (মুসলিম)

১০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আরশ পানির উপরে রয়েছে এবং আল্লাহ আরশের উপর রয়েছেন, আর তোমরা (পৃথিবীতে) যা কিছু করছ সবই তাঁ অবগত।– (হাসান–আবু দাউদ)

১১. খলীফা আবু বকর রাযীয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদত করে সে জেনে রাখুক যে আল্লাহ আকাশে চিরঞ্জীব এবং তিনি কখনো মরবেন না।

ইমাম দারেমী স্বীয় কিতাব 'আর রদ আলাল জাহ্মিয়া–এ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন।

১২. ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারক (রহঃ)কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, কিভাবে আমরা আমাদের প্রভুকে চিনবো ? তিনি বলেন, আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টি হতে আলাদা ভাবে আকাশের উপর নিজ সত্তাসহ রয়েছেন, তাঁর সৃষ্টি হতে এমনভাবে তিনি পৃথক যে তাঁর সৃষ্টির কেউ সমুন্নতায় তাঁর সমতুল্য নেই।

১৩. এবং চার ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে আল্লাহ নিজ আরশের উপর সমাসীন রয়েছেন, তবে তিনি তাঁর কোন সৃষ্টির সাদৃশ্য রাখেন না।

১৪. নামাযী ব্যক্তি সিজদার অবস্থায় বলে–

سبحان ربي الأعلى (উচ্চারণঃ– সুব্হানা রাব্বিয়াল আ'লা)

অর্থ ঃ " আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি " এবং দু'আর সময় সে দু'হাত আকাশের দিকে উঠায়।

১৫. শিশুদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে আল্লাহ কোথায় ? তবে তাদের সুষ্ঠ প্রকৃতির ভিত্তিতে তারা উত্তর দেবে যে, আল্লাহ আকাশে রয়েছেন।

১৬. সঠিক জ্ঞান ও সুষ্ঠ বিবেক একথার সমর্থন করে যে, আল্লাহ আকশে রয়েছেন। যদি সব জায়গায় হতেন তবে নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অবহিত করাতেন এবং তাঁর সহচরবর্গকে ও শিখিয়ে দিতেন।

আর এটাও মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সব জায়গায় হতেন তবে বহু অপবিত্র ও আবর্জনাপূর্ণ জায়গা রয়েছে সে ক্ষেত্রে কি বলা যাবে ? তিনি কি সেখানেও রয়েছেন ? তারা যা বলে থাকে তা থেকে আল্লাহ সর্বোচ্চ ও মহান।

১৭.একথা বলা যে আল্লাহ সর্ব স্থানে আমাদের সাথে স্বসত্তায় রয়েছেন, এটাই বুঝায় যে, আল্লার অনেক সত্ত্বা রয়েছে, কারণ জায়গা একটি নয় বরং অনেক রয়েছে। তাহলে যখন আল্লাহর সত্তা এক, একাধিক হওয়া অসম্ভব, তখন তাদের একথা যে সর্বস্থানে বিদ্যমান, এটা বাতিল ও অসম্ভ। আর ইহা প্রমাণিত হয়ে গেল যে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমসীন রয়েছেন, আর তিনি জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রত্যেক জায়গায় আমাদের সাথে রয়েছেন এইভাবে যে, আমরা যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাদের কথাবার্তা শুনেন ও আমাদের প্রত্যক্ষ করে থাকেন।
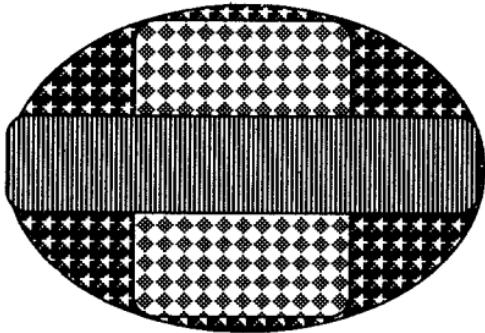
ইসলাম বিনষ্টকারী বস্তুসমূহ

বস্তুত কতকগুলো কার্য এমন রয়েছে যা মুসলমানরা করলে তার ইসলাম ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়ে যায়, যেমন কোন ব্যক্তি শির্ক করলে (যা) তার সমস্ত নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়, ফলে তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হতে হবে এবং আল্লাহ্ ত'আলা তাকে বনা তাওবায় ক্ষমা করবেন না।

১. যেমন ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে দু'আ করা বা ডাকা যেমন মৃত নবীগণ, অলীগণ এবং সেই জীবিত ব্যক্তিগণ যারা অনুপস্থিত তাঁদের ডাকা।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

" ولاتدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين " -(يونس-١٦)

অর্থ ঃ ' আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কোন সত্তাকেই ডাকিওনা যা না তোমাকে কোন ফায়দা পৌছাইতে পারে আর না কোন ক্ষতি, যদি তুমি এরূপ কর তাহা হইলে তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হইয়া যাইবে।' – (ইউনুস–১০৬)

(যালেম হওয়ার অর্থ মুশরিক হয়ে যাওয়া)

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار –

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরীক করা অবস্থায় মারা গেল সে নরকে প্রবেশ করবে। – (বুখারী)

২. আল্লাহর তাওহীদকে (একত্তবাদ) অন্তর থেকে ঘৃণা করা এবং তাঁকে ডাকা হতে ও তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা হতে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে এবং রাসুলগণ, মৃত আউলিয়াগণ এবং জীবিত অনুপস্থিত ব্যক্তিদের যখন ডাকা হয় ও তাদের নিকট প্রার্থনা করা হয় তখন অন্তর উন্মুক্ত হওয়া।

তাই মুশরিকদের সম্বন্ধে এরশাদ হচ্ছে ঃ

وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون – (الزمر-٤٥)

অর্থ ঃ ' যখন একাকী আল্লাহর কথা বলা হয়, তখন পরকালের প্রতি বেঈমান লোকদের অন্তর ছটপট করিতে থাকে। আর যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া

অন্যদের উল্লেখ করা হয়, তখন সহসা তাহারা আনন্দে হাসিয়া উঠে। -(যুমার-৪৫)

এই আয়াত সেই সব লোকের উপর প্রযোজ্য. যারা ঐসব লোকের বিরুদ্ধে লড়াই ও বিদ্রোহ করে যারা শুধু আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তাদেরকে তারা ওহাবী বলে আখ্যায়িত করে, কারণ তারা জনে না যে ওহাবীরা (তাওহীদের) একত্তবাদের দিকে আহবান করে।

৩. কোন রাসূল বা অলীর নামে যবহ করাঃ-

এরশাদ হচ্ছেঃ

" فصل لربك وانحر " (الكوثر-٢)

অর্থ ঃ ' তোমার প্রভুর জন্য নামায পড় ও কুরবানী কর।' - (কাওসার-২)

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

لعن الله من ذبح لغير الله - (مسلم)

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য যবেহ্ করে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত(অভিশাপ) হয়। -(মুসলিম)

৪. কোন মাখলুকের (সৃষ্টির) জন্য নৈকট্য ও তার এবাদতের উদ্দশ্যে নযর (মান্নত) করা, অথচ তা শুধু এক আল্লাহর জন্য।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

" رب إني نذرت لك مافى بطني محرراً-
(آل عمران-٣٥)

অর্থ ঃ ' হে প্রভু! আমার এই সন্তান যে এখন গর্ভে আছে আমি তাহাকে তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেছি, সে তোমার কাজে সম্পূর্ণ নিয়োজিত থাকিবে।' - (আল-এমরান-৩৫)

৫. কবরের আসে-পাশে নেকীর ও তার এবাদতের উদ্দেশ্যে তাওয়াফ করা, অথচ সেই তাওয়াফ কাবা ঘরের জন্যেই শুধু হতে পারে।

তাই এরশাদ হেচ্ছ ঃ

" وليطوفوا بالبيت العتيق " - (الحج-٢٩)

অর্থ ঃ ' আর তারা এই প্রাচীনতম ঘরের তাওয়াফ করবে।' -(হজ্জ-২৯)

৬. আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর আস্থাশীল হওয়া ও ভরসা রাখা।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين – (يونس – ٨٤)

অর্থ ঃ 'সুতরাং তাঁহারই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হইয়া থাক।' –(ইউনুস–৮৪)

৭. এবাদতের নিয়তে কোন বাদশাহ্ জীবিত বা মৃত বুযরুগের সামনে রুকু বা সিজদা করা। হ্যাঁ তবে ঐ ব্যক্তি যে এই সম্পর্কে অনবহিত যে রুকু ও সিজদা শুধু আল্লাহর জন্য এবাদত স্বরূপ করা যায় সে এই দলের অন্তর্ভূক্ত হবে না।

৮. ইসলামের আরকান সমূহের কোন এক রুকন বা ঈমানের আরকান সমূহের কোন এক রুকুনকে অস্বীকার করা।

ইসলামের আরকান ঃ যেমন – কালেমা, নামায, যাকাত, রমাযান মাসের রোযা এবং আল্লাহর ঘরের হজ্জব্রত পালন করা।

ঈমানের আরকান ঃ যেমন– আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাব সমূহ, তাঁর রাসূলবর্গ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভাল–মন্দের উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখা। আর এ ছাড়া ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর ও বিশ্বাস রাখা যা ইসলাম ধর্মের জন্য অবশ্য করণীয়।

৯. পূর্ণরূপে ইসলামকে ঘৃণা করা অথবা এবাদত, কারবার, অর্থনীতি এবং চারিত্রিক কোন একটি এমন বস্তু যাতে কোন দ্বিমত নেই তাকে ঘৃণা করা।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

" ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم"

(محمد – ٩)

অর্থ ঃ ' কারণ তারা সেই জিনিষ অপছন্দ করেছে যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন, এই কারণে আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী নিস্ফল ও ব্যর্থ করে দিয়েছেন। – (মুহাম্মদ –৯)

১০. কুরআন পাকের কোন আয়াত, সহীহ্ হাদীস অথবা ইসলামের কোন বিধানের সাথে বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করা।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

قل أبالله وأياته ورسوله كنتم تستهزؤن، لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ، (التوبة -٦٥،٦٦)

অর্থ ঃ ' তাহাদেরকে বল ঃ তোমাদের হাসি–তামাসা ও মন মাতানো কথাবার্তা কি আল্লাহ তাঁহার আয়াত এবং তাঁহার রাসূলের ব্যাপারেই ছিল ? এখন টাল–বাহানা করিও না, তোমরা ঈমান গ্রহণের পর কুফুরী করিয়াছ।' –(তাওবা– ৬৫,৬৬)

১১. পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত অথবা সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীস জেনে বুঝে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করা যাতে মানুষ দ্বীন ইসলাম হতে মুরতাদ (বহিস্কার) হয়ে যায়।

১২. প্রতিপালক আল্লাহকে গালাগালি করা, দ্বীন ইসলামকে অভিশাপ করা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবমাননা করা, তাঁর জীবন পদ্ধতিকে বিদ্রূপ করা এবং তিনি যে সব বিধান ও শিক্ষা নিয়ে এসছেন তার সমালোচনা করা। এসকল বিষয় নিছক কুফুরী।

১৩. জেনে শুনে এবং তাবীল (বিকৃত অর্থ) ব্যতীত আল্লাহর নাম সমূহের কোন একটি নাম, তাঁর গুণাবলীর কোন একটি গুণ এবং তাঁর কর্মসমূহের কোন একটি কাজকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করা যা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

১৪. যে সমস্ত রাসূলগণকে আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতির জন্য সঠিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন তাঁদের প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) না আনা, অথবা (তাঁদের কোন একজনের অবমাননা করা)

এরশাদ হচ্ছেঃ

" لانفرق بين أحد من رسله " – (البقرة–٢٨٥)

অর্থ ঃ ' আমরা আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।' –(বাকারা– ২৮৫)

১৫. আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করা। যখন তার এ ধারণা ও বিশ্বাস হবে যে ইসলামের ফয়সালা অনুপযোগী অথবা আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যের বিধান ও মতবাদ দ্বারা ফয়সালা করাকে বৈধ মনে করে।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " - (المائدة -٤٤)

অর্থ ঃ ' যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ও ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।' - (মায়েদা - ৪৪)

১৬. ইসলাম ছাড়া অন্যের নিকট ফয়সালা নেয়া, অথবা ইসলামের বিচার ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা বা ইসলামের ফয়সালা মানতে অন্তরে কোন রকম সংকীর্ণতা বোধ করা।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً - (النساء -٦٥)

অর্থ ঃ ' না, হে মুহাম্মদ তোমার রবের নামের শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপার সমূহে তোমাকে বিচারপতি রূপে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যা ফয়সালা করবে সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং তার সম্পর্কে নিজদিগকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে।'

-(নিসা-৬৫)

১৭. আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে আইন রচনার অধিকার প্রদান করা। যেমন (DICTATORSHIP) একনায়কতন্ত্র অথবা গণতান্ত্রিক নীতিকে মেনে নেয়া, যারা ইসলাম বিরোধী আইন রচনা করা বৈধ মনে করে।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله . (الشورى -٢١)

অর্থ ঃ ' এরা কি আল্লাহর এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে যারা এদের জন্য 'দ্বীনের কোন নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যার কোন অনুমতি

আল্লাহ দেন নি।' – (শুরা–২১)

১৮. আল্লাহর হালালকৃত জিনিসকে হারাম ও হারামকৃত জিনিসকে হালাল বলে মনে করা। যেমন– ব্যভিচার, মদ্যপান অথবা সুদকে বিনা দলীলের আশ্রয়ে হালাল মনে করা।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

" وأحل الله البيع وحرم الربا " - (البقرة-٢٧٥)

অর্থ ঃ ' আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সুদকে করেছেন হারাম।' – (বাকারা–২৭৫)

১৯. ইসলামকে ধ্বংসকারী আন্দোলন বা মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া এবং তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন ধর্মদ্রোহী সমাজবাদ, মাসুনী ইহুদীবাদ, মার্কবাদী কমিউনিজম, ধর্মনিরপেক্ষতা অথবা জাতীয়তাবাদ যা অমুসলিম আরবকে অনারব মুসলিমের উপর অগ্রাধিকার দেয়।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو
فى الآخرة من الخاسرين . (آل عمران – ٨٥)

অর্থ ঃ 'ইসলাম ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে চাহে তার সে পন্থা একেবারেই কবুল করা হবে না, এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে।' – (আল–ইমরান–৮৫)

২০. দ্বীন ইসলাম বর্জন করে অন্য পন্থা অবলম্বন করা. কারণ আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك
أصحاب النار هم فيها خالدون - (البقرة -٢١٧)

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্য হতে যে তার দ্বীন হতে ফিরে যাবে এবং কুফুরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করবে, ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই তার যাবতীয় কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। এ ধরনের সকল লোকই জাহান্নামী হবে এবং চিরদিন জাহান্নামে অবস্থান করবে।' – (বাকারা–২১৭)

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ 'যে ব্যক্তি দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর।' - (বুখারী)

২১. ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং সমাজবাদী কমিউনিষ্টদের সঙ্গ দেয়া এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সহযোগিতা করা।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة -(آل عمران -٢٨)

' মুমিনগণ যেন কখনো ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে কাফেরদিগকে নিজেদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তার কোনই সম্পর্ক থাকবে না। অবশ্য তাদের যুলুম হতে বাঁচার জন্য বাহ্যত এরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করলে তা আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন।' - (আল্-ইমরান -২৮)

২২. সেই সমস্ত সমাজবাদী যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বা ইহুদী ও নাসারা যারা শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান রাখে না তাদেরকে কাফের না মনে করা, কারণ আল্লাহ তাদের কাফের বলে ঘোষনা করেছেন।' তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. -(البينة ٦)

অর্থ ঃ ' আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য হতে যে সব লোক কুফুরী করেছে তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং চিরকাল তাতে থাকবে, এরা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।' - (আল্-ইমরান)-৬)

২৩, কতিপয় সুফীদের 'অহদাতুল ওজুদের আকীদা রাখা, অর্থাৎ তারা বলে

যে পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যেখানে আল্লাহ নেই (বরং সব জিনিসে আল্লাহ বিদ্যমান রয়েছেন।)

এমনকি তাদের এক নেতা বলে ঃ

"وما الكلب والخنزير إلا الهنـــا
وما الله إلا راهب فى كنيـسـة "

অর্থাৎ কুকুর ও শুকর আমাদের আল্লাহ ছাড়া কেউনা এবং আল্লাহ গির্জাঘরের পাদরী ব্যতীত কেউ না।

আর তাদের অপর নেতা হেল্লাজ বলেন ঃ আমি সেই আল্লাহ আর সেই আল্লাহ তো আমিই।

অতঃপর সেই যুগের আলেমগণ তার হত্যার আদেশ ও ফয়সালা দেন, ফলে তাকে হত্যা করা হয়।

২৪. আর একথা বলা যে ধর্ম রাষ্ট্র থেকে আলাদা এবং ইসলামে রাজনীতি বলে কোন জিনিষ নেই।

এটা এজন্য কুফরী ও ইসলাম বিনষ্টকারী কথা যে এতে কুরআন, হাদীস এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীকে মিথ্যা বলে মনে করা হয়।

২৫. কতক সুফী একথা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা কাজকর্মের চাবি–কাঠি কুতুবদের মধ্যে থেকে কতিপয় অলী–আওলিয়াদের সোপর্দ করে দিয়েছেন এটা আল্লাহর কাজকর্মে শিরকের অন্তর্গত, যা আল্লাহর এরশাদের পরিপন্থী ঃ

" له مقاليد السمٰوات والأرض " -(الزمر-٦٣)

অর্থ ঃ ' যমীন ও আকাশ–মন্ডলের ভান্ডার সমূহের চাবি তারই নিকট রক্ষিত। – (যুমার–৬৩)

২৬. উপরোক্ত এই সকল জিনিস যা ইসলামকে ঠিক তেমনিভাবে বিনষ্ট করে দেয় যেমন কিছু কাজ এমন রয়েছে যা ওযুকে বাতিল বা নষ্ট করে দেয়। তাই যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি এসবের কোন একটি কাজ করে ফেলবে তখন তার জন্য আবার নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করা উচিত এবং সে যেন ইসলাম

বিনষ্টকারী বস্তু পরিহার করে ; আর সে যেন মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর নিকট তাওবা করে। অন্যথায় তার সমস্ত নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে, আর সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين . (الزمر-٦٥)

অর্থ ' তুমি যদি শিরক কর, তাহলে আমল নষ্ট হয়ে যাবে আর তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। ' – (যুমার–৬৫)

আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আ বলতে শিখিয়েছেন ঃ

" اللّهم إنا نعوذبك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لانعلم " - (رواه أحمد بسند حسن)

অর্থাৎ হে আল্লাহ তোমার নিকট শরীক করা হতে আশ্রয় চাই এমন কিছু বস্তু যা আমরা জানি, আর ক্ষমা প্রার্থনা করি এমন কিছু (বস্তু) হতে যা আমরা জানি না। ' – (আহমাদ–হাসান)
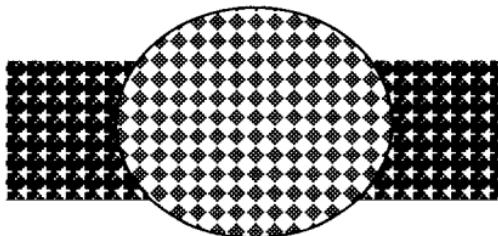
দাজ্জালদের বিশ্বাস করো না

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - (رواه أحمد، صحيح)

' যে ব্যক্তি জ্যোতিষী অথবা গণকের নিকট এল এবং তার কথাকে সে সত্য বলে মনে করল, সে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতারিত বিধানকে অস্বীকার করল।' - (সহীহ্ হাদীস, মাসনাদে আহমদ)

(মোনাজ্জেম) জ্যোতিষী যারা তারকা দেখে ভবিষ্যতবাণী করে। (কাহেন) গণক যা জ্বিনের কাছে কিছু জেনে বলে। (আর্‌রাফ) যারা (গায়েব) অদৃশ্যের কথা শুনায়। (সাহের) যাদুকর। (রাম্মাল) যারা হাত দেখে ভবিষ্যতবাণী করে। (মোনাদ্দাল) যারা কাপড় ফেলে মানুষের আভ্যন্তরীন অবস্থার খোঁজ নেয়, আরো এই ধরনের লোক যারা মানুষের মনের কথা অথবা অতীত ও ভবিষ্যতের কথা জানে বলে দাবী করে থাকে তাদেরকে সত্য বলে মনে করা হারাম,। কারণ একমাত্র আল্লাহ ত'য়ালা এই সব গুণাবলীর দ্বারা বিশেষিত।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

" وهو عليم بذات الصدور " - (الحديد-٦)

অর্থাৎ, ' তিনি আল্লাহ্ হলেন অন্তর্যামী।' - (হাদীদ-৬)

আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

قل لا يعلم من فى السمٰوات والآرض الغيب إلا اللّٰه - (النمل-٦٥)

অর্থ ঃ ' এদের বল ঃ আসমান যমীনে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েবের জ্ঞান রাখে না। ' - (নামল-৬৫)

আর দাজ্জাল প্রকৃতির লোকেরা যা কিছু প্রদর্শন করে তার ভিত্তি হচ্ছে ধারণা ও অনুমানের উপর মাত্র। তার মধ্যে অধিকাংশই থাকে শয়তানের তরফ থেকে মিথ্যা কথা যাতে বোকা ও মুর্খ ছাড়া আর কেউ প্রতারিত হতে পারে না। একটু চিন্তা করুন যে যদি তারা অদৃশ্যের কথা জানত তাহলে পৃথিবীর সমস্ত অর্থভান্ডার বের করে নিত, আর তাদের কেউ দরিদ্র–ফকীর থাকত না এবং লোকদের সম্পদ লুটার জন্য নানা রকমভাবে তারা টালবাহানা করত না। আর যদি তারা সত্য হয় তবে ইহুদীদের আভ্যন্তরীন কথা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞাত করুক যাতে তাদের ষড়যন্ত্রকে ধ্বংস করা যায়।
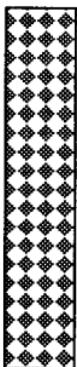
আল্লাহ ব্যতীত অন্যের শপথ করো না

১. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

" لاتحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق، ومن حلف بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله " (صحيح - رواه ابن ماجه)

তোমরা তোমাদের পিতাদের নামে শপথ করবে না । যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে শপথ করে সে (যেন) সত্য শপথ করে। আর যার জন্য আল্লাহর শপথ করা হবে সে যেন সন্তুষ্ট হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর গ্রহণে সন্তুষ্ট না হয় আল্লাহর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। – (সহীহ্ ইবনে–মাজা)

২. আরো এরশাদে নবী হচ্ছে ঃ

তোমাদের পিতা মাতাদের ও আল্লাহর সঙ্গে অবান্তর মনগড়া শরীকদের শপথ করো না। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের শপথ করো না এবং তোমরা শপথ করো না যতক্ষণ সত্য না হও। – (সহীহ্ – আবু দাউদ)

৩. আরো ফরমায়েছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের শপথ করল সে শির্ক করে ফেলল। – (সহীহ্ মুসনাদে আহমদ)

৪. আর ফরমায়েছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ধন–সম্পদ আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে তিনি (আল্লাহ) তার উপর ক্ষুব্ধ থাকবেন। – (বুখারী ও মুসলিম)

৫. আরো ফরমায়েছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন বস্তুর উপর শপথ করল, অতঃপর ওটা বতীত অন্যটায় কল্যাণ মনে করল তাহলে সে যেন কল্যাণকে অবলম্বন করে এবং তার শপথের কাফ্ফারা দিয়ে দেয়।' – (মুসলিম)

৬. আরো ফরমায়েছেন ঃ ' যে ব্যক্তি শপথ করল, অতঃপর সে ইনশাআল্লাহ বলল, তবে যদি সে চায় সেই শপথের উপর টিকে থাকবে, আর যদি চায় সেটা ত্যাগ করবে, কোন রকম কাফ্ফারা লাগবে না।

–(সহীহ্ নাসয়ী)

৭.ইবনে মাসউদ রাযীয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ যদি আমি আল্লাহর মিথ্যা শপথ করি তবে তা গায়রুল্লাহর নামে সত্য শপথ থেকে উত্তম ।

৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কসম করে এবং তার কসমের মধ্যে লাত ও ওয্যার নাম উচ্চারণ করে (তার উচিৎ) সে যেন অবশ্যই (সঙ্গে সঙ্গে) লা ইলাহা ইল্লাহ্ বলে, আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে আহবান করে যে এদিকে এস আমি তোমার সাথে জুয়া খেলব তার উচিৎ সে যেন অবশ্যই সাদকা করে।

৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ ' যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের নামে শপথ করল সে অনুরূপই হল যেমন সে বলেছে।'

অর্থাৎ যখন কোন মুসলিম এ ধরনের কথা বলবে ঃ যদি সেই কাজ করে তবে সে ইহুদী, অতঃপর তার মনে যদি তার সম্মান থাকে তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি সে এই শর্ত লাগিয়ে থাকে তবে দেখতে হবে, যদি তার এই কুফুরীর ইচ্ছা থাকে তবে সে কাফের হয়ে যাবে, কারণ কুফুরীর ইচ্ছা করা ও কুফুরী। আর যদি সেই কুফুরী থেকে দূর হওয়ার ইচ্ছা থাকে তবে সে কাফের হবে না । – (ফাতহুল বারী–১১/৫৩৯)

উপরোক্ত হাদীস সমূহ থেকে প্রমাণিত

১. নবী, কাবা, আমানত. দায়িত্ব. সন্তান, মাতাপিতা, বুযুরগী–সম্মান, আউলিয়া–পীরদের অথবা অন্য কোন সৃষ্টির শপথ করা হারাম। আর তা হল শির্ক আসগর (ছোট শিরক্) কারণ সে যার শপথ করল তাকে আল্লাহর সাথে মর্যাদায় শরীক করে ফেলল। আর এটা হচ্ছে কবীরা–গোনাহ্র (মহাপাপ সমূ–হের) অন্তর্গত।

এই ধরণের পাপ হতে বিরত থাকা, বর্জন করা এবং তা হতে তাওবা করা ফরয ও যরুরী।

আবার কোন কোন সময় গায়রুল্লাহর শপথ করা শিরকে আকবার (বড় শির্ক) পরিণত হয়, আর এটা তখনই হয় যখন অলীর শপথকারী এই আকীদা (বিশ্বাস) রাখে যে পৃথিবীর উপর তার ক্ষমতা চলছে, যদি তার মিথ্যা শপথ

করে তবে তার প্রতিশোধ নিবে। আর এটা শির্কে আকবার এই জন্য যে সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শক্তি–সামর্থের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণে ও ক্ষতি সাধনে অলী বা পীরকে আল্লাহর সাথে শরীক (অংশীদার) বানাল।

২. আল্লাহ ছাড়া অন্যের শপথ ইসলামী বিধান অনুযায়ী শপথ নয়, অতএব যে কাজের উপর শপথ করল তা করা ও আবশ্যক নয় এবং কাফ্‌ফারাও ওয়াজেব নয়।

৩. যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন করার শপথ করল অথবা কোন পাপকার্য করার জন্য শপথ করল, সে যেন এই ধরণের কাজ না করে এবং তার শপথের কাফ্‌ফারা দিয়ে দেয়। আর কসমের কাফ্‌ফারা সম্বন্ধে মহান আল্লাহর এরশাদ হচ্ছে ঃ

لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعامه عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذالك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون - (المائدة-٨٩)

অর্থ ঃ 'তোমরা যেসব অর্থহীন শপথ করে থাক আল্লাহ সে জন্য পাকড়াও করেন না । কিন্তু তোমরা জেনে বুঝে যেসব কসম খাও সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই তোমাদের পাকড়াও করবেন। (এই ধরণের কসম ভঙ্গ করার জন্য) কাফ্‌ফারা হচ্ছে দশজন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো, যা তোমরা তোমাদের ছেলে–মেয়েদের খাওয়ায়ে থাক। অথবা তাদেরকে কাপড় দান করা কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। আর তা করার সামর্থ যার নেই সে তিন দিন রোযা রাখবে। বস্তুত এটাই হচ্ছে তোমাদের কসমের কাফ্‌ফারা তোমরা কসম খেয়ে ভেঙ্গে ফেল।তোমরা নিজেদের কসমের হেফাযত করতে থাকবে। আল্লাহ তাঁর আহকাম ও বিধানকে এই ভাবেই তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করেন, সম্ভবতঃ তোমরা শোকর আদায় করবে।' – (মায়েদা ৮৯)

৪. আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

' যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য মিল্লাতের মিথ্যা কসম খাবে, সে যেমনটা বলবে অনুরূপই হয়ে যাবে। ইমাম নববী রহমাতুল্লাহ্ এর ভাষ্যে বলেন ঃ এই হাদীসের আহকাম ও অর্থ এই যে, এখানে মিথ্যা শপথ হারাম হওয়ার কঠোরতা বর্ণনা করা হয়েছে। আর, ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের কসম যেমন বলে ঃ সে ইহুদী বা নাসরানী যদি এরকম বা রকম হয় ।'

– (শারহে মুসলিম, নববী)
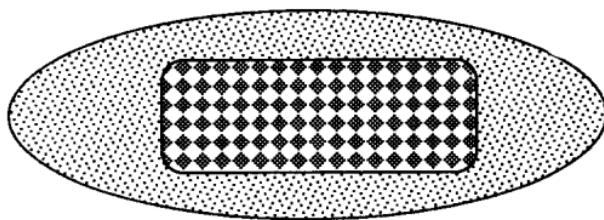
ভাগ্যকে নিয়ে হুজ্জত করবেন না

প্রত্যেক মুসলিমের উপর এই আকীদা ও বিশ্বাস রাখা ওয়াজেব যে ভাল মন্দ সমস্তই আল্লাহর নির্ধারিত তকদীর, জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু ভাল–মন্দ কাজ করা বান্দার এখতিয়ারে হয়ে থাকে। আর, সৎ কাজ করা ও অসৎ কাজ হতে বিরত থাকা বান্দার উপর অপরিহার্য। তাই, তার জন্য জায়েয নয় যে আল্লাহর নাফরমানী করবে এবং বলবে যে এটা তো আল্লাহর লিখনী ছিল। বরং আল্লাহ তা'আলা রাসূলেগণকে পাঠিয়েছেন এবং তাদের উপর কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করেছেন একমাত্র তাদের জন্য নেকী ও বদীর পথ সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্য এবং মানুষকে জ্ঞান ও চিন্তার শক্তি প্রদান করেছেন। আর, সঠিক ও ভ্রান্ত পথ চিনিয়ে দিয়েছেন।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

"إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً " –
(الدهر –٣)

' আমরা তাদের পথ দেখিয়েছি ইচ্ছা হলে শোকরকারী হবে, কিংবা হবে কুফুরকারী।' – (দাহর–৩)

অতএব, যখন কোন ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেবে বা মদ্যপান করবে সে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের বিরোধিতার কারণে শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে। তখন তাকে তাওবা করা এবং সেই অন্যায়ের জন্য লজ্জিত হওয়া আবশ্যক। আর সে যেন তকদীরকে নিয়ে (দলীল) হুজ্জত না করে। তবে, হ্যাঁ, আপদ বিপদের সময় ভাগ্যকে দলীল বানানো, আর, মনে করবে যে এই মসীবত আল্লাহর তরফ হতেই এসেছে। অতঃপর তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে। তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير – (الحديد–٢٢)

' এমন কোন বিপদ নেই যা পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের নিজেদের উপর আপতিত হয় আর আমরা তা সৃষ্টি করার পূর্বে একটি কিতাব (ভাগ্য লিপিতে) লিখে রাখি নি। এরূপ করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ কাজ ।' -(হাদীদ-২২)

নামাযের ফযীলত ও উহা পরিত্যাগ করা থেকে ভয় প্রদর্শন

১. আল্লাহ ত' আলা এরশাদ করেন ঃ

والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولٓئك فى جنات مكرمون . (المعارج -٣٤،٣٥)

' আর যারা নিজেদের নামাযের সংরক্ষণ করে। এই লোকেরা সম্মান সহকারে জান্নাতের বাগান সমূহে অবস্থান করবে।' -(মা' আরেজ-৩৩-৩৫)

২. আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. (العنكبوت -٤٥)

' আর নামায কায়েম কর। নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে।' - (আনকাবুত-৪৫)

৩.আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

" فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون " (الماعون - ٤،٥)

' পরন্তু ধ্বংস সেই নামাযীদের জন্য যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন।' - (মাউ'ন-৪,৫)

অর্থাৎ নামায হতে গাফিল, বিনা অজুহাতে (কোন অসুবিধা ছাড়া) বিলম্ব করে নামায পড়ে।

৪. আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

" قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون " -(المؤمنون - ١,٢)

'নিশ্চিতই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমানদার লোকেরা, যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে।' (আল- মুমেনূন-১,২)

৫. আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا - (مريم-٥٧)

'পরন্তু তাদের পর এমন অযোগ্য লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হল যারা নামাযকে বিনষ্ট করল আর নফসের লালসা-বাসনার অনুসরণ করল। অতএব সেদিন নিকটেই যখন তারা গুমরাহীর পরিণামের সম্মুখীন হয়ে যাবে। ' -(মরইম-৫৯)

৬. একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন যদি তোমাদের মধ্যে কারও ঘরের পাশ দিয়ে কোন নদী প্রবাহিত হয় যার মধ্যে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তাহলে বল, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি ? সাহবীগণ (রাঃ) আরয করলেন, না, তার শরীরে কোন ময়লাই থাকবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এ অবস্থা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের।

আল্লাহ তা'য়ালা এসব নামাযের বদৌলতে তার গোনাহগুলো মিটিয়ে দিবেন। - (বুখারী ও মুসলিম)

৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ

'তাদের (কাফেরদের) সাথে আমাদের পার্থক্য হল নামায (অতঃপর) যে তাকে (নামায) পরিত্যাগ করল সে যেন কাফের হয়ে গেল। -(সহীহ মুসনাদ ও আহমদ)

৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য হল নামায পরিত্যাগকরা। (মুসলিম)

ওযু ও নামায শিক্ষা

ওযু ঃ প্রথমে জামার দুই হাতা কনুই পর্যন্ত গুটান, তারপর বিসমিল্লাহ্ বলুন।

১.তিনবার করে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করুন প্রথমে ডান হাত, পরে বাম হাত। তারপর তিনবার করে কুল্লি (কুলকুচা) করুন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া দিন।

২. (তারপর) তিনবার করে মুখমন্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করুন, প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত।

৩. (তারপর) সম্পূর্ণ মস্তক কানদ্বয় সহকারে মাসাহ্ করুন।

৪.(তারপর) তিনবার করে দুই পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করুন প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা।

তায়াম্মুম ঃ পানির ব্যবহার (করা) যখন কষ্টকর হবে তখন মুখমন্ডল এবং দুই হাত মাটি দ্বারা মাসেহ করবেন।

নামায ঃ ভোরের ফরয নামায হল দুই রাকাত। নিয়তের স্থল হল দিল বা অন্তর।

এক – প্রথমে কিবলামুখি হয়ে যান, দুই হাত দুই কান পর্যন্ত উঠান আর বলুন ঃ আল্লাহ্ আকবার।

দুই – ডান হাতকে বাম হাতের উপর করে বক্ষের উপরে রাখবেন এবং পড়বেন ঃ

سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك .

বাংলা উচ্চারণ ঃ (সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা)

' হে আল্লাহ্ তুমি পাক–পবিত্র, তোমারই প্রশংসা, তোমারই নাম বরকত পূর্ণ, তুমি বড় মর্যাদার অধিকারী, আর তোমার ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই।'

এ ছাড়াও অন্যান্য দু'আ যা হাদীসে প্রমাণিত তাও পড়া যেতে পারে।

প্রথম রাকাত

প্রথমে চুপি চুপি পড়বেন ঃ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمٰن الرحيم

উচ্চারণ ঃ (আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির্ রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যিনি দয়ালু করণাময় অতঃপর সূরা ফাতেহা পড়বেন ঃ

الحمد لله رب العالمين. الرحمٰن الرحيم .مالك يوم الدين . إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم ، ولا الضالين . آمين -

উচ্চারণ ঃ আল্-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন আর্ রাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়াকানা' বুদ ওয়া ইয়াকানাস্তা-ই' ন। ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকীম, সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায্যা-ল্লী-ন। আ-মী-ন)

অর্থ ঃ ' সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা' আলারই জন্য যিনি নিখিল বিশ্বের রব্ব, যিনি দয়াময় মেহেরবান, বিচার দিবসের মালিক। আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সঠিক দৃঢ়পথ প্রদর্শন কর। ঐ সব লোকের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, যারা অভিশপ্ত নয়, যারা পথভ্রষ্ট নয়।' (কবুল কর)

তার পর পড়বেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد .

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, কুলহু আল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লামইয়ালিদ. ওয়ালাম ইয়ূলাদ, ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ। অর্থাৎ ' বল, (হে মুহাম্মদ) তিনি আল্লাহ্ একক। আল্লাহ সব কিছু হতে নিরপেক্ষ মুখাপেক্ষীহীন সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। না তাঁর কোন সন্তান আছে আর না তিনি কারো সন্তান এবং কেউই তাঁর সমতুল্য নয়।'

অথবা এই সূরা ছাড়া অন্য যে কোন সূরা পড়বেন।

১. তারপর দুই হাত উঠাবেন ও তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে রুকুতে যাবেন এবং দুই হাঁটুর উপর দুই হাত রাখবেন। আর তিনবার বলবেন ঃ

سبحان ربي العظيم

উচ্চারণ ঃ সুবহা–না রাব্বীয়াল আযীম । অর্থাৎ আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

২. মাথা ও দুই হাত উঠাবেন এবং বলবেন ঃ

سمع الله لمن حمده ، اللّهم ربنا لك الحمد -

উচ্চারণ ঃ (সাামি' আল্লাহু লিমান হামিদা, আল্লাহুম্মা রাব্বানা –লাকাল– হামদ) অর্থাৎ আল্লাহ তার কথা শুনলেন যে তাঁর প্রশংসা করল, হে আল্লাহ ! আমাদের প্রভু ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আপনারই প্রাপ্য।

৩. তারপর তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবেন ও সিজদা করবেন আর দুই হাতের তালু, হাঁটুদ্বয়, কপাল, নাক এবং দুই পায়ের আঙ্গুল সমূহকে মাটির উপর কেবলামুখী করে রাখবেন ও তিনবার বলবেন ঃ

سبحان ربي الأعلى

৪. তারপর আল্লাহু আকবার বলে প্রথম সিজদা হতে মাথা উঠান হস্তদ্বয়ের তালু হাঁটুর উপর রাখুন। আর বলুন ঃ

" رب اغـــفــرلى وارحـــمنى واهدنى وعـــافنى وارزقنى. "

অর্থাৎ উচ্চারণ ঃ (রাব্বিগফেরলী অরহামনী অহদীনি অ' আফিনী অরযুকনী হে প্রভু ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া বর্ষন করুন, আমাকে সঠিক পথ দেখান, আমাকে নিরাপদে রাখুন, আর আমাকে রিযেক দান করুন।'

৫. মাটির উপর দ্বিতীয় সিজদা করবেন ও তকবীর বলবেন। আর তিনবার বলবেন ঃ

سبحان ربي الأعلى

উচ্চারণ ঃ (সুবহা–না রাব্বীয়াল আ' লা)

৬. বাম পায়ে ভর দিয়ে বসবেন আর ডান পায়ের আঙ্গুলগুলোকে খাড়াকরে রাখবেন (এটাকে জালসা ইসতারাহা বলা হয়।)

দ্বিতীয় রাকাত

১. দ্বিতীয় রাকা' তে দাড়াবেন, আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতেহা ও আর একটি ছোট সূরা পড়ুন।

২. তারপর রুকু সিজদা ঠিক তেমনিভাবে করবেন (অর্থাৎ প্রথম রাকাতের ন্যায়)। তারপর বসবেন ও ডান হাতের আঙ্গুলগুলোকে মুড়ে নেবেন এবং ডান হাতের তাশাহুদের (তর্জনী) আঙ্গুলকে উঠাবেন এবং পড়বেন ঃ

التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .

اللّهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .

অর্থাৎ সমস্ত মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক এবাদত আল্লাহর জন্য ,হে নবী, আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিক হোক। আর, আমাদের উপর ও আল্লাহর সমস্ত নেক বান্দাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের মা'বুদ কেউ নেই, আর, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।

হে আল্লাহ ! আপনি মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষন করুন, যেমন ভাবে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষন করেছিলেন, নিশ্চয় আপনি পরম প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ ! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর বংশধরদের উপর আপনার বরকত দান করুন যেমনভাবে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের উপর বরকত দান করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি পরম প্রশংসিত ও সম্মানিত।

৩. اللّهم إنى أعوذبك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجّال .

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি জাহান্নামের আযাব হতে ও কবরের আযাব হতে, আর আশ্রয় চাই জীবন ও মরণের ফিত্না হতে এবং মসীহ্ দাজ্জালের ফিতনা হতে। - (বুখারী ও মুসলিম)

৪. প্রথমে ডানদিকে অতঃপর বাম দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলুন ঃ

السلام عليكم ورحمة الله

তোমাদের উপর সালাম ও আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।

নামাযের রাকাত সমূহের তালিকা

নামায	ফরযের পূর্বে সুন্নাত	ফরয	ফরযের পরে সুন্নাত	
ফযর	২ রাকাত	২	*	
যুহর	২+২ ,,	৪	২	
আসর	২+২ ,,	৪	*	
মাগরিব	২ ,,	৩	২	
এশা	২ ,,	৪	২ সন্নাত	১ অথবা ৩ বিতির
জুমআ	২ তাহিয়াতুল মসজিদ	২	২+২	

নামাযের নিয়মাবলী

১. 'সুন্নাতে কাবলীয়া' (পূর্বের সুন্নাত) ফরযের নামাযের পূর্বে পড়া হয়। আর 'সুন্নাতে বা'দীয়া' (পরের সুন্নাত) ফরয নামাযের পর পড়া হয়।

২. ধীর স্থিরভাবে নামাযে দাড়াবেন এবং সিজদার জায়গাতে লক্ষ্য রাখবেন এদিক ওদিক তাকাবেন না।

৩. সূরা পড়ুন, যখন ইমামের কেরাত শুনতে পাবেন না, আর জাহ্‌রী (যাতে সূরা উচ্চঃস্বরে পড়া হয়) নামাযে ইমামের সাকতাহ্‌ (বিরতির সময়) সূরা ফাতেহা পড়ুন।

৪. জুমআর ফরয হল ২ রাকাত, আর তা খুতবার পর এবং মসজিদ ছাড়া অন্যত্র পড়া জায়েয হবে না।

৫. মাগরিবের ফরয (নামায) তিন রাকাত। দুই রাকাত যেভাবে ফজরের নামায পড়েছেন সেভাবে পড়বেন এবং দু রাকাত শেষে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফিরাবেন না, বরং দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে তৃতীয় রাকাত পড়ার

জন্য দাড়াবেন এবং কেবল মাত্র সূরা ফাতেহা পড়বেন ও নামায সেইভাবেই সম্পন্ন করবেন যেভাবে ফজরের নামাযের নিয়ম শিখেছেন।

৬. যোহর, আসর ও এশার ফরয নামায চার রাকাত। যেভাবে মাগরিব পড়েছেন সেভাবে (দুই রাকাত) পড়বেন আর তৃতীয় রাকাত ও চতুর্থ রাকাতে দাড়াবেন এবং শুধু সূরা ফাতেহা পড়ে নামায সম্পন্ন করবেন।

৭. বিতির নামায তিন রাকাত, দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাতে হবে, অতঃপর এক রাকাত আলাদা করে পড়ে সালাম ফিরাবেন। আর রুকুর পূর্বে নবী সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত দু'আ পড়া উত্তম।

তাহল নিম্নরূপ ঃ

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولايقضي عليك، إنه لايذل من واليت، ولايعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাহ দ্বিনী ফীমান হাদয়তা, ওয়াআফিনী ফীমান আ-ফায়তা অতাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, অবা-রিকলী ফীমা আতায়তা, অকিনী শার্‌রা মা কাযায়তা, ফাইন্নাকা তাকযী অলা য়ুকযা আলায়কা ইন্নাহু লায়ূযিল্লু মান অলায়তা, অলা ইয়ায়িয্‌যু মান আ-দায়তা, তাবা-রাকতা রাব্বানা অতা' আ-লায়তা।)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে তাদের অন্তর্গত করো যাদের তুমি হেদায়াত করেছ, আমকে নিরাপদে রেখে তাদের মধ্যে শামিল করো যাদের তুমি নিরাপদে রেখেছ। তুমি আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে

টিকা ঃ (১) এটা সম্ভবতঃ লেখকের নিজস্ব অভিমত, কারণ বুখারী ও মুসলিম হাদীস থেকে প্রমানিত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম সূরা ফাতেহা এবং ইখলাস পড়ে রুকুতে যেতেন এবং রুকু থেকে উঠার পর দাড়িয়ে দু'আ কুনূত পড়ার পর সিজদায় যেতেন।

তাদের মধ্যে শামিল কর যাদের তুমি অভিভাবক হয়েছ। তুমি আমাকে যা দান করেছ তার মধ্যে বরকত দাও,তুমি আমাকে ঐ অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর যার তুমি ফয়সালা করেছ, কারণ তুমি এগুলোর ফয়সালাকরী এবং তোমার উপর কারো ফয়সালা কার্যকর হয় না, তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ কর তাকে কেউ হীন লাঞ্ছিত করতে পারে না, আর যার সাথে শত্রুতা পোষণ কর সে কখনো সম্মানী হতে পারে না, হে আমাদের রব ! তুমি খুবই বরকতময়, সুউচ্চ ও সুমহান।

৮. নামাযে দাড়িয়ে তাকবীর দিয়ে ইমামের অনুকরণ করার পর রুকুতে যেতে হবে, যদিও ইমাম রুকুতে থাকুন না কেন। যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় পান তবে সেই রাকাত গণ্য হবে, আর রুকু না পেলে সেই রাকাত গণ্য করা যাবে না।

৯. যদি ইমামের সাথে নামাযে যোগ দিয়ে দেখেন যে, এক বা একাধিক রাকাত নামায ছুটে গেছে তবে তা নামাযের শেষে পূর্ণ করে নেবেন এবং ইমামের সাথে সালাম না ফিরিয়ে বরং অবশিষ্ট রাকাত সমূহ পূর্ণ করার জন্য দাড়াবেন।

১০. নামাযে (–র অবস্থায়) তাড়াহুড়া করা হতে বিরত থাকবেন, কারণ, এতে নামায বাতিল হয়ে যায়। একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে নামাযে তাড়াহুড়া করতে দেখে তাকে বললেন ঃ ফিরে গিয়ে আবার নামায আদায় কর কারণ তুমি নামায পড়নি। অতঃপর তৃতীয়বার ঐ ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ রুকুতে গিয়ে স্থিরতা আনবে।' তারপর রুকু থেকে মাথা উঠাবে এবং পূর্ণ সোজা হয়ে দাড়াবে। অতঃপর সিজদা করবে তখন সিজদা স্থিরভাবে করবে। তারপর সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে স্থিরভাবে বসবে। – (বুখারী ও মুসলিম)

১১. যখন নামাযের কোন ওয়াজেব ছুটে যায়, যেমন হয়ত প্রথম 'কা' দা (প্রথম বৈঠকে) (বসা তাশাহুদের) জন্য অথবা রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ হয়, তখন কম সংখ্যক রাকাত এর উপর নির্ভর করবেন এবং নামাযের শেষে দুই সিজদা করে সালাম ফিরাবেন। একে সিজদাতুস্ সাহো বলা হয়ে থাকে।

১২. নামাযের অবস্থায় বেশী নড়াচড়া করবেন না। কারণ, এটা নামাযে খোশো-খোযুর (প্রশান্তির) পরিপন্থী এবং অনেক সময় নামায বিনষ্ট হওয়ার কারণও হতে পারে, বিশেষ করে যদি নাড়াচড়া খুব বেশী ও অপ্রয়োজনীয় হয়।

১৩. এশার নামাযের সময় অর্ধরাত্রি, রাত ১২টা পর্যন্ত শেষ হয়ে যায় কিন্তু বিতিরের সময় ফজরের সময় পর্যন্ত থাকে।
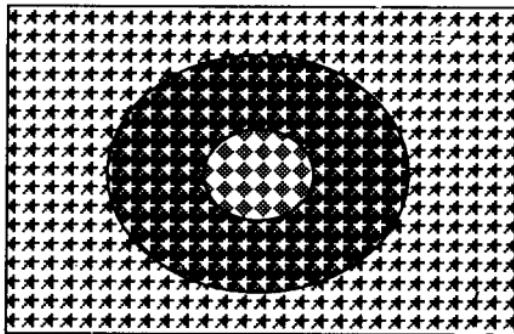
নামায সংক্রান্ত কতিপয় হাদীস

صلو كما رأيتمونى أصلى .

১. অর্থাৎ ' তোমরা নামায পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখ। -(বুখারী)

"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس "

২.যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন বসার পূর্বে (অবশ্যই) দুই রাকা'ত নামায পড়ে নেবে । -(বুখারী)

আর এই নামাযকে তাহিয়াতুল মসজিদ বলা হয়।

" لاتجلسوا على القبور، ولاتصلوا إليها "

৩. তোমরা কবরে উপর বসো না, আর কবরকে সামনে রেখে নামায পড়না। -(মুসলিম)

" إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة "

৪. যখন নামাযের একামত হয়ে যাবে তখন ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায নেই। - (মুসলিম)

" أمرت أن لاأكف ثوبا "

৫. আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন কাপড় (নামায অবস্থায়) না গুটাই। - (মুসলিম)

ইমাম নবভী রাহমাতুল্লাহ্ বলেন, এই হাদীসে জামার হাতা অথবা কোন কাপড় গুটিয়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

أقيموا صفوفكم وتراصوا، قال أنس : وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه.

৬. তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নাও আর একে অপরের সাথে (পা) মিলিয়ে দাড়াও অতঃপর আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ আমাদের প্রত্যেকে একে অপরের কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাড়াতাম। – (বুখারী)

" إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. "

যখন নামাযের একামত হয়ে যাবে তখন তোমরা দৌড়ে (ছুটে ছুটে) আসবে না, বরং ধীরস্থির ভাবে হেটে আসবে। অতঃপর যত রাকা'ত পাবে তা (ইমামের সাথে) পড়ে নেবে, আর যা ছেড়ে গিয়েছে তা সম্পূর্ণ করে নেবে। – (বুখারী–মুসলিম)

اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا–
-(رواه البخارى)

৭.এমনভাবে রুকু করবে যাতে (রুকুতে) প্রশান্তি থাকবে। অতঃপর যখন রুকু থেকে উঠবে তখন পুরো সোজা হয়ে দাড়াবে, তারপর সিজদা করবে তখন একাগ্রচিত্তে সিজদা সম্পূর্ণ করবে। – (বুখারী)

إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك –
-(رواه مسلم)

৯. যখন সিজদা করবে তখন দুই হাতকে রেখে দেবে (মাটিতে) আর কনুইদ্বয়কে খাঁড়া রাখবে। – (মুসলিম)

إني إمامكم فلاتسبقوني بالركوع والسجود – (رواه مسلم)

১০. আমি তোমাদের ইমাম, অতএব রুকু সিজদায় আমার আগে যাবে না। – (মুসলিম)

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت سائر عمله وإن فسدت فسدت سائر عمله – (رواه الطبرانى والضياء وصحح الألبانى وغيره بشواهده)

১১. কিয়ামতের দিন মানুষের প্রথম হিসাব–নিকাশ হবে নামায সম্বন্ধে, অতএব নামায যদি ঠিক (গ্রহণীয় হয় তাহলে অন্যান্য আমল ও ঠিক থাকবে, আর যদি নামাযের মধ্যে দোষ ত্রুটি থাকে, তবে অন্যান্য আমলে ও দোষ–ত্রুটি পাওয়া যাবে। – (তাবরানী, যিয়া)

এই হাদীসকে মুহাদ্দীস আলবানী (হাফিযাহুল্লাহ) আরো অনেকে বিভিন্ন সূত্র হতে বর্ণিত হওয়ার দরুণ সহীহ্ বলেছেন।
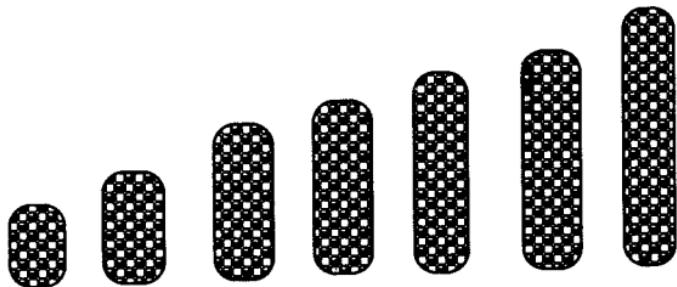
জুম'আর নামায ও জামাতে নামায পড়ার অপরিহার্যতা

জুমআর নামায ও জামা'আতে নামায পড়া পুরুষদের উপর ওয়াজিব তার প্রমাণ ও দলীল সমূহ নিম্নে বর্ণিত হল ঃ-

১. আল্লাহ তা'য়ালার এরশাদ হচ্ছে ঃ

يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون - (الجمعة -٩)

' হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছ, জুমআর দিনে যখন নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়া হবে, তখন আল্লাহর স্মরণের দিকে দৌড়াও এবং কেনা-বেচা পরিত্যাগ কর। এটা তেমাদের জন্য অধিক উত্তম। যদি তোমরা জান। ' -(জুম'আ-৯)

২. আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি পর পর তিন জুম'আ অলসতা ও অবহেলায় ছেড়ে দিল, আল্লাহ তার দিলে মোহর মেরে দেন।' -(সহীহ্-মুসনাদে আহমদ)

৩. আরো ফরমায়েছেন ঃ

لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم .(رواه البخارى)

আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে নামায আরম্ভ করার নির্দেশ দিয়ে দেব, অতঃপর আমি যুবক লোকদের ঘরে ঘরে যাব যারা নামাযে অনুপস্থিত থাকে তাদের ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে দিই। -(বুখারী)

৪. আরো এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনেও কোন ওযর ব্যতীত নামাযে হাযির হলো না তার নামাযই হবে না।(ওযর যেমন, ভয়, কিংবা অসুস্থতা

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট একজন অন্ধ ব্যক্তি এসে বললেন ঃ হে আলাহর রাসূল ! আমার এমন কেউ নেই যে আমাকে হাত ধরে মসজিদে নিয়ে যাবে, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জামা'তে না আসার ব্যাপারে (জামা'তে নামায না পড়ার) অনুমতি চাইলেন, অতঃপর তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তারপর যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন তাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও ? তিনি বললেন ঃ জি হ্যাঁ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তুমি অবশ্যিই জামা'তে উপস্থিত হবে।' – (মুসলিম)

৬. হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ যাকে এটা ভাল লাগে যে আল্লাহর সাথে আগামীকাল (পরকালে) মুসলিম রূপে সাক্ষাৎ করবে সে যেন এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সুরক্ষা করে যখন তার জন্য আযান দেয়া হবে। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের নবীর জন্য সঠিক পন্থা রচনা করেছেন, আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায সঠিক পন্থার অন্তর্ভূক্ত যদি তোমার নিজ নিজ ঘরে নামায পড় যেমন কতিপয় পশ্চাদপদ ব্যক্তি যারা জামা'ত হতে পিছিয়ে থাকে ও নিজ ঘরে নামায পড়ে, তাহলে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে পরিত্যাগ করতে থাকবে। আর যদি তোমাদের নবীর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করতে থাক তবে পথভ্রষ্ট হতে থাকবে। আর আমরা আমাদের যুগে দেখেছি, প্রকাশ্য মুনাফিক ব্যতীত কেউ জামা'ত ত্যাগ করত না।আর মুসলিমদের মাঝে এমন লোক দেখা গেছে যে, যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থতা ও দুর্বলতার কারণে নামাযে না আসতে পারত তবে তাকে দু'জন লোক সাহায্য করে কাতারে দাড় করিয়ে দিত।' – (মুসলিম)
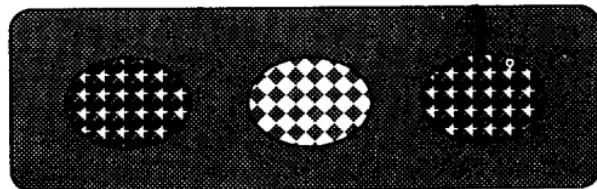
জুম'আর নামায ও জামাতের নামাযের মাহাত্ম

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি গোসল করে জুম' আ আদায়ের জন্য উপস্থিত হল অতঃপর যতটা সম্ভব (নফল) নামায পড়ল তারপর ইমামের খুতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকল, অতঃপর তাঁর সাথে নামায আদায় করল তাহলে তার এক জুম' আ হতে অন্য জুম' আ পর্যন্ত বরং আরও তিন দিনের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি (নামায) বা খুতবার সময় কাঁকর বা পাথর নিয়ে খেলা করল সে অর্থহীন কাজ করল, ফলে সে তার নেকী বিনষ্ট করে ফেলল।' – (মুসলিম)

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুম' আর দিনে জানাবাত (অপবিত্রতার) স্নান করে, অতঃপর মসজিদে গমন করে সে যেন (আল্লাহর পথে) একটা উট কুরবাণী দিল। আর তারপর যে ব্যক্তি আসল সে যেন একটি শিং ওয়ালা দুম্বা কুরবাণী করল, তারপর যে এল সে যেন মুরগী সাদকা করল, তারপর যে এল সে যেন ডিম সাদকা করল। অতঃপর যখন ইমাম খুতবা দেয়ার জন্য বেরিয়ে আসেন (মিম্বরে আরোহন করেন) তখন ফেরেশতারা (যারা এই নেকী লেখার কাজে নিযুক্ত) আমলনামা বন্ধ করে খুতবা শুনতে আরম্ভ করেন। – (মুসলিম)

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জামা' তে পড়ল সে যেন অর্ধরাত্রি এবাদতে কাটাল, আর যে ব্যক্তি ফজরের ও নামাযও জামা' তে পড়ল সে যেন সারারাত্রি এবাদতে কাটাল। – (মুসলিম)

৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ জামা' আতে নামায পড়ার নেকী বাড়িতে বা বাজারে (নামায) পড়ার অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশী। আর তা এইভাবে যে যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে অযু করে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে তখন তার প্রতি পদক্ষেপে একটা করে জান্নাতের মর্যাদার স্তর উঁচু হতে থাকে। আর প্রতি কদমে তার একটা করে গোনাহ মাফ হয়। অতঃপর যখন মসজিদে প্রবেশ করে তারপর যতক্ষন নামাযের উদ্দেশ্যে থাকে, ততক্ষন সে যেন নামাযেই রত থাকে। আর যতক্ষন নামায পড়ে সেই জায়গায় বসে থাকে ততক্ষন পর্যন্ত ফিরিশতারা দু' আ করতে থাকে, তাঁরা

বলতে থাকেন ঃ হে আল্লাহ ! তাদের উপর দয়া কর, হে আল্লাহ ! তাদেরকে ক্ষমা কর আর তাদের তওবা গ্রহণ কর। তবে হ্যাঁ, এটা ততক্ষন পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষন পর্যন্ত না সে কাউকে কষ্ট দেয় বা অযু ভেঙ্গে না যায়। -- (বুখারী, মুসলিম)

আমি পূর্ণ নিয়মানুসারে কিভাবে জুম'আ পড়ব ?

১. জুম'আর দিন স্নান করব ও নখগুলো কাটব, অতঃপর অযু করে সুগন্ধি–আতর ব্যবহার করতঃ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরব।

২. কাঁচা পিয়াজ বা রসুন খাব না, আর ধুমপানও করব না, আর আমার মুখের ভেতর দাঁতন অথবা মাজন দিয়ে পরিস্কার করে নেব।

৩. মসজিদে প্রবেশ করেই দুই রাকাত নামায পড়ব যদিও খতীব মিম্বরে খুতবায় থাকেন। কারণ এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ রয়েছে, তিনি বলেন ঃ যদি কেউ জুম'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করে ঐ সময় যখন ইমাম খুতবা দিতে থাকেন, তখন সে যেন সংক্ষেপে দুই রাকাত নামায আদায় করে। – (বুখারী, মুসলিম)

৪. ইমামের খুতবা শুনার জন্য বসে যাব, আর কোন রকম কথাবার্তা বলব না।

৫. ইমামের (সাথে তাকে) অনুকরণ করে জুম'আর ফরয দুই রাকাত নামায পড়ব (নিয়ত হবে অন্তর থেকে)

৬. জুম'আর পরে চার রাকা'ত সুন্নাত (মসজিদেই) পড়ব অথবা ঘরে ফিরে গিয়ে দুই রাকাত পড়ব, আর এটাই হল উত্তম।

৭. জুম'আর দিনে খুব বেশী করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করব।

৮. জুম'আর দিনে বেশী বেশী করে দু'আ করব। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জুম'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যখন কোন মুসলমান আল্লাহর নিকট ঐ মুহূর্তে উত্তম কোন জিনিস চায় আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তা দিয়ে দেন। – (বুখারী, মুসলিম)

চাঁদ ও সূর্য গ্রহণের নামায

১. হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একদা সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি একজন ঘোষণাকারীকে পাঠালেন (এই ঘোষণা দিতে) যিনি ডাক দিচ্ছিলেন ঃ " الصلاة جامعة " বলে। অর্থাৎ নামাযের জন্য একত্রিত হও। অতঃপর তিনি নামাযে দাড়ালেন এবং দুই রাকা'ত নামাযে চারবার রুকু ও চারবার সিজদা করলেন। – (বুখারী)

২. আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছিল, তখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাড়িয়ে লোকদের নামায পড়ালেন এবং তাতে কেরাত (কুরআন পাঠ) লম্বা করলেন, তারপর খুব লম্বা করে রুকু করলেন, অতঃপর রুকু থেকে দাড়িয়ে আবার লম্বা কেরাত পড়লেন, কিন্তু এই কেরাত প্রথম কেরাতের তুলনায় কম ছিল। অতঃপর রুকু করলেন লম্বা করে তবুও এই রুকু তুলনামূলকভাবে প্রথম রুকু চাইতে হাল্‌কা ছিল। তারপর রুকু হতে মাথা উঠালেন। অতঃপর দু'টি সিজদা করলেন তারপর আবার দাড়িয়ে দ্বিতীয় রাকা'তে তাই করলেন যা প্রথম রাকা'তে করেছিলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন, ততক্ষনে সূর্য গ্রহণ শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবাতে বললেন ঃ নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ কারও জন্ম বা মৃত্যুর কারণে ঘটে না । বরং তা হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত যা তিনি নিজ বান্দাদের দেখিয়ে থাকেন, তাই যখন তোমরা তা দেখবে তখন নামাযের দিকে ঝাপিয়ে পড়বে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে ঃ যখন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে তখন আল্লাহর নিকট দু'আ করবে।তাকবীর পড়বে, নামায পড়বে ও সাদকা (দান–খায়রাত) করবে। অতঃপর বললেন ঃ হে মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মত ! জেনে রাখ ! কোন বান্দা বা বান্দী যখন যিনা করে তখন আল্লাহ্ তা'য়ালার চেয়ে বেশী কারও আত্ম সম্ভ্রমে আঘাত করে বলি আমি যা জ্ঞাত আছি, যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে খুব কমই হাসতে এবং বেশী বেশী করে কাঁদতে। জেনে রেখো যে আমি তোমাদের সঠিক দাওয়াত পৌছে দিলাম। – (বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত জামেউল ওসুল–৬/১৫৬–১৫৮)

মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায

(জানাযার নামাযের) প্রথমে অন্তরে নিয়ত করবেন এবং চার তাকবীরের সাথে নিম্নে বর্ণিত নিয়মে নামায সমাপ্ত করবেন।

১. প্রথমবার তাকবীরের (আল্লাহু আকবার বলার) পর তা'আউয (আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির-রাজীম), বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম এবং সূরা ফাতিহা পড়বেন।

২. দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদে ইব্রাহীম পাঠ করবেন।

৩. তৃতীয় তাকবীরের পর সেই দু'আ পড়বেন যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই ক্ষেত্রে প্রমাণিত তা হচ্ছে ঃ

اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار . (أخرجه مسلم وغيره)

'হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তাকে মাফ ও মার্জনা কর, তার বাসস্থানকে সম্মানিত কর, তার প্রবেশের জায়গা প্রশস্থ কর, তাকে পানি ও বরফ দিয়ে ধুয়ে দাও (তার পাপ হতে) তাকে গোনাহ হতে এমনভাবে পরিস্কার কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে ধুয়ে সাফ হয়ে যায়, তাকে তার পরিবারের বদলে এক উত্তম পরিবার দান কর এবং তার পত্নীর বদলে উত্তম পত্নী দান কর, তাকে জান্নাতে দাখিল কর ও কবরের আযাব হতে একে মুক্তি দাও। -(মুসলিম)

৪. চতুর্থ তাকবীরের পর মন যা চায়, সেভাবে দু'আ করবেন এবং ডান দিকে সালাম ফিরাতে হবে।

মরণ হতে নসীহত হাসিল করা

আল্লাহ্ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ،فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . (آل عمران-١٨٥)

'প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মরতে হবে এবং তোমরা সকলে নিজ নিজ প্রতিফল (পুরাপুরি ভাবেই) কিয়ামতের দিন পাবে। সফল হবে, মূলত ঃ সেই ব্যক্তি যে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাবে ও যাকে জান্নাতে দাখিল করানো হবে, আর এই দুনিয়া তো একটি বাহ্যিক প্রতারণাময় জিনিস।' – (আল–ইমরান –১৮৫)

জনৈক কবি বলেন ঃ

تزود للذى لابد منه — فإن الموت ميقات العباد

وتب مما جنيت وأنت حي — وكن متنبها قبل الرقاد

ستندم إن رحلت بغير زاد — وتشقى إذ يناديك المنادى

أترضى أن تكون رفيق قوم — لهم زاد وأنت بغير زاد

শুধু তার জন্য পাথেয় সঞ্চয় কর যা আবশ্যক, কারণ সমস্ত মানুষের মরণের সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। আর তুমি যা পাপ করেছ তা হতে তোমার জীবদ্দশাতেই তাওবা কর, এবং চিরস্থায়ী ঘুমের পূর্বেই সাবধান হয়ে যাও। যদি বিনা পাথেয় নিয়েই পরকালের পথ চলতে থাক, তবে অচিরেই লজ্জিত হবে। আর মরণের দূত যখন ডাক দেবে. তখন বড়ই হতভাগ্য বলে বিবেচিত হবে।তুমি কি এটা চাও যে এমন সম্প্রদায় সঙ্গী হবে, যাদের নিকট প্রয়োজনীয় পাথেয় রয়েছে, কিন্তু তোমার হাত একদম শুন্য ?

ঈদগাহে গিয়ে দুই ঈদের নামায আদায়

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আয্‌হার দিন ঈদ্‌গাহে গিয়ে প্রথমে নামায পড়তেন। (বুখারী)

২. রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ ঈদুল ফিতরের নামাযে প্রথম রাকাতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। আর দুই রাকা'তেই তাকবীর সমূহের পর কিরাত পড়তে হবে। -(আবু দাউদ হাদীস হাসান)

৩.জনৈক সাহাবী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন যেন আমরা ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আয্‌হার দিনে ঈদগাহে আযাদ (স্বাধীনা) মেয়েদের, ঋতুবর্তীদের ও কুমারীদের নিয়ে যাই, কিন্তু ঋতুবর্তীরা নামাযে অংশগ্রহণ করবেনা, কিন্তু বর্ণনাকারীনী (উম্মে আতিয়া) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল আমাদের কোন একজনের নিকট বড় চাদর নেই , (সে কি করবে ?) তিনি বললেন ঃ তার (ইসলামী) বোন নিজ চাদর তাকে পড়তে দিবে। - (বুখারী ও মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীস সমূহ থেকে প্রমাণিত মাসআলাসমূহ ঃ

১. দুই ঈদের নামায (হচ্ছে) দুই রাকাত করে, প্রত্যেক নামাযী (ব্যক্তি) প্রথম রাকাতের শুরুতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতের প্রথমে পাঁচ তাকবীর দিবে। অতঃপর ইমাম সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন একটি সূরা পাঠ করবেন এবং দুই ঈদের নামায জামাত সহকারে পড়বেন।

২. ঈদের নামায (মাসাল্লায়, ঈদগাহে) পড়তে হবে। মদীনার পার্শেই যা একটি জায়গা ছিল যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামায পড়ার জন্য যেতেন এবং তাঁর সাথে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেরা ও যুবতী মেয়েরা এমন কি মাসিক অবস্থায় থাকা মহিলারা ও যেত।

' আল্লামা হাফিয ইবনে হাজর ফতহুলবারীতে বলেন ঃ এ থেকে বুঝা যায় যে ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহে যেতে হবে। আর বিনা ওযরে মসজিদে ঈদের নামায হবে না।

ঈদুল আযহার দিনে কুরবাণীর বিধান

১. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ ঈদের দিনে আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে আমরা নামায আদায় করব, তারপর ঘরে ফিরে এসে কুরবাণী করব। অতএব যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বেই কুরবাণী করল, সে শুধু তার পরিবার বর্গকে গোশত পরিবেশন করল, তার কুরবাণী বলতে কিছুই হল না। – (বুখারী ও মুসলিম)

২. রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনর ঃ হে লোকেরা ! নিশ্চয় প্রত্যেক পরিবারের উপর কুরবাণী আবশ্যক।

– (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী,তিরমিযী ও ইবনে মাজা) এবং হাফিয ইবনে হাজর (রহঃ) ফতহুল বারীতে এই হাদীসের সূত্রকে বলিষ্ঠ বলেন।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবাণী না করে সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটে না আসে। –(ইবনে মাজা)

মুসতাদরাক হাকিম এবং আল্লামা আলবানী (হাফেযাহুল্লাহ) এই হাদীসকে জামে সহীহ্তে বলেছেন।

ইসতিসকার (বৃষ্টি চাওয়ার) নামায

১. সাহাবাগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বর্ণনা করেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতিসকার নামাযের জন্য ঈদগাহে গেলেন এবং বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন, অতঃপর কিবলামুখী হলেন, দুই রাকাত নামায পড়লেন আর এমনভাবে চাদর উল্টালেন যে তার ডান দিককে বামদিকে করে দিলেন। -- (বুখারী)

(দু'আর আগে নামায পড়া যেতে পারে।)

২. হযরত আনাস বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ যখন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল, তখন তিনি

হযরত আব্বাসের নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করার দরখাস্ত করেন এবং বলেন ঃ হে আল্লাহ ! এর পূর্বেতো আমরা তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীলায় দু'আ করতাম, তখন তুমি আমাদের বৃষ্টি দান করতে, আর এখন আমরা তোমার নবী (সাঃ) চাচার অসীলায় দু'আ করি, আমাদের বৃষ্টি দান কর, অতঃপর বৃষ্টিপাত শুরু হয়। – (বুখারী)

উপরোক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, মুসলমানরা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুগে দু'আ করানোর জন্য তাঁর অসীলা নিতেন, বৃষ্টির জন্য তাঁর নিকট দু'আর দরখাস্ত করতেন, অতঃপর যখন তিনি মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলেন (পরলোক গমন করলেন), তারপর তাঁরা কখনো তাঁর নিকট দু'আর দরখস্ত করেন নি, বরং আল্লাহর রাসূলের চাচা আব্বাসের নিকট দু'আ করার দরখাস্ত করেন, এটা সেই সময় যখন তিনি জীবিত ছিলেন। অতঃপর হযরত আব্বাস তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন।

মুসাল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকুন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি কেউ জানত যে নামায অবস্থায় কোন ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে যাওয়াটা কতবড় অন্যায়, তাহলে তার জন্য উত্তম হত ৪০ দিন (দিন বা বৎসর) অপেক্ষা করা।

আবু নযর (রাঃ) বলেন ঃ আমি জানিনা তিনি ৪০ দিন, মাস বা বৎসর বলেছিলেন। – (বুখারী)

এই হাদীসে নামায আদায়কারীর সিজদার জায়গার ভিতর দিয়ে যাওয়ার কথা বুঝাচ্ছে। তাতে আছে পাপ ও ভয় প্রদর্শন। সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত এতে কি ধরণের পাপ হয়, তাহলে ৪০ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করত। কিন্তু যদি সিজদার বাহির দিয়ে অতিক্রম করে তবে তাতে কিছু হবে না এটাই হাদীসের ভাষ্য।

আর মুসল্লির জন্য জরুরী হচ্ছে, সে তার সম্মুখে সুতরার (আড়ের) ব্যবস্থা করে, যাতে তার সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় অতিক্রমকালী সতর্কতা অবলম্বন করে,

কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তি নামাযে দাড়ায় তখন যেন মানুষ হতে সুতরা করে নেয়।

তারপরও যদি কেউ সুতরার ভিতর দিয়ে গমন করে তবে সে (নামাযী) যেন তাকে গলাধাক্কা দেয়। যদি সে বাধা না মানে তবে যেন তার সাথে যুদ্ধ করে। কারণ সে ব্যক্তি শয়তান। – (বুখারী ও মুসলিম)

এটা সহীহ্ হাদীস যা বুখারীতে আছে, আর এই হাদীস মসজিদুল হারাম ও মসজিদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কেই ব্যাপকতার কারণে শামিল করে এবং যখন তিনি এই হাদীসটি বলেন তখন তিনি মক্কায় অথবা মদীনায় ছিলেন। এর দলীল হচ্ছে ঃ

১. ইমাম বুখারী (তাঁর সহীহ্ কিতাবের ১/১২৯) অধ্যায় ঃ (নামায আদায়কারী তাকে বাধা দেবে যে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে) এতে উল্লেখ করেন ঃ ইবনে উমর (রাঃ) কাবা শরীফে নামাযরত অবস্থায় তাশাহুদ পড়ার সময় তাঁর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে বাধা দেন। তারপর বলেন ঃ যদি সে লড়াই ব্যতীত বাধা না মানে তবে তার সাথে লড়াই কর। হাফিয ইবনে হাজর (রহঃ) ফতহুল বারীতে বলেন ঃ এখানে কাবা শরীফের ঘটনা এজন্য উল্লেখ করা হল, যাতে করে লোকেরা এই ধারণা পোষণ না করে যে প্রচন্ড ভীড়ের দরূন ঐ স্থানে মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমন করা ক্ষমার যোগ্য।

উপরোক্ত ইবনে উমরের হাদীসটি যাতে কাবার উল্লেখ হয়েছে তা ইমাম বুখারীর ওসতাদ আবু নু'আইমের কিতাব 'আস্সলাতে' পুরো সূত্রসহ বর্ণনা করেন।

২. কিন্তু হাদীসে আছে যে, কাবা শরীফে সুতরা ব্যতীত নামায আদায় করা কালীন কেউ তার সম্মুখ দিয়ে গমন করলে কোন গুনাহ্ হবে না, তা সঠিক ন/য। কারণ তার সনদে অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে, আর সেই হাদীস হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন সুফিয়ান বিন ওয়াইনাহ্ তিনি বলেন ঃ আমাকে হাদীস বয়ান করেন কাসীর বিন কাসীর বিন আল-মুতালিব বিন আবি ওয়াদাআ তিনি বর্ণনা করেন নিজ পরিবারের কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তি হতে, সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি বর্ণনা করেন তাঁর দাদা হতে তিনি একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনী সাহ্ম দরজার নিকট নামায আদায় করতে দেখেন, আর লোকেরা তাঁর সম্মুখ দিয়ে গমনাগমন করছিল অথচ তাঁরও লোকদের মাঝে কোন সুতরা ছিলনা।

নোট ঃ ইবনে মাযা খুযাইমার রেওয়ায়েতে আছে ৪০ বৎসর এবং হাফিয ইবনে হাজর এই হাদীসকে সহীহ্ বলেন)।

সুফিয়ান বলেন ঃ তাঁর ও কাবা ঘরের মাঝে কোন সুতরা ছিলনা । সুফিয়ান আরো বলেন ঃ ইবনে জুবাইর আমাকে হাদীসটি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে আমাকে কাসীর তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। ইবনে জুরাইজ বলেন ঃ আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম তখন তিনি বললেন ঃ আমি আমার পিতা হতে শুনিনি বরং আমার পরিবারের কোন একজন আমার দাদা হতে এই হাদীসটি বয়ান করেন।

হাফিয ইবনে হাজর (রঃ) ফতহুল বারীতে বলেন ঃ এই হাদীসটি হচ্ছে (মা' লুল) ত্রুটিযুক্ত।

৩.সহীহ্ বুখারীতে (অধ্যায় ঃ মক্কা ও অন্যান্য জায়গায় সুতরা করা) আবু হুজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুর বেলা বের হন এবং মক্কার বাতহা নামক স্থানে যোহর ও আসরের নামায ২ রাকাত করে আদায় করেন এবং সামনে (সুতরা হিসেবে) ছোট একটি লাঠি দাড় করেন। ("আনাযা") এমন এক লাঠি যার মাথায় লোহা লাগানো থাকে। মোদ্দা কথা ঃ যে স্থানে মুসল্লী সিজদা করে সেই স্থান দিয়ে যাতায়াত করা হারাম। তাতে পাপ হয় এবং কঠোর শাস্তির ভয় ও আছে যদি মুসল্লির সামনে সুতরা থাকে, তবে তা হারাম শরীফেই হোক বা অন্যত্র হোক না কেন। কারণ তা পূর্বেই এ সম্বন্ধে কয়েকটি সহীহ্ হাদীস পেশ করা হয়েছে। তবে কেউ যদি প্রচন্ড ভীড়ের কারণে অপারগ হয় তবে তার জন্য জায়েজ আছে।
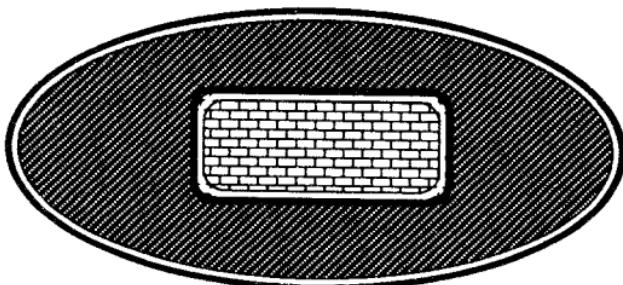
রোযা ও তার উপকারীতা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يٰأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عل الذين من قبلكم لعلكم تتقون . (البقرة-١٨٢)

' হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করে দেওয়া হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীর উম্মতদের উপর ফরয করা হয়েছিল ; ফলে আশা করা যায় যে, তোমাদের মধ্যে 'তাকওয়ার' গুণ ও বৈশিষ্ট জাগ্রত হবে।' -- (বাকারা-১৮২)

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ। (অর্থাৎ জাহান্নাম হতে রক্ষাকারী) - (বুখারী ও মুসলিম)

হে আমার মুসলিম ভাই ! জেনে রাখুন, সিয়াম (রোযা) একটি ইবাদাত এবং এর নানা প্রকারের উপাকারিতা আছে। তন্মধ্যে ঃ

১- সাওম হযমের যন্ত্র ও পাকস্থলীকে সর্বদা কার্যে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরতি দান করে এবং শরীরের যে বর্জ্য পদার্থ আছে তাকে নিঃস্বরণ করে। শরীরের শক্তি জোগায়। আর তা নানা ধরনের রোগ হতে নিরাময় দান করে। আর ধূমপানকারীকে ধূমপান হতে দিবসকালে বিরত রাখে। এইভাবে রোযা তাকে উহা ত্যাগ করতে সাহায্য করে।

২- সাওম আত্মাকে সুস্থ করে তুলে, ফলে তা কল্যাণ, নিয়মশৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা, আনুগত্য ও ধৈর্য্যের মধ্যে চলতে অভ্যস্ত করে তোলে।

৩- সাওম আদায়কারী নিজেকে তার অন্যান্য সিয়াম আদায়কারী ভাইদের সমকক্ষ মনে করে। কারণ তাদের সাথে একত্রেই সিয়াম শুরু করে এবং ইফতারও করে। ফলে সবাই ইসলামের একত্ববাদের উপর এসে যায়।সাথে সাথে সে যে ক্ষুৎ-পিপাসা অনুভব করে তাতে তার অন্যান্য অভুক্ত ও অভাবী ভাইদের কষ্ট অনুভব করতে পারে।

সাওম সংক্রান্ত কতিপয় হাদীস

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

من صام رمضان إيماناً وإحتساباً غفرله ما تقدم من ذنبه - (بخارى)

' যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় সিয়াম (রোযা) পালন করে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় ।' - (বুখারী ও মুসলিম)

২. তিনি আরো বলেন ঃ

من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر . (مسلم)

' যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পালন করে এবং শাওয়ালের আরও ছয়টা রোযা আদায় করে সে যেন বৎসরই সিয়াম পালন করল। - (মুসলিম)

৩. তিনি আরো বলেন ঃ

من قام رمضان إيماناً وإحتساباً غفرله ما تقدم من ذنبه - (بخارى و مسلم)

' যে ব্যক্তি রমযানের তারাবিহ্ ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় আদায় করে তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়। - (বুখারী ও মুসলিম)

রমযানে আপনার উপর অপরিহার্য কার্যসমূহ

হে মুসলিম ভাই ! জেনে রাখুন, আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের উপর রোযাকে ফরয করেছেন যেন আমরা তা আদায় করত ঃ তাঁর ইবাদত করি। আর যাতে করে আপনার সিয়াম কবুল ও উপকারী হয়, তার জন্য নিম্নে বর্ণিত আমল সমূহ করুন ঃ–

১- নামাযের সংরক্ষন করুন। বহু সিয়াম (রোযাব্রত) পালনকারী এমন আছে যারা নামাযকে অবহেলা করে। অথচ তা হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে অন্যতম একটি ভিত্তি এবং তা ত্যাগ করা কুফুরীর অন্তর্গত।

২. আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হোন এবং কুফুরী ও দ্বীনের প্রতি গালমন্দ করা হতে সতর্ক থাকুন। আর মানুষের সঙ্গে খারাপ আচরণ পরিহার করে চলুন। আর ভাবুন যে আমি সিয়াম পালনকারী। এইভাবে রোযা আত্মাকে সুসংযত করে তোলে, আর চরিত্রের খারাপ দিকটা দূরীভূত করে। আর কুফুরী কাজ করা হতে বিরত রাখে যা মুসলিমদের দ্বীন হতে বের করে দেয়।

৩. রোযাব্রত পালনকরা অবস্থায় কোন অসার বা কটু কথা বলবেন না, যদিও তা হাস্য কৌতুকই হোক না কেন, কারণ ঐরূপ আচরণ আপনার রোযাকে নষ্ট করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তোমাদের কেউ সিয়াম পালনকারী হয়, তবে সে যেন আলফাল কথা না বলে, আর যেন কর্কশভাষী না হয়। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা হত্যা করতে উদ্যত হয়, তবে সে যেন বলে, আমি সিয়াম পালনকারী, আমি সিয়াম পালনকালী। -(বুখারী ও মুসলিম)

৪. সিয়ামের দ্বারা ধূমপান পরিত্যাগ করতে সচেষ্ট হউন। কারণ তা ক্যান্সার ও যক্ষ্মা রোগের উপাদান। আপনি নিজকে দৃঢ় প্রত্যয়ের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হোন, যেভাবে উহা দিবসে পরিহার করেছেন সেভাবে রাত্রিতেও উহা পরিত্যাগ করুন। যার ফলে আপনার স্বাস্থ্য ও সম্পদ উভয়ই রক্ষিত হবে।

৫.ইফতার করার সময় অতিভোজন করবেন না যা রোযার উপকারিতাকে ব্যাহত করে। আর আপনার স্বাস্থ্য ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

৬. চলচ্চিত্র ও দূরদর্শন উপভোগ করা হতে বিরত হোন। কারণ এতে চরিত্রের পদস্খলন ঘটে, আর রোযার উপকারিতা বিঘ্নিত হয়।

৭. অধিক সময়ব্যাপী রাত্রি জাগরণ করবেন না, কারণ হয়ত সাহ্‌রী খাওয়া ও ফজরের নামায ছাড়া যেতে পারে। আপনার অপরিহার্য কর্তব্য যথাসম্ভব ভোরে ভোরেই শুরু করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেনঃ হে আল্লাহ ! আমর উম্মতের প্রভাতকালীন সময়ে বরকত দান করুন। -(আহমদ, তিরমিযি সহীহ্)

৮. অধিক পরিমাণে নিজের আত্মীয়-স্বজন বাড়ী ও অভাবীদের দান খয়রাত করুন। আর নিকট আত্মীয়দের বাড়ী বেড়াতে যান এবং শত্রুতা পোষণকারীদের শত্রুতা মীমাংসা করিয়ে দিন।

৯. অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করুন, তেলাওয়াত করুন বা তা শ্রবণ করুন। আর উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সচেষ্ট হোন, তার উপর আমল করুন, আর মসজিদে গিয়ে উপকারী বিদ্যাচর্চা সমূহ শ্রবণ করুন। আর রমযানের শেষ দশকে মসজিদে এ'তেকাফ করা সুন্নাত।

১০. তার সঙ্গে সিয়ামের উপর লিখিত বই পুস্তক পড়ুন যাতে তার হুকুম আহকাম শিক্ষা করতে পারেন। তখন জানতে পারবেন যে ভুল বশতঃ খাবার ভক্ষণ করলে বা পানীয় পান করলে রোযা নষ্ট হয় না। আর রাত্রে গোসল ফরয হলে তা রোযার কোন ক্ষতি করে না, যদিও পবিত্রতা অর্জন করা ও নামাযের জন্য গোসল করা ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য।

১১. রমযানের সিয়ামের (রোযার) সুরক্ষণ করুন। আর আপনার সন্তানদের যখনই সামর্থ হবে তখন হতেই রোযাব্রত পালনে অভ্যস্ত করে তুলুন। ধর্মীয় কারণ ব্যতীত রোযা ত্যাগ করা হতে সাবধান থাকুন। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে একদিন রোযা ভঙ্গ করবে, তার জন্য তা কাযা আদায় করাও তাওবা করা ওয়াজিব (অপহির্য)।

আর যে ব্যক্তি রমাযানের দিনে স্ত্রী সহবাস করবে সে তার কাফ্‌ফারা আদায় করবে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী। প্রথম হুকুম কোন ক্রীতদাস মুক্ত করা আর যে ওটা করতে অসামর্থ সে যেন একটানা (বিনা বিরতিতে) দুই মাস যাবৎ রোযাব্রত পালন করে। আর যে ব্যক্তি ওটা করতে ও অসামার্থ সে যেন ৬০ জন মিসকিনকে ভোজন করায়।

১২. হে মুসলিম ভাই ! রমাযান মাসে রোযা ভঙ্গ করা হতে বিরত থাকুন। আর কোন ওযর বশতঃ (ভঙ্গ) করলেও অন্যদের সামনে প্রকাশ করবেন না। কারণ রোযা ভঙ্গ করা আল্লাহর সামনে বাহদুরী দেখানোরই শামিল আর এটা ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়, আর সমাজকে করা হয় কলূষিত। আর জেনে রাখুন যে রোযাব্রত পালন করল না তার জন্য ঈদ পালন করা অনর্থক কারণ সিয়াম সম্পন্ন করার পর ঈদ হল আনন্দের দিবস। এই দিবসে ইবাদত কবুল হয়।

হজ্জ ও উমরা সম্বন্ধে জ্ঞান সমূহ

১. মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فإن اللّه غني عن العالمين.

(آل عمران-٩٧)

' লোকদের উপর আল্লাহর এই অধিকার রয়েছে যে, যার এই ঘর পর্যন্ত পৌছিবার সামর্থ্য আছে, সে যেন তার হাজ্ব সম্পন্ন করে। আর যে এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে তার জেনে রাখা আবশ্যক যে আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন।' – (আল–ইমরান–৯৭)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক উমরাহ হতে অন্য এক উমরাহ, এই দুই উমরাহ পালন করার মধ্যবর্তী সময়ের কাফ্‌ফারা স্বরূপ, আর কবুল হওয়া হজ্বের পুরস্কার একমাত্র জান্নাত। – (বুখারী ও মুসলিম)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমনভাবে হজ্ব আদায় করল যাতে কোন অশ্লীল কথা কিংবা কাজ কিংবা ফাসেকী কোন কর্ম করল না, সে যেন তার পাপ হতে এমনভাবে পবিত্র হয়ে গেল যেন এই মাত্রই তার মাতা তাকে প্রসব করল। – (বুখারী ও মুসলিম)

৪. রাসূলল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ

خذوا عني مناسككم . (رواه مسلم)

'তোমরা আমার নিকট হতে হজ্বের নিয়মাবলী শিখে নাও।' (মুসলিম)

৫. হে মুসলিম ভাই ! যখনই আপনার নিকট ঐ পরিমাণ অর্থ হবে যে অর্থ দ্বারা মক্কা শরীফ যাওয়া ও আসার ব্যবস্থা হয় তখন শীঘ্রই ফরয হজ্ব আদায় করুন। আর এটা জরুরী নয় যে, হজ্বের পর অন্যদের জন্য হাদীয়া –তোহ্‌ফা আনার মত পয়সা আপনার নেই, তাই কিভাবে হজ্ব করবেন ? মূলত আল্লাহ এই ওযর কবুল করবেন না । তাই অসুস্থ হওয়া, দারিদ্রতা আসা বা

পাপী হয়ে মরার পূর্বেই হজ্ব সম্পন্ন করুন। কারণ হজ্ব হচ্ছে ইসলামের রুকন সমূহের একটি রুকন, যার ইহ জগতে ও পর জগতে অনেক উপকারিতা রয়েছে।

৬. আর উমরা ও হজ্বের জন্য যে অর্থ ব্যয় করবে তা হালাল কামাই হওয়া আবশ্যক, যাতে করে আল্লাহ তা কবুল করেন।

৭. কোন মহিলার জন্য মুহরেম পুরুষ ব্যতীত একাকী হজ্বের বা যে কোন সফর করা হারাম ।

কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم

' কোন মহিলা কখনই কোন মুহরেম পুরুষ ব্যতীত সফর করবে না।' -(বুখারী ও মুসলিম)

৮. কারো সাথে কোন শত্রুতা থাকলে আপোষ-মীমাংসা করে নিন। আর ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করুন। আর বিবি ও সন্তানদের উপদেশ দিন যেন তারা সাজ সজ্জা করে, গাড়ী (যানবাহন) ঈদের দিনের মিষ্টি বিতরণ ও নিমন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যাপারে অর্থের অপচয় না করে।

কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

" كلوا واشربوا ولا تسرفوا "

' খাও পান কর, কিন্তু অপচয় কর না।' - (সূরা আরাফ-৩১)

৯. .হজ্ব মুসলিমদের জন্য এক বিরাট সম্মেলন ক্ষেত্র। এতে তারা এক অপরকে জানতে পারে, ভালবাসা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, আর তাদের সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারে। আর তার সাথে দুনিয়া ও আখিরাতের লাভের কার্যসমূহ করতে পারে।

১০. আর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে আপনি নিজ সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য একমাত্র মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবেন। সকলকে ছেড়ে একমাত্র তাঁর নিকট দু'আ করবেন। কারণ আল্লাহ বলেন ঃ

" قل إنما أدعو ربى ولا أشرك به أحدا " (الجن-٢٠)

' হে নবী ! বলুন, আমিতো একমাত্র আমার প্রভুকে ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। ' – (জ্বিন–২০)

১১. বছরের যে কোন সময় ওমরাহ্ করা জায়েজ। তবে রমযান মাসে ওমরাহ্ করা উত্তম। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

" عُمرة فى رمضان تعدل حجة " (متفق عليه)

'রমযানে উমরাহ্ করা হজ্বের সমতুল্য।' –(বুখারী ও মুসলিম)

১২. আর মসজিদুল হারামের নামায আদায় করা অন্য যে কোন মসজিদে নামায আদায় করা হতে একলক্ষ গুণ বেশী নেকী পাওয়া যায়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার এই মসজিদে (মসজিদে নব্বী) এক রাকা'ত নামায আদায় করা অন্য যে কোন মসজিদে হাযার রাকা'ত নামায আদয় করা হতে উত্তম শুধু মসজিদুল হারাম ব্যতীত। – (মুসলিম)

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ মসজিদুল হারামে নামায আদায় করা আমার এই মসজিদে নামায আদায় করা হতে একশত গুণ বেশী উত্তম। (সহীহ্ মুসনাদে আহমদ)

১০০X১০০০= ১,০০,০০০ বা এক লক্ষ গুণ।

১৩. আপনার জন্য উত্তম হচ্ছে হজ্জে তামাত্তু করা, তামাত্তুর নিয়ম হচ্ছে প্রথমে উমরাহ্ করে তা থেকে হালাল হওয়া, তারপর হজ্জ আদায় করা। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে মুহাম্মদ (সাঃ) এর বংশধর ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ হজ্ব আদায় করে সে যেন হজ্বের সাথে উমরাহ্ ও আদায় করে। – (ইবনে হিব্বান আলবানী সহীহ্ বলেন)
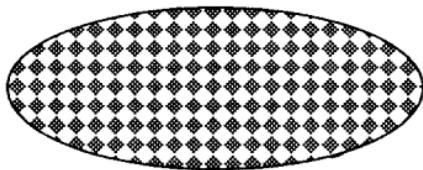
উমরাহ্‌র কার্যাবলী

১. ইহ্‌রাম ঃ মিকাত হতে ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন আর বলবেন " লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা বিউমরাহ্ "

'হে আল্লাহ ! আপনার দরবারে উমরাহ্ করতে উপস্থিত হয়েছি।'

তারপর উচ্চঃস্বরে তলবীয়া পড়বেন ঃ

لبيك أللّهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك .

"লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েকা লা–শরীকা লাকা লাব্বায়েকা ইন্নাল হামদা ওয়ান্নে' মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌কা ' লাকা লা–শরীকা লাক "।

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! উপস্থিত হয়েছি, আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি । হে আল্লাহ ! আপনার কোন অংশীদার নেই। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা এবং নিয়ামত আপনার নিকট হতে এবং সমস্ত রাজত্বও আপনারই। আর আপনার কোন শরীক নেই।

২. তাওয়াফ ঃ যখন মক্কা শরীফে পৌছে যাবেন, তখনই হারামে চলে যান, তারপর কাবা ঘরের চতুর্দিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করুন। হাজরে আসওয়াদ হতে শুরু করবেন এই বলে " بسم الله، الله أكبر " বিসমিল্লাহ্ আল্লাহ্ আকবার।

যদি সম্ভব হয় তবে পাথরে চুমা দেন, তা নাহলে ডান হাত দ্বারা ইশারা করুন। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে প্রত্যেকবার ডান হাত দ্বারা রোকনে ইয়ামনী স্পর্শ করুন। এখানে ইশারা ও করবেন না, চুমাও খাবেন না আর দুই রোকনের মধ্যবর্তী জায়গায় বলুন ঃ

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

'রাব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুনিয়া হাসানাহ্ অফিল আখিরাতি হাসানাহ্ অকিনা আযাবান্নার। অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু আমাদের দুনিয়াতে ও কল্যাণ দান কর

এবং পরকালও আমাদিগকে কল্যাণ দাও, আর আগুনের আযাব হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন।'

তারপর তাওয়াফ সেরে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাকা'ত নামায আদায় করুন। প্রথম রাকা'তে পড়ুন সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকা'তে পড়ুন সূরা ইখলাস।

৩. সায়ী ঃ তারপর সাফা পহাড়ে আরোহন করুন। অতঃপর কাবার দিকে মুখ করে দুই হাত আকাশের পানে উঠিয়ে পড়ুন ঃ

" إن الصفا والمروة من شعائر الله "

উচ্চারণ ঃ ইন্নাসাসাফা অলমারওয়াতা মিন শা'আয়িরিল্লাহ্ " অর্থাৎ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত।"

আমি সেখান থেকেই আরম্ভ করব যেখানে থেকে আল্লাহ্ আরম্ভ করেছেন। অতঃপর কোন ইশারা ব্যতীতই তিনবার তিনবার আল্লাহ্ আকবার বলবেন। তারপর বলবেন তিনবার ঃ

لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله وحده ، انجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده .

অর্থাৎ _আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সমস্ত রাজত্ব তাঁরই আর সমস্ত প্রশংসাও তার জন্য আর তিনি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল।'

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে তিনি সাহায্য করেছেন। তিনি একাই সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন।'

তারপর প্রতিবার সাফা ও মারওয়াতে উঠে একই নিয়ম পালন করুন ও সাথে সাথে দু'আ করুন। সাফা ও মারওয়ার মাঝে দুই সবুজ বাতির মধ্যকার অংশটুকু দ্রুত গতিতে অতিক্রম করবেন। সায়ী সাতবার করতে হবে, যাওয়ার (সময়) একবার ও আসার সময় একবার হিসেব করতে হবে।

৪. অতঃপর পূর্ণভাবে মাথা মুন্ডন করুন অথবা চুল খাটো করুন। আর মহিলারা তাদের চুলের অগ্রভাগ সামান্য কাটবে।

হজ্বের কার্যাবলী

ইহরাম বাধা, মিনাতে রাত্রি যাপন, আরাফায় অকুফ করা, মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা, পাথর মারা, কুরবাণী করা, মাথা মুন্ডন, তাওয়াফ করা, সাফা–মারওয়ার সায়ী করা এবং ঈদের রাত্রিগুলি মিনায় যাপন করা।

১, যীল হজ্বের অষ্টম দিনে মক্কাতে ইহরামের কাপড় পরিধান করুন। তারপর বলুন ঃ " لبيك اللهم لبيك "

(লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা হাজ্জাহ) হে আল্লাহ ! আমি হজ্ব আদায় করার জন্য হাযির হলাম।

তারপর মিনাতে গমন করে সেখানে রাত্রি যাপন করুন। সেখানে পাঁচ ওয়াক্তের নামায কসর করে আদায় করুন। যোহর আসর ও এশা এই তিন ওয়াক্তের নামায নির্দিষ্ট ওয়াক্তে দুই রাকা'ত করে আদায় করবেন।

২. তারপর যিলহজ্ব মাসের নয় তারিখে সূর্যোদয়ের পরে আরফা গমন করুন। সেখানে যোহর ও আসরকে 'জম তকদীম' (যোহরের ওয়াক্তই আসরের নামায ধারাবাহিক ভাবে) একসঙ্গে আদায় করুন, এক আযান ও দুই ইকামতে। তখন কোন সুন্নত আদায় করবেন না তবে একটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন, তা হচ্ছে আরাফাতের সীমার মধ্যে রোযা বিহীন অবস্থায় থাকবেন, তালবিয়া পাঠ করবেন এবং একমাত্র আল্লাহর নিকট দু'আ করতে থাকবেন। কারণ আরাফাতে অবস্থান করা হজ্বের মূল রুক্ন।

৩. সূর্যাস্তের পর আরাফাত হতে বের হয়ে ধীরে ধীরে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হউন। সেখানে মাগরিবের ও এশা এক সাথে 'জমা তাখর' (এশার সময়ে মাগরিবের নামায জমা) করে আদায় করুন। তারপর সেখানে রাত্রি যাপন করে ফজরের নামায আদায় করুন। অতঃপর মাশআরুল হারামে অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করুন। তবে দুর্বলেরা অর্ধরাত্রি যাপন করার পর রওয়ানা দিতে পারে।

৪. তারপর ঈদের দিনে সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুযদালিফা হতে রওয়ানা হয়ে মিনার দিকে অগ্রসর হোন। মিনা পৌছে বড় জমরাতে সূর্যোদয়ের পর সাতটা ক্ষুদ্র কংকর " আল্লাহু আকবার " বলে নিক্ষেপ করা চলে। তবে এটা লক্ষ্য

রাখবেন যে কংকর রমীর স্থানে পৌঁছিল কিনা ? যদি না পৌঁছে তবে আবার মারুন।

৫. অতঃপর কুরবাণী করুন এবং মিনা বা মক্কাতে সেই কুরবাণীর পশুর চামড়া ছাড়িয়ে ফেলুন। সেই গোশত নিজে খান ও দরিদ্রদের খাওয়ান। যদি আপনার কাছে কুরবাণী ক্রয় করার পয়সা না থাকে তবে হজ্বের মধ্যে তিন দিন রোযাব্রত পালন করুন, আর নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করার পর বাকি ৭টি রোযা আদায় করুন। মেয়েদের ক্ষেত্রে একই মাসআলা প্রযোজ্য তার উপরেও কুরবাণী করা ওয়াজিব, অসমর্থ হলে সিয়াম পালন করবেন। এই নিয়ম হজ্জে তামাত্তু ও হজ্জে কিরানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৬. তারপর সম্পূর্ণভাবে আপনার মস্তক মুন্ডন করুন বা সমগ্র মাথার চুল খাটো করুন তবে মুন্ডন করা সর্বোত্তম। অতঃপর আপনার পোষাক পরিধান করুন। এখন আপনার জন্য স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সমস্ত কিছুই হালাল (বৈধ) হয়ে গেল।

৭. তারপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করুন। তারপর আপনার জন্য সহবাস হালাল হয়ে যাবে। আর তাওয়াফ ঈদের শেষ দিন (১৩ যিলহজ্জ) পর্যন্ত দেরী করে আদায় করাও চলে।

৮. তারপর ঈদের দিনগুলোর জন্য মিনায় প্রত্যাবর্তন করুন এবং সেখানে ওয়াজিব হিসেবে রাত্রি যাপন করুন। প্রত্যহ যোহরের পর জামরাতে তিনটা কংকর নিক্ষেপ করুন। উহা জামরা সুগরা (ছোট জামরা) হতে আরম্ভ করুন। যদি রাত হয়ে যায় তবুও মারা চলবে। প্রতিটি জামরায় সাতটি করে কংকর মারবেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় "আল্লাহু আকবার" বলূন। আর যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি মিনা থেকে যেতে চায় সে ১১ ও ১২ তারিখ ঈদের চতুর্থ দিন ও কংকর মারবেন। আর যে ব্যক্তি বিলম্ব করে মিনা থেকে যাবে তিনি ১৩ তারিখে ঈদের চতুর্থ দিনও কংকর মারবেন।ছোট ও মাঝারি শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করে হাত তুলে দো'আ করা সুন্নত। মেয়েদের, রোগীদের, ছোটদের ও দুর্বলদের পক্ষ হতে অন্যরা কংকর মারতে পারবে। কোন জরুরী পরিস্থিতির কারণে ঈদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনেও তা নিক্ষেপ করা যাবে। বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব।এই তাওয়াফ করার সময় সাথে সাথে সফর শুরু করতে হবে।আর তা ছেড়ে দিলে বা রমী (কঙ্কর মারা) ছেড়ে দিলে অথবা মিনায় ঈদের রাত্রিগুলি যাপন না করলে একটি প্রাণী (কুরবাণী মক্কায়) যবেহ করতে হবে।

হজ্ব ও ওমরাহ্‌র আদব সমূহ

১. একনিষ্ঠতার সঙ্গে একমাত্র আল্লাহর জন্যই হজ্জ সম্পন্ন করুন। আর মনে মনে বলুন ঃ হে আল্লাহ ! এই হজ্জ কোন লোক দেখানো বা শোনানো আমল নয়।

২. সৎ ও নেক লোকদের সফর সাথে করুন এবং তাদের পরিচর্যা (খিদমত) করতে সচেষ্ট হোন। আর আপনার প্রতিবেশী কর্তৃক দেয়া কষ্ট সহ্য করুন।

৩. সিগারেট ক্রয় করা হতে বিরত থাকুন ও ধূমপান ত্যাগ করুন। কারণ তা হারাম। শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক, পার্শবর্তী লোকের জন্য কষ্টদায়ক ও অর্থের অপচয় হয়, আর তার মধ্যে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা হয়।

৪. প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করুন। আর যমযমের পানি ও খেজুরের সাথে মিসওয়াকের ও তোহ্‌ফা নিয়ে নিন। কারণ সহীহ্ হাদীসে এ সবের ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

৫. মহিলাদের স্পর্শ করা হতে ও তাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হতে সতর্কতা অবলম্বন করুন। আর আপনার সাথী মহিলাদের অপর পুরুষ হতে পর্দায় রাখার চেষ্টা করুন।

৬. কখনও মুসল্লীদের (নামাযীদের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে চলাফেরা করে তাদের কষ্ট দিবেন না। বরঞ্চ যেখানে বসার জায়গা পাবেন সেখানে বসে পড়বেন।

৭. নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে চলাচল করবেন না এমনকি দুই হারাম শরীফেও। কারণ তা শয়তানের কার্য।

৮. নামায আদায়ে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করুন। কোন সুতরা (যেমন দেওয়াল, কারো পেছনে বা কোন থলে হোক না কেন) সামনে রেখে নামায আদায় করুন। ইমামের সুতরাই মুকতাদীদের জন্য যথেষ্ট।

৯. তাওয়াফ, সায়ী, পাথর নিক্ষেপ, হজরে আসওয়াদে চুম্বন দেয়া প্রভৃতি কার্যকালীন সময় আপনার আশপাশের লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, যাতে তারা কোন কষ্ট না পায়।এই নম্রতা অত্যন্ত আবশ্যকীয় কর্ম।

১০. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট দু'আ করা হতে সাবধান থাকবেন।

কারণ এটা শিরকের অন্তর্ভূক্ত, যাতে হজ্জ ও সমস্ত আমাল বাতিল হয়ে যায়। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

" لئن أشركت ليحبطن عملك ، ولتكونن من الخاسرين " (الزمر - ٦٥)

অর্থাৎ যদি তুমি শিরক কর, তবে তোমার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে, আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে। –(সূরা যুমার–৬৫)
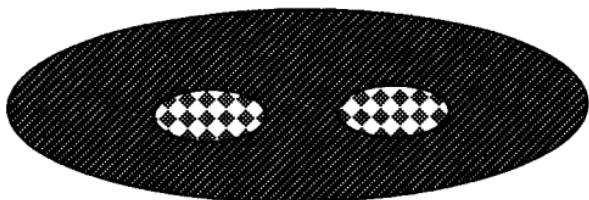
মসজিদে নববীর কতিপয় আদব কায়দা

১. যখন মসজিদে প্রবেশ করবেন তখন প্রথমে ডান পা অগ্রসর করে ভিতরে প্রবেশ করুন এবং বলুন ঃ

بسم اللّه والصلاة والسلام على رسول اللّه، اللّهم افتح لى أبواب رحمتك . "

বিসমিল্লাহ্ ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহ্, আল্লাহুম্মাফতাহ্লী আবওয়াবা রাহমাতেকা। অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করছি, আর তাঁর রাসূলের উপর সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ ! আমার জন্য আপনার রহমাতের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করুন।

২. তারপর দুই রাকা'ত তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায আদায় করুন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাম পেশ করুন ঃ

" السلام عليك يا رسول اللّه، السلام عليك يا أبابكر، السلام عليك يا عمر . "

আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্,আস্সালামু আলাইকা ইয়া আবা বাক্‌রিন, আস্সালামু আলাইকা ইয়া উমর (রাঃ)"

তারপর কেবলার দিকে মুখ করে দু'আ করুন। আর তিনি বলেন ঃ যখন কোন কিছু চাও, যদি সাহায্য চাও তবে একমাত্র আল্লাহরই কাছে সাহায্য চাও।" -(তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেন -এই হাদীস হাসান ও সহীহ্)

৩. মসজিদে নববীর যিয়ারত এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলায়ইহি ওয়াসাল্লামের) উপর সালাম দেয়া মুসতাহাব। এর সাথে হজ্ব সহীহ্ হওয়া বা না হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। আর এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই।

৪. জানালা বা দেওয়াল স্পর্শ করা চুমা খাওয়া হতে বাঁচুন। কারণ এসব হচ্ছে বেদআ'ত।

৫. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় কবরকে সম্মুখে রেখে পিছনের দিকে অগ্রসর হওয়া বেদ'আত, যার পক্ষে কোন দলীল নেই।

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বেশী বেশী দুরূদ পড়ুন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ صلى علي صلاة واحدة، صلى الله عليه عشرا –
(رواه مسلم)

যে ব্যক্তি আমরার উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। –(মুসলিম)

৭. বকী' কবরস্থান এবং অহুদের (যুদ্ধে) শহীদদের কবর যিয়ারত করা ও মুসতাহাব। তবে সাত মসজিদের ব্যাপারে কোন দলীল নেই।

৮. মদীনা সফর করার সময় নিয়ত করতে হবে মসজিদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করা। কারণ তাঁর মসজিদে নামায আদায় করা অন্যান্য মসজিদে নামায আদায় অপেক্ষা হাজার গুণ বেশী সাওয়াব। তারপর মসজিদে কোবা যাবেন, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাউহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে অযু করে পবিত্রতা অর্জন করল, অতঃপর মসজিদে কোবাই আসল একমাত্র নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে সে এক উমরাহ্‌র পূর্ণ সাওয়াব অর্জন করল। – (হাদীস সহীহ মুসনাদ আহমদ)
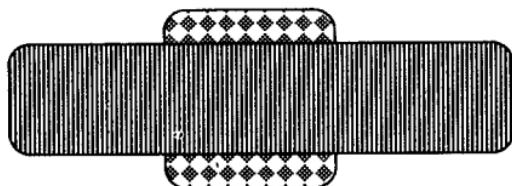
রাসূল (সঃ) এর চরিত্র

তাঁর চরিত্র ছিল আল কুরআন, যে কোন ব্যক্তির উপর তার (কুরআন) জন্যই অসন্তুষ্ট ও তার জন্যই সন্তুষ্ট হতেন। নিজের জন্য কোন প্রতিশোধ নিতেন না, আর নিজ স্বার্থ চরিতার্থে রাগান্বিতও হতেন না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর সীমা লঙ্গন করা হলে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করতেন।

আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালল্লাম সমস্ত মানব অপেক্ষা (অধিক) সত্যবাদী ছিলেন, সর্বাপেক্ষা অঙ্গিকারপূরণকারী, নম্র প্রকৃতির, পরিবারে সৎব্যবহারকারী, পর্দানশীন কুমারী মেয়ে অপেক্ষাও লাজুক, চক্ষু নীচের দিকে রাখতেন, প্রায় যেন তিনি চিন্তায় মগ্ন থাকতেন, তিনি অশ্লীল ভাষী ছিলেন না এবং তিরস্কার ও ভর্ৎসনাকারীও ছিলেন না। অন্যায়ের প্রতিশোধ স্বরূপ অন্যায় করতেন না বরং ক্ষমা ও মার্জনা করতেন। কেউ কোন কিছু চাইলে খালি হাতে ফিরাতেন না, আর যদি তাঁর নিকট কিছু দেয়াঁর বস্তু না থাকত তবে সন্তোষজনক কথা বলে বিদায় করতেন। তিনি উগ্র-স্বভাব ও পাষাণ ছিলেন না। তিনি কারও কথা বার্তায় বাধা সৃষ্টি করতেন না, যতক্ষণ না তারা সীম-ালঙ্গন করত, সীমালঙ্গন করলে তা থেকে নিষেধ করতেন, না হয় সেখান থেকে সরে যেতেন।

আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীর সুরক্ষা করতেন এবং অতিথির সম্মান করতেন। তিনি সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (কাজে) ব্যস্ত থাকতেন বা এমন কাজ করতেন যা নিত্য প্রয়োজনীয়। তিনি (ফাল) ভাল ধারণা পছন্দ করতেন এবং (শাউম) কু-ধারণা অপছন্দ করতেন।আর তাঁকে যদি দুটো কাজের মধ্যে স্বাধীনতা দেয়া হত, তবে সহজ কাজটিকে এখতিয়ার করতেন,যতি তাতে পাপ না থাকত। বিপদগ্রস্ত ও পীড়িত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি ও অত্যাচারিত ব্যক্তিকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে ভালবাসতেন।

আর তিনি নিজ সহচরদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের খোজ খবর নিতে থাকতেন। যদি কেউ অসুস্থ হত তবে রোগীর সেবা শুশ্রুষা করতেন, কেউ অনুপস্থিত থাকলে তাকে ডাকতেন, কেউ

মারা গেলে তার জন্য দু'আ করতেন, কেউ ওযর পেশ করলে তা মনযুর করতেন, সবল ও দুর্বল তার নিকট অধিকারের ক্ষেত্রে সমান, তিনি এমন ধৈর্য্য সহকারে কথা বলতেন যে কোন ব্যক্তি যদি তা গণনা করতে চাইত তবে তা করতে পারত আর তিনি রহস্য করলেও কিন্তু সত্য কথা বলতেন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।
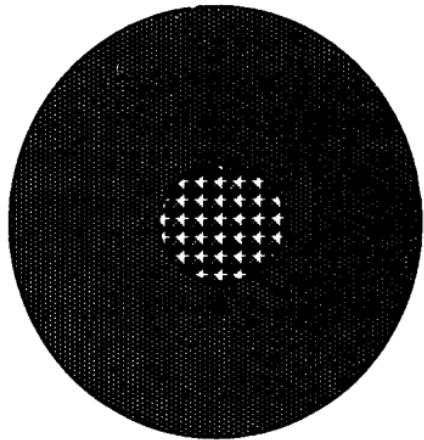
রাসূল (সাঃ) এর আদব ও নম্রতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি দয়ালু ছিলেন এবং নিজ সহচরদের অত্যন্ত সম্মান করতেন, জায়গা সংকীর্ণ হলে তাঁদের জন্য বসার জায়গা প্রশস্থ করতেন। সাক্ষাতকালে প্রথমে সালাম বলার চেষ্টা করতেন। যখন কোন ব্যক্তির সাথে মুসাফা করতেন তখন তিনি নিজ হাত টেনে নিতেন না, যতক্ষন না সেই ব্যক্তি হাত টেনে নিত।

আর অত্যন্ত বিনম্রভাবে লোকদের সঙ্গে চলতেন, যখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের নিকট পৌছতেন তখন মজলিসের শেষ প্রান্তে যেখানে জায়গা পেতেন বসে পড়তেন এবং সাহাবাগণকে ও তদনুরূপ নির্দেশ দিতেন।

আর তিনি মজলিসে বসা অবস্থায় সবার সাথে সমান ব্যবহার করতেন, যেন কোন ব্যক্তি এ ধারণা পোষণ করতে না পারে যে তাঁর নিকট তার অপেক্ষা অন্য ব্যক্তি সম্মানীয়। আর তাঁর সাথে কেউ যদি বসত তবে তিনি ততক্ষণ মজলিস থেকে উঠতেন না যতক্ষণ সে ব্যক্তি উঠে না যেত। তবে হ্যাঁ বিশেষ কাজে বা পরিস্থিতিতে তার নিকট অনুমতি চেয়ে নিতেন। আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মানার্থে দাড়ানো অপছন্দ করতেন। (১) তাই হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সাহাবাগণের নিকট আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা কোউ প্রিয় ছিল না, তবুও তাঁরা যখন তাঁকে দেখতে পেতেন তাঁর সম্মানার্থে তাঁরা দাড়াতেন না , কারণ তাঁরা একথা জানতেন যে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-পছন্দ করেন না। -(সহীহ মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

টিকা ঃ (১) তবে অতিথীর অভ্যর্থনা জন্য দাড়ানো জায়েয কারণ রাসূল (সাঃ) তা করতেন, ঠিক তেমনি সফর থেকে আগত ব্যক্তির সাথে আলিঙ্গন করার উদ্দেশ্যে দাড়ানো জায়েয কারণ সাহাবাগণ তা করতেন।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তির সাথে এমন ব্যবহার করতেন না, যা অপ্রীতিকর লাগে। রোগীকে সেবা শুশ্রুষা করতেন, দীন দরিদ্রদের ভালবাসতেন এবং তাদরে সাথে বসতেন। জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন আর কোন দরিদ্রকে তার দরিদ্রতার কারণে হেয় প্রতিপন্ন করতেন না এবং কোন রাজাকে তার কারণে (অধিকারীবলে) ভয় করতেন না।

হাদীয়া তোহ্ফা যদিও তা স্বল্প পরিমাণে হত তবু তিনি তা বড় মনে করতেন। তাই তিনি কোন সময় কোন খাদ্যের দোষক্রটি বের করতেন না, ইচ্ছা হলে খেতেন, না হলে ছেড়ে দিতেন।

প্রথমে " বিসমিল্লাহ " বলে ডান হাতে পানা–হার করতেন এবং পরিশেষে আলহামদু লিল্লাহ বলতেন।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুগন্ধি খোশবু পছন্দ করতেন, খারাপও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু ঘৃণা করতেন, যেমন কি পিঁয়াজ রসুন ইত্যাদি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্ব আদায় করেন এবং বলেন ঃ

" اللّٰهم هذه حجة لارياء فيها ولاسمعة "

হে আল্লাহ ! আমার এই হজ্বকে রিয়াকারী ও লোক দেখানো থেকে মুক্ত রাখুন। – (সহীহ্ মকসদে বর্ণনা করেন)

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পোষাক বা বসার জায়গা (মজলিস) সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন পৃথক বৈশিষ্টের হতো না। এমনকি কোন বেদুইন এসে বলত ঃ (তোমাদের মাঝে মুহাম্মদ কে ? তাঁর পছন্দনীয়, পোষাক ছিল জামা (এমন লম্বা কাপড় যা পায়ের হাটু ও গাঁটের মাঝামাঝি পর্যন্ত হত), খাদ্যদ্রব্য ও পোষাক পরিধানে তিনি অপচয় করতেন না । টুপি ও পাগড়ী পরতেন, ডান হাতের কানিষ্ঠ আঙ্গুলে চাঁদির আংটি ব্যবহার করতেন এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লম্বা দাড়ি ছিল।

রাসূল (সাঃ) এর দ্বীনের দাওয়াত এবং জিহাদ

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র বিশ্বের জন্যে করুণা স্বরূপ পাঠিয়েছেন, (অতঃপর) তিনি আরবদের তথা সমস্ত মানবকে এমন পথের দিকে আহবান করেন,যার মধ্যে ছিল তাদের ইহজগতেও পরজগতের সাফল্য ও কল্যাণ। আর তিনি সর্ব প্রথম তাঁদেরকে কেবলমাত্র এক আল্লাহর এবাদতের নির্দেশ দেন, এক আল্লাহর নিকট দু'আ করা ও এর অন্তর্গত।

তাই মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

" قل إنما أدعوا ربى ولا أشرك به أحدا "(الجن-٢٠)

হে নবী ! বলে দিন আমি আমার প্রভুকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করি না। ' - (সূরা জ্বিন-২০)

তারপর মুশরিকরা (বহুত্ববাদীরা) এই দাওয়াতের ঘোর বিরোধিতা শুরু করল, কারণ এই মিশন তাদের পৌত্তলিকতার আকীদা ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুস্মরণের পরিপন্থী ছিল এবং তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে যাদু দ্বারা প্রভাবিত করে পাগল হওয়ার মিথ্যা অপবাদ দেয়া আরম্ভ করল, অথচ পূর্বে তারা তাঁকে ' আস্সাদিক', 'আল-আমীন' (সত্যবাদী) ও আমানতদার উপাধি দিয়েছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে নিজ সম্প্রদায় কর্তৃক বিভিন্ন প্রকারের নিপীড়ন ও অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করতে থাকেন।

মহান প্রতিপালক বলেন ঃ

فاصبر لحكم ربك، ولاتطع منهم آثما أو كفوراً-
(الدهر - ٢٤)

হে নবী ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম) তুমি তোমার প্রভুর আদেশ

–নির্দেশ পালনে ধৈর্য্যধারণ কর। আর এদের মধ্য হতে কোন দুস্কৃতিকারী কিংবা সত্য অমান্যকারীর কথা মানিও না। – (সূরা–দহর–২৪)

এইভাবে তিনি দীর্ঘ তের বৎসর যাবৎ মক্কা নগরীতে মানুষকে তাওহীদের (একত্তবাদের দাওয়াত দিতে থাকেন এবং তাঁর অনুসারীদের সাথে সাথে তিনিও নানা প্রকার কষ্ট ও জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করেন।

তারপর ন্যায় বিচার, ভালবাসা ও সাম্যের ভিত্তিতে নতুন ইসলামী সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে মদীনা অভিমুখে সাহাবাদের সাথেই হিজরত করেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা কতিপয় মু'জিযা (অলৌকিক ঘটনা) দ্বারা তাঁকে সহায়তা করেন, যার অন্যতম হচ্ছে পবিত্র কুরআন করীম, যা একত্ববাদ জ্ঞান, জিহাদ ও সৎ চরিত্রের দিকে আহবান করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তদানিন্তন পৃথিবীর বভিন্ন রাজা বাদশাহদের পত্র সহযোগে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন। যেমন কি তিনি রোমান রাজা হেরাকলকে লিখেন ঃ

" أسلم تسلم يؤتك الله آجرك مرتين ،،،،، ويأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ، ولانشرك به شيئًا، ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله "

ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন এবং আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুন পারিতোষিক দিবেন।

হে আহ্লি কিতাব ! এসো এরূপ একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান, তা এই যে, আমরা (উভয়ই) আল্লাহ ব্যতীত আর কারোও বন্দেগী করব না, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করব না এবং আমদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের রব ও খোদারূপে গ্রহণ করব না। – (আল–ইমরান–৬৪)

অন্য কাউকে রব গ্রহণ করার অর্থ এই যে আমরা ভন্ডপীর ও স্বার্থপর আলেমদের মনগড়া হালাল ও হারামের ব্যাপারে তাদের কথা মানব না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিক এবং ইহুদীদের সঙ্গে লড়াই

করেন এবং তাদের উপর জয়ী হন। প্রায় কুড়িটি যুদ্ধে তিনি স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেন এবং জিহাদ, ইসলামী দাওয়াত ও মানব সম্প্রদায়কে অন্যায় অত্যাচার ও আল্লাহ ছাড়া অন্যের গোলামী হতে মুক্ত ও স্বাধীন করার জন্যে তাঁর সাহাবাদেরকে কুড়িটিরও অধিক অভিযানে পাঠান এবং তাঁদেরকে (দাওয়াতের পদ্ধতি) শিখাতেন যাতে করে তাঁরা দাওয়াতের মিশন তাওহীদ (আল্লাহ্র একত্ববাদ) কে কেন্দ্র করে সূচনা করতে পারেন।
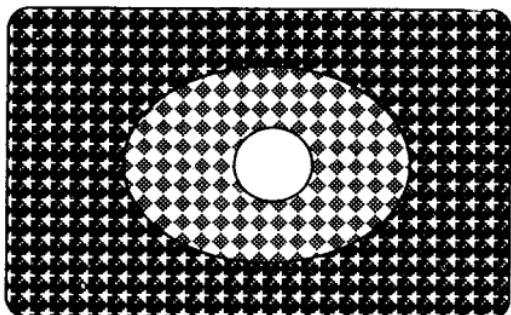
রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসা ও তাঁর অনুকরণ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

" قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم "

(آل عمران-٣١)

' হে নবী ! লোকদের বলে দিন তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণ কর তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন, আর আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান।' – (আল–ইমরান–৩১)

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين .

তোমাদের কেউ (ততক্ষণ) পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার মাতা–পিতা তার সন্তান এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হই। – (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামগ্রিকভাবে উত্তম চরিত্র, বাহাদুরী ও দানশীলতার অধিকারী ছিলেন, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে পরিচিত হয়ে যেত সে তাঁকে ভালবাসতে লাগত।

তিনি পয়গাম পৌঁছাবার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন, তাঁর উম্মতকে যথেষ্ট নসীহত করেছেন, তাদেরকে এক কথার উপর একত্রিত করেছেন, তাঁর সহচরদেরকে নিয়ে তাদের একত্রিত করে মানুষের অন্তর জয় করেছেন। ঠিক তেমনি মানব জাতিকে সৃষ্টির গোলামী থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে সৃষ্টিজগতের প্রভুর গোলামী ও এবাদতের দিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে (ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে) জিহাদ করে দেশের পর দেশ জয় করেন। আর এই দ্বীনকে বিদআত ও

অনৈসলামী রীতিনীতি থেকে মুক্ত করে পূর্ণাঙ্গরূপে আমাদের নিকট পৌছে দেন, যাতে কোন রকমের সংযোজন বা সংকোচন করার দরকার না থাকে। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينًا " - (المائدة-٣)

' আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করে দিয়েছি, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে কবুল করে নিয়েছি।' – (মায়েদা–৩)

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق

আমাকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে যে আমি যেন উত্তম চরিত্রককে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেই।

অর্থাৎ ঃ নিশ্চয় আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি। – (মুসতাদরাক হাকীম তিনি ও যাহাবী সহীহ বলেন)

এ ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান চরিত্র তা আকড়ে ধরার প্রচেষ্টা করুন, যাতে করে তাঁর সত্যিকারের ভালবাসার পাত্র হতে পারেন।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة

(الأحزاب-٢١)

' প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে এক সর্বোত্তম নমুনা বর্তমান ছিল।' – (আহযাব–২১)

আর মনে রাখবেন যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রকৃত ভালবাসার পরিচয় হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সহীহ্ হাদীসের প্রতি আমল করা, সেখানে থেকেই ফয়সালা নেয়া, সেই তাওহীদের (একত্ত্ববাদের) সাথে

ভালবাসা যার তিনি আহবান করেন তা বাস্তবায়িত করা এবং কারো কথাকে আল্লাহ ও রাসূলের কথার উপর অগ্রাধিকার না দেয়া।

তাই মহান আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ

يٰأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم " (الحجرات-١)

' হে ঈমানদার লোকেরা আল্লাহ তাঁর রাসূলের অগ্রসর হয়ে যেওনা। আর আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ সব কিছু শুনেন, সব কিছু জানেন। – (হুজরাত–১)

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালবাসার পরিচয় সমূহের কতিপয় পরিচয় হচ্ছে ঃ সেই তাওহীদকে বাস্তবরূপ দেয়া। আর যেসব আহবানকারীরা তাঁর দাওয়াত দেয়, তাদেরকে ভালবাসা এবং তাদের খারাপ উপাধি দিয়ে কষ্ট না দেয়।

হে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুসরণ, তাঁর সুপারিশ (শাফায়াত) এবং তাঁর মহান চরিত্রকে অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।
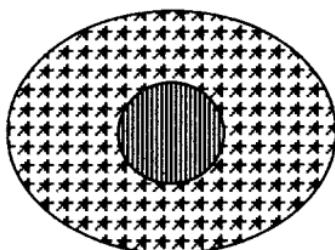
রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্যের বিষয়ে কতিপয় হাদীস

١- إنى تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبداً، كتاب الله وسنة نبيه. (رواه الحاكم وصححه الألباني)

১-আমি তোমাদের মাঝে এমন বস্তু (সমূহ) ছেড়ে যাচ্ছি যদি তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাক তবে কখনো পথহারা হবে না, (তা হল) আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নত।

– (মুসতাদরক হাকিম, আলবানী এই হাদীসকে সহীহ বলেন)

٢- عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكو بها . (صحيح ، رواه أحمد)

২- আমার সুন্নত ও হিদায়েত প্রাপ্ত খোলাফা রাশেদীনদের মধ্যে সুন্নতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর। –(সহীহ্ মুসনাদ আহমদ)

٣- يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئًا، (رواه البخارى)

৩- হে মুহাম্মদ (সাঃ) কন্যা ফাতিমা আমার ধন–সম্পদ হতে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, আল্লাহর দরবারে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।(বুখারী)

٤- من أطاعنى فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، (رواه البخارى)

৪- যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করল। – (বুখারী)

٥- لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم . فإنما أنا عبد، فقولوا : عبد الله ورسوله .
(رواه البخارى)

৫- আমার প্রশংসা বাড়াবাড়ি করনা, যেমন খ্রীষ্টানরা মরিয়মপুত্র ঈসার (আলাইহিস্ সালাম) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল, আমিতো একজন আল্লাহর বান্দা অতএব আমাকে বলবে ঃ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। - (বুখারী)

٦-قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنيائهم مساجد . (رواه البخارى)

৬- আল্লাহ ইহুদী ও নাসাদের ধ্বংস ও পতন করুক, কারণ তারা তাদের নবীগণের কবর সমূহকে মসজিদ রূপে ধারণ করে (বানিয়ে) নিয়েছে।

٧- من تقوّل عليّ مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار . (صحيح، رواه أحمد)

৭- যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বর্ণনা করবে যা আমি বলি নাই, সে যেন নিজ স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। - (সহীহ্ মুসনাদে আহমদ)

٨- " إني لا أصافح النساء " (صحيح، رواه الترمذى)

৮- আমি স্ত্রী জাতির সাথে মুসাফা (হাত মিলানো) করি না -(সহীহ্ তিরমিযী)

অর্থাৎ সেই মেয়েদের সাথে যাদের সাথে বিয়ে জায়েজ।

٩- " من رغب عن سنتى فليس مني" .
(رواه مسلم)

৯- যে ব্যক্তি আমার সুন্নত (জীবন পদ্ধতি) হতে বিমূখ হল সে আমার

দলভূক্ত নয়। - (বুখারী ও মুসলিম)

١٠- اللّهم إني أعـــــوذبك من علم لاينفع " .

(رواه مسلم)

১০- হে আল্লাহ আমি আপনার আশ্রয় চাই এমন বিদ্যা হতে যা উপকারী নয়। অর্থাৎ এমন বিদ্যা যার উপর আমি আমল না করি, যা অপরকে শিক্ষা ও না দেই এবং যা আমাকে চরিত্রবান না বানায়। - (মুসলিম)
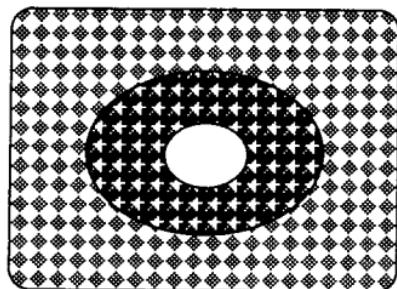
আমরা আমাদের সন্তানদের কিভাবে প্রশিক্ষণ দেব ?

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً . (التحريم-٦)

হে ঈমানদার লোকেরা ! নিজেকেও স্বীয় পরিবারবর্গকে আগুন হতে রক্ষা কর। – (সূরা তাহরীম–৬)

মাতা, পিতা, শিক্ষক এবং সমাজকে সন্তানদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। যদি তাদেরকে ভাল প্রশিক্ষণ ও তরবিয়ত দেয় তবে সেই সন্তান এবং তারা সবাই ইহজগত ও পরজগতে সুখী হবে। আর যদি তাদের প্রশিক্ষণে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয় তবে সেই বুঝা তাদের ঘাড়ে চাপবে। তাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

" كلكم راع، وكلكم مسؤل عن رعيته " (متفق عليه)

তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। – (বুখারী ও মুসলিম)

হে শিক্ষক মহাশয় ! আপনার জন্য নবী (সঃ) এর এই উক্তিতে সুসংবাদ রয়েছে।

لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرلك من حمر النعم " (رواه البخارى ومسلم)

'তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ একজন মানুষকে হিদায়াত দেন তা তোমার জন্য লাল উষ্ট্র অপেক্ষা উত্তম সম্পদ।' – (বুখারী ও মুসলিম)

আর হে সন্তানের পিতামাতা ! আপনাদের ও এই সহীহ্ হাদীসে সুসংবাদ রয়েছে ঃ

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "
(رواه مسلم)

যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তবে হ্যাঁ তিনটি আমল ব্যতীত (যা অব্যাহত থাকে) (ক)সাদাকা জারিয়া,(খ) এমন বিদ্যা যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় (গ) সৎ সন্তান যে মাতা-পিতার জন্য দু'আ করতে থাকে। - (মুসলিম)

তাই হে প্রশিক্ষণদাতা ! সর্বাগ্রে আপনি আপনার সংস্কার করুন। কারণ আপনি যা কিছু নিজ সন্তানদের সামনে করবেন তা তারা ভাল কাজ মনে করবে, আর যা কিছু আপনি বর্জন করবেন তাকেই তারা ঘৃণিত মনে করবে। সন্তানদের সামনে পিতা-মাতার সৎ ব্যবহারই হচ্ছে তাদের জন্য সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ ও তরবিয়াত।

তাই প্রশিক্ষকদের দায়িত্ব হচ্ছে ঃ

১- শিশুকে বলতে শিখানো ঃ

লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ।আর যখন সে বড় হবে তখন তাকে কলেমার অর্থ শিখানো। তার অর্থ হচ্ছে ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ন্যায় ও সত্য মাবুদ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর রাসূল।

২- সন্তানদের অন্তরে আল্লাহর ভালবাসা এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, কারণ আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের স্রষ্টা,আমাদের আহারদাতা ও আমাদের ফরিয়াদ শ্রবণকারী, তিনি একক, যার কোন শরীক ও অংশীদার নেই, আর তিনিই হচ্ছেন সত্য মা'বুদ।

৩- সন্তানদের বেহেশতের জন্য অনুপ্রেরণা দেয়া, আর একথা শিক্ষা দেয়া যে জান্নাত তাদেরই জন্য যারা নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, রোযা রাখবে, মাতা-পিতার আনুগত্য করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমল করবে। আর জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করা, আর জানিয়ে দেয়া যে, নরক তাদের জন্য রয়েছে

যারা নামায ত্যাগ করে, মাতা-পিতার অবাধ্যতা করে, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে তাঁর প্রদত্ত বিধানকে ছেড়ে দিয়ে মানব রচিত অন্য বিধানের কাছে ফয়সালা আশ্রয়প্রার্থী হয় এবং অপর ব্যক্তির সম্পদ ধোকা দিয়ে, মিথ্যা বলে, সুদ নিয়ে এবং আরো নানাভাবে গ্রাস করে।

৪- সন্তানদের এই শিক্ষা প্রদান করা যে তারা যেন এক আল্লাহর নিকট যে কোন জিনিষ চায় এবং শুধু তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচাতো ভাইকে বলেন ঃ

"إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله"

(رواه الترمذي وقال : حسن صحيح)

অর্থাৎ ঃ যখন তুমি কোন কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর নিকট চাও, আর যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। -(তিরমিযী-হাসান, সহীহ)
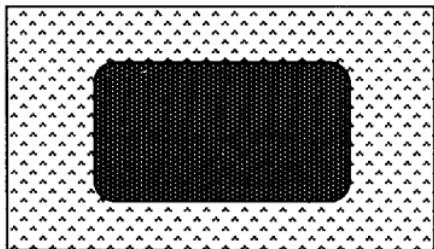
নামায শিক্ষা প্রদান

১- ছেলে-মেয়েদের বাল্যকাল থেকেই নামাযের শিক্ষা দেয়া আবশ্যক, যেন বড় হয়ে ও তারা তার সুরক্ষা করে। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহীহ্ হাদীসে বলেন ঃ

علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعًا، واضربوهم إذا بلغوا عشرا وفرقول بينهم فى المضاجع.

(صحيح، رواه احمد)

তোমরা নিজ সন্তানদের নামাযের শিক্ষা প্রদান কর, যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়ে যায় এবং নামায ত্যাগ করার কারণে তাদের প্রহার কর যখন তাদের বয়স দশ হয়ে যায়।আর তাদের প্রত্যেকের বিছানা ভিন্ন ভিন্ন করে দাও। - (হাদীস সহীহ্- মুসনাদে আহমদে বর্ণিত)

আর নামায শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি এই যে, তাদের সামনে অযু করবেন ও নামায আদায় করবেন। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে যাবেন এবং নামায সম্বন্ধে লিখিত কিতাবসমূহ পড়ার জন্য উৎসাহিত করবেন।এইভাবে যেন পরিবারের সকলেই নামাযের বিধান ও মাসআলা মাসায়েল শিখে নিতে পারে।আর এই দায়িত্ব শিক্ষক ও মাতা-পিতা উভয়েরই। এই দায়িত্ব পালনে কোন রকম অবহেলা করলে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

২- সন্তানদের পবিত্র কুরআনের শিক্ষা দিন। অতএব সূরা ফাতিহা থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য ছোটছোট সূরা সমূহ এবং আত্তাহিয়্যাতু নামাযে পড়ার জন্য মুখস্থ করান। আর তাদের কুরআন তিলাওত শুদ্ধ কেরাত ও তাজবীদ শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করুন।

৩- সন্তানদের জুম'আর নামায ও মসজিদে জামা'আত সহকারে নামায আদায় করার জন্য তাদের উৎসাহ দেবেন, তবে তাদের নামাযের কাতার বয়স্কদের কাতারের পিছনে হবে। তারা যদি কোন রকম ভুল করে ফেলে তাহলে তা নম্রতার সাথে সংশোধন করবেন, কোন রকম কঠোরতা অবলম্বন করবেন না এবং তাদেরে কড়া ভাষায় শাসাবেন না, এতে এমনটা হতে পারে যে তারা নামায ছেড়ে বসে, ফলে আপনারা গোনাহগার হয়ে যাবেন। যদি আমরা আমাদের বাল্যকালের কথা এবং সেই বয়সের খেলাধূলার কথা স্মরণ করি তবে তাদেরকে নির্দোষ মনে করব।

পাপকার্য সমূহ থেকে ভয়প্রদর্শন

১- সন্তানদের কুফুরী, গালীগালাজ, ভর্ৎসনা এবং অকথ্য ভাষা থেকে বিরত রাখার জন্য ভয় প্রদর্শন করবেন। আর তাদেরকে অতি নম্রতার সাথে একথা বুঝানো যে কুফুরী করা হারাম যার পরিণতি হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্থতা এবং পরকালে জাহান্নামে যাওয়া। আর আমাদের আবশ্যক যে তাদের সামনে ভাষা সংযত করে বলি, আমরা যেন তাদের জন্য উত্তম আদর্শ হতে পারি।

২- সন্তানদের জুয়া খেলা থেকে বিরত রাখা, সে যে কোন রকমের জুয়া হোক না কেন, যেমন লটারী,লাটু, ক্রামবোর্ড ইত্যাদি। যদিও সেই খেলা মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। কারণ এ সমস্ত খেল-তামাশা জুয়া খেলার পথ প্রশস্থ করে এবং পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি, আর এতে রয়েছে তাদের দৈহিক ও আর্থিক ক্ষতি এবং সময়ের অপচয়ের সাথে সাথে নামাযের ও ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে।

৩- সন্তানদের অশ্লীল পত্রপত্রিকা, অরুচিকর ও উলঙ্গ ছবি এবং যৌন সংক্রান্ত (Sexual) উপন্যাস পড়া ও দর্শন করা হতে বিরত রাখুন। আর তাদের চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনে ফিল্ম প্রদর্শনী থেকে দূরে রাখুন। কারণ এ ধরনের কাজে তাদের চরিত্র ও তাদের ভবিষ্যত ধ্বংস হয়ে যায়।

৪- সন্তানদের ধূমপান হতে বিরত করুন, এবং একথা তাদের বুঝবার চেষ্টা করুন যে এই ব্যাপারে সমস্ত চিকিৎসকগণ একমত যে ধূমপান দেহের জন্য সাংঘাতিক ক্ষতিকর এবং এটা থেকেই ক্যান্সারের মত ধ্বংসাত্মক রোগ জন্মায় এবং দাঁতকে নষ্ট করে দেয়, যাতে রয়েছে অত্যন্ত দূর্গন্ধ আর যা ফুসফুসকে অকেজো করে দেয়। এক কথায় যার অপকার ছাড়া কোন উপকার নেই। অতএব তা পান করা ও বেচাকেনা সবই হারাম বরং এর পরিবর্তে ফল ও লবণ জাতীয় জিনিষ খাওয়ার উপদেশ দিন।

৫- সন্তানদের সত্য কথা বলার ও সৎ কাজের অভ্যস্ত করে তুলুন, তা এইভাবে হবে যে তাদের সামনে ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان – (متفق عليه)

মুনাফিকের (কপট ব্যক্তির) পরিচয় হচ্ছে তিনটি ঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, অঙ্গিকার করলে তা ভঙ্গ করে এবং আমানতের খেয়ানত করে।।’

–(বুখারী ও মুসলিম)

৬– আমরা যেন সন্তানদের হারাম মাল ভক্ষণ না করায় যেমন, ঘুষ, সুদ, চুরি এবং ধোঁকা দিয়ে কোন ব্যক্তির মাল হরণ করে তাদের আহার যোগান দেয়া, কারণ হারাম খাদ্য তাদেরকে অসৎ, অবাধ্য ও নাফরমান করে তোলে।

৭– সন্তানদের উপর কোন সময় ধ্বংসের ও গযবের অভিশাপ ও বদ দু'আ দেবেন না, কারণ দু'আ ভালই হোক বা মন্দই হোক কোন কোন সময় তা কবুল হয়ে যায়। যার ফলে অনেক সময় আরো বেশী গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। তাই সন্তানদের এই ধরণের দু'আ দেয়া উত্তম। নিম্নরূপ ঃ

" هداك الله " ، " أصلحك الله " ،

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত করুক বা আল্লাহ তোমার সংস্কার করুক।

৮– সন্তানদের আল্লাহর সাথে শির্ক করা হতে বিরত রাখুন। আর শির্ক বলা হয় আল্লাহ ছাড়া কোন মৃত ব্যক্তিকে ডাকা এবং তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। কারণ তারা হচ্ছে আল্লাহর বান্দা কারো কোন ক্ষতি ও লাভের অধিকার রাখে না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

ولاتدع من دون الله ما لاينفعك ولايضرك، فإن فعلت فإنك إذًا من الظالمين " (يونس-١٠٦)

আল্লাহ ছেড়ে এমন কোন সত্ত্বাকে ডেকোনা যা (যে সত্ত্বা) তোমার কোন ফায়দা পৌছাতে পারে, আর না কোন ক্ষতি। তুমি যদি এরূপ কর তাহলে তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে। – (ইউনুস–১০৬)

মেয়েদের পর্দা

মেয়েদের বাল্যকাল হতেই পর্দার উপদেশ দিবেন যেন তারা বড় হয়েও তার উপর টিকে থাকে। তাদেরকে ছোট ছোট এবং খাটো ও কসা কাপড় মোটেই পরাবেন না। আর তাদের কেবলমাত্র জামা প্যান্ট পরাবেন না, কারণ এতে পুরুষদের সামঞ্জস্য ও কাফেরদের অনুকরণ করা হয় এবং যুবকদের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় যা ফিত্না ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। আর আমাদের জন্য উচিত যে তাদেরকে সাত বছরে বয়স থেকেই মাথায় পর্দার জন্য ওড়না দিতে নির্দেশ করি এবং সাবালিকা হতেই চেহারা ঢাকার উপদেশ দিন, আর যথাযতভাবে পর্দার উদ্দেশ্যে কালো রঙের লম্বা ও ঢিলাঢালা পোষাক পরার নির্দেশ দিন। তাই দেখুন কুরআন সমস্ত মুমেন মেয়েদের পর্দা নির্দেশ দিয়ে বলে ঃ

يٰأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى آن يعرفن فلا يؤذين . (الأحزاب-٥٩)

'হে নবী ! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার লোকদের মহিলাগণকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটা অধিক নিয়ম ও রীতি, যেন তাদেরকে চিনতে পারা যায় ও তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়।' – (আহযাব–৫৯)

আর মুমিন নারীদের বেহায়া বেপর্দা ও মুখমন্ডল অনাবৃত রাখতে নিষেধ করেন ঃ

ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى . (الأحزاب-٣٣)

' আর পূরাতন জাহেলী যুগের মত সাজগোজ দেখাইয়া বেড়াইও না। ' –(আহযাব–৩৩)

২– ছেলেমেয়েদের উপদেশ দেন যেন তারা এক অপর দল থেকে (অর্থাৎ

লিঙ্গ ভেদে) ভিন্ন পোষাক পরে, যাতে ছেলে ও মেয়েদের মাঝে পৃথক করা যেতে পারে। আর অমুসলিমদের পোষাক ও তাদের অনুকরণ করা থেকে দূরে থাকুন, যেমন অতিকসা প্যান্ট বা অন্য যে কোন ক্ষতিকর সভ্যতা অবলম্বন করা। সহীহ্ হাদীসে আছে ঃ

لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء - (رواه البخارى)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সব পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন, যারা নারীদের অনুরূপ বেশ ধারণ করে এবং এমন সব বেশভূষায় সজ্জিত হয়। আর পুরুষ নপুংসক এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের উপর অভিশাপ করেছেন। - (বুখারী)

আরো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

" من تشبه بقوم فهو منهم " (صحيح، رواه أبوداؤد)

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের বেশ ধারণ করবে সে তাদেরই মধ্যে গন্য হবে। - (সহীহ্ হাদীস, আবু দাউদ)

চরিত্র গঠন ও আদব সমূহ

১. সন্তানদের ডান হাতে পানাহার, লেনদেন এবং লেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আর প্রত্যেক কাজরে প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ্' ও পরিশেষে 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলতে শিখাবেন বিশেষ করে পানাহারের সময়, আর তা বসে বসে সম্পন্ন করবে।

২. সন্তানদের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যস্ত করান, তা এইভাবে যে, যেন তারা নখ কাটে ও খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধুয়ে পরিস্কার করে। পায়খানা প্রস্রাব পরিস্কার করার নিয়ম, প্রস্রাব করার পরে কুলুখ ধরার পদ্ধতি অথবা পানি থাকলে ধুয়ে পরিস্কার করার নিয়ম শিখাবেন যেন নামায শুদ্ধ হয় এবং কাপড় অপবিত্র না থেকে যায়।

৩. তাদেরকে যেন নিরিবিলি পরিবেশে নম্রতার সাথে নসীহত করুন, আর যদি কোন ভুক্রটি করে ফেলে তবুও তাদেরকে ভর্ৎসনা করবেন না, তারপরও যদি অবাধ্য হয় তবে তাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দিন, তবে তিন দিনের অধিক নয়।

৪. আযানের সময় সন্তানদের নীরব থাকার নির্দেশ দিন এবং মুওয়ায্যিন যা বলেন সেইভাবে তার উত্তর দিতে বলুন, অতঃপর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি দুরূদ পাঠ ও অসীলার দু'আ করতে বলুন। অসীলার দু'আ নিম্নরূপ ঃ

اللّٰهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته " (رواه البخارى)

' হে আল্লাহ এই কামেল দাওয়াত ও আসন্ন নামাযের রব্ব, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে 'অসীলা' দান কর ফযিলত দান কর এবং তাঁকে মাকামে মাহ্মুদের উপর অধিষ্ঠিত কর যার ওয়াদা তুমি করেছ।' – (বুখারী)

৫. সম্ভব হলে প্রত্যেক সন্তানের জন্য পৃথক পৃথক বিছানার বন্দোবস্ত করুন, সম্ভব না হলে বামপক্ষে আলাদা আলাদা লেপের ব্যবস্থা করুন। ছেলেদের

ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক শয়নকক্ষ নির্দিষ্ট করা উত্তম, আর এর মধ্যে তাদের চরিত্র ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষা হবে।

৬. সন্তানদেরকে অভ্যস্ত করুন যেন পথে কোন রকম কষ্টদায়ক বস্তু ও ময়লা আবর্জনা না ফেলে, বরং এ ধরনের কোন কিছু দেখতে পেলে তা যেন সরিয়ে দেয়।

৭. দুশ্চরিত্র সঙ্গী সাথী হতে বিরত রাখার চেষ্টা করুন এবং তাদের রাস্তা পথে বসার দিকে লক্ষ্য রাখুন।

৮. সন্তানদের বাড়ীতে, রাস্তাঘাটে এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে সালাম বলবেন এই বলে ঃ

" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "

" আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু "

৯. সন্তানদেরকে পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে সৎব্যবহারের উপদেশ দিন এবং তারা যেন প্রতিবেশীর নিকট কোন প্রকারের কষ্টের কারণ না হয়।

১০. সন্তানদের অতিথির আদর আপ্যায়ন ও সম্মান করার অভ্যস্ত করুন, এবং যথাসম্ভব তাদের জন্য কিছু খাবার ব্যবস্থা হলে তা পরিবেশন করতে বলুন।

জিহাদ ও বীর পুরুষতা

১- পরিবারবর্গের ও ছাত্রদের জন্য বিশেষ করে একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করুন, যাতে শিক্ষক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ও সাহাবাগণের জীবনীর উপর লিখিত কোন কিতাব পড়বেন, যেন তারা অবহিত হতে পারে যে তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন বীরপুরুষ ও নেতা এবং হযরত আবু বকর, উমর, আলীও মুআ'বিয়ার মত তাঁর সাহবাগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বিভিন্ন দেশ বিজয় করেন এবং তাঁদেরই এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছি, আর তাঁরা কেবলমাত্র তাঁদের দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহর উপর আস্থা, জিহাদী মনোবল, কুরআন ও হাদীসের বাস্তবায়ন এবং মহান চরিত্রের ফলে সারা বিশ্বে বিজয়ী হন ও ইসলামের বিস্তার লাভ হয়।

২. সন্তানদের বিরত্ব ও বাহাদুরী, সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ভয় না করার প্রশিক্ষণ দিন। আর তাদেরকে মিথ্যা বলে বা ধোকা ও প্রতারণা দিয়ে অথবা কাল্পনিক কোন কথা বলে ভয় প্রদর্শন করা ঠিক নয়।

৩. আমরা যেন সন্তানদের অন্তরে যালিম ইহুদীদের অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহা জন্মাই। আর আমাদের যুবকরা ইসলামী শিক্ষা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার দিকে প্রত্যাবর্তন করলে অচিরেই ফিলিস্তিন ও বায়তুল মাকদেস স্বাধীন করবে। আর আল্লাহ চাহেত অবশ্যই বিজয়ী হবে।

৪. সঠিক ইসলামী প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে ভাল বই পুস্তক খরিদ করুন, নিজে পড়ুন এবং সন্তানদের ও পড়ান। যেমন, সেসব বই সমূহ যাতে রয়েছে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী, নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনী, সাহাবাগণের বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলী এবং মুসলিম বাহাদুর ও বীরপুরুষদের আলোচনা। দৃষ্ঠান্ত স্বরূপ কতিপয় বইয়ের নাম উল্লেখ করছি ঃ

(১) শামাঈলে মুহাম্মদী (নবী জীবনী) এতে আছে নবী (সাঃ) এর চরিত্র ও ইসলামী আচরণ বিধি।

(২) ইসলামী আকীদা (কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে রচিত)।

(৩) সাহাবা ও সাহাবীগণের জীবনী।

মাতা–পিতার সহিত সৎ ব্যবহার

যদি আপনি ইহকালে ও পরকালে সফল হতে চান তবে নিম্নে বর্ণিত উপদেশ সমূহকে বাস্তবায়িত করুন ঃ

১. মাতা–পিতার সাথে আদব ও সম্মানের সাথে কথাবার্তা বলবেন ।

فلا تقل لهما أفٍ ولاتنهرهما، وقل لهما قولاً كريمًا (الإسراء–٢٣)

তবে তাদেরকে তুমি উহ্ পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না, বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদার সাথে কথা বলবে।' – (ইসরা–২৩)

২. সদাসর্বদা মাতা–পিতার আনুগত্য করুন, তবে আল্লাহর নাফরমানী ও অবাধ্যতার নির্দেশ দিলে মানবেন না, কারণ ঃ

" لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق "

"কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা স্রষ্টার অবাধ্যতায় চলবে না"।

৩.অসন্তুষ্ট করবেন না, তাঁদের দেখে মুখভার করবেন না এবং তাঁদের দিকে রাগান্বিত দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না।

৪. মাতা–পিতার সুনাম, সম্মান ও সম্পদের সুরক্ষা করুন। তাঁদের বিনা অনুমতিতে কোন বস্তু নিবেন না।

৫. যে সব কাজে তাঁরা সন্তুষ্ট হন তাদের বিনা অনুমতিতে করে ফেলুন, যেমন তাঁদের সেবা–শুশ্রুষা তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ খরিদ করা এবং শিক্ষা লাভে প্রচেষ্টা করা।

৬. আপনার কার্যাবলীতে তাঁদের সাথে পরামর্শ করুন। আর যদি কোন ক্ষেত্রে তাঁদের মতের বিপরীত কাজ করতে বাধ্য হন তবে তাঁদের নিকট তাঁর উপযুক্ত ওযর পেশ করে ক্ষমা ভিক্ষা করুন।

৭. যখন তাঁরা ডাক দেন তখন চট করে তাঁদের ডাকে সাড়া দিন এবং হাসি মুখে একথা বলে উত্তর দিন ঃ জি আম্মা ! জি আব্বা ! কিন্তু এভাবে বলবেন না , ও বাবা ! ও মা ! কারণ এসব হচ্ছে অমুসলিমদের ভাষা।

৮. তাঁদের বন্ধু বান্ধব ও আত্নীয় স্বজনদের তাঁদের জীবদ্দশাতে এবং মৃত্যুর পরে ও আদর সম্মান করুন।

৯. তাঁদের সাথে ঝগড়া ও করবেন না এবং তাদের একথা ও বলবেন না যে আপনারা ভুল করেছেন বরং আদব ও সম্মানের সাথে তাঁদের সামনে সঠিক কথা তুলে ধরবেন এবং তাঁদের বুঝাবার চেষ্টা করবেন।

১০– মাতা–পিতার সাথে রুক্ষ স্বভাব দেখাবেন না, তাঁদের সামনে গলার আওয়াজ উঁচু করবেন না, তাঁদের কথা কান দিয়ে শুনুন এবং সর্বদা তাঁদের সঙ্গে আদব–কায়দার খেয়াল রাখবেন। আর আপনার মাতা–পিতার সম্মার্থে কোন ভাই–ভগ্নীকে কষ্ট দেবেন না ও তাদের সাথে ঝগড়া করবেন না।

১১– মাতা–পিতা যখন আপনার নিকট আসেন তখন তাঁদের দিকে অগ্রসর হয়ে মাথায় চুম্বন দিন।

১২– বাড়ীতে মায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এবং আব্বার কাজেও সহযোগিতা করতে পিছপা হবেন না।

১৩– যতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হোক না কেন তাঁদের বিনা অনুমতিতে কোথাও যাবেন না, তবে যদি কোথাও সফর করার জন্য বাধ্য হন তবে তাঁদের নিকট নিজ ওযর পেশ করবেন এবং তাঁদের সাথে চিঠিপত্র আদান প্রদান অব্যাহত রাখবেন।

১৪– বিনা অনুমতিতে তাঁদের নিকট যাবেন না, বিশেষ করে তাঁদের ঘুম ও বিশ্রামের সময়।

১৫– যদি আপনি ধূমপানের ভুক্তভোগী হন তবে অন্তত তাঁদের সামনে পান করবেন না এবং কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করুন।

১৬– তাঁদের খাওয়া দাওয়ার আগে আপনি খাবেন না, বরং পানাহারে তাঁদের আদর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

১৭– তাঁদেরকে মিথ্যা কথা বলবেন না, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁরা কোন কাজ করলে কোন রকম বকাবকি করবেন না।

১৮– নিজ স্ত্রী বা সন্তানদেরকে মাতা–পিতার উপর অগ্রাধিকার দিবেন না, সব কিছুর আগে তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জন করুন। কারণ মাতাপিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। এবং তাঁদের অসন্তোষে আল্লাহর অসন্তোষ নিহিত রয়েছে।

১৯- তাঁদের সম্মুখে তাঁদের জায়গা অপেক্ষা উঁচু জায়গায় বসবেন না এবং অহংকারের সাথে তাঁদের সামনে পা লম্বা করে বসবেন না।

২০- আব্বার সম্পর্কে পরিচিত হতে (দ্বিধাবোধ করবেন না) অহংকার করবেন না যদিও আপনি বিরাট কোন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। আর তাঁদের ভাল ব্যবহারকে অস্বীকার করবেন না এবং তাঁদের এমন কোন কথাই বলবেন না যা তাঁদের দুঃখ কষ্টের কারণ হয়।

২১- মাতা-পিতার জন্য খরচ করতে কৃপনতা করবেন না, যাতে তাঁরা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সুযোগ না পান।এটা বিরাট নিন্দনীয় কথা এবং এর প্রতিফল আপনার সন্তানদের কাছ থেকে পাবেন। যেমন কর্ম তেমন ফল।

২২- মাতা-পিতার সাথে পুনঃপুনঃ দেখা সাক্ষাৎ করুন, তাঁদের খেদমতে তোহ্ফা পরিবেশন করুন। তাঁরা আপনার শিক্ষা-দীক্ষায় ও লালন-পালনে যে কষ্ট করছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। আপনার সন্তানদের লালন-পালনে যে কষ্ঠ-ক্লেশ অনুভব করেছেন তা থেকে জ্ঞান অর্জন করুন।

২৩- সব চাইতে সম্মান ও আদরের পাত্র হলেন আম্মা, অতঃপর আব্বা। আর জেনে রাখুন মাতা-পিতার পায়ের নিচে জান্নাত নিহিত রয়েছে।

২৪- মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও অসন্তুষ্টি হতে বাঁচুন, নতুবা ইহজগতে ও পরজগতে দুর্ভোগ ও ধ্বংসে পতিত হবেন, আর যেমন ব্যবহার আপনার পিতা মাতার সাথে করবেন তেমনি ব্যবহার নিজ সন্তানদের নিকট হতে পাবেন।

২৫- মাতা-পিতার নিকট যদি কোন কিছু চান তবে নম্রতার সাথে চাইবেন এবং যদি না দেন তবে মনে কিছু করবেন না। আর যথেচ্ছা (উল্টাপাল্টা) দাবী করে তাঁদের বিরক্ত করবেন না।

২৬- যখনই আপনি উপার্জনের যোগ্য হবেন তখনই হালাল রুযীর সন্ধানে কাজকর্ম আরম্ভ করে দিন এবং মাতা-পিতার সাহায্য করুন।

২৭- আপনার উপর আপনার পিতা-মাতার অধিকার রয়েছে এবং আপনার স্ত্রীর ও (আপনার প্রতি) অধিকার রয়েছে, তাই প্রত্যেকের হক ন্যায্য ভাবে আদায় করুন, আর তাদের মধ্যে মতবিরোধ হলে সুষ্ঠ মিমাংসার চেষ্টা করুন এবং মাঝে মধ্যে দুই তরফকে চুপি চুপি তোহ্ফা ও উপহার দিতে থাকুন।

২৮- যদি আপনার মাতা-পিতার সহিত আপনার স্ত্রীর ঝগড়া বা মনোমা-লিন্য হয় তবে বড় হিকমত ও কৌশলের সাথে আপনার স্ত্রীকে বুঝাবার চেষ্টা

করুন এবং সে যদি ন্যায় পথেও থাকে এবং নির্দোষ হয় তবে বলুন যে আমি তোমার সাথেই আছি তবে মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট করা ফরয, তাই তা করতে আমি বাধ্য।

২৯- যদি আপনার বিয়ে করা বা তালাক দেয়ার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে মতপার্থক্য হয়, তবে ইসলামের (শরীয়তী) বিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু ফয়সালা ও সমস্যার সমাধান করুন, এটাই হচ্ছে আপনার জন্য সর্বোত্তম পন্থা।

৩০- মাতা-পিতার ভালমন্দ সব রকমের দু'আ কবুল হয়ে যায়, তাই তাঁদের বদ্‌দু'আ থেকে বেঁচে থাকুন।

৩১- সর্ব সাধারণের লোকের সাথে সৎ ব্যবহার করুন, কারণ যারা মানুষকে গালি-গালাজ করে তারাও তাকে গালি দেয়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

" من الكبائر شتم الرجل والديه : يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه "

কোন ব্যক্তির নিজ মাতা-পিতাকে গালি দেয়া কবীরা গুনাহ্ সমূহের অন্তর্গত। তা এইভাবে যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয় তখন সে ব্যক্তি তার পিতাকেও গালি দেয় এবং যখন কোন ব্যক্তির মাতাকে গালি দেয়, তখন সে ব্যক্তি তার মাতাকেও গালি দেয়।

৩২- মাতা-পিতার জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুর পরে ও যিয়ারত করতে থাকুন, তাঁদের জন্য দান-খয়রাত করতে থাকুন, এবং তাঁদের জন্য বেশী বেশী দু'আ করতে থাকুন, বিশেষ করে এই দু'আ করবেন ঃ

" رب اغفرلي ولوالدي " " رب ارحمهما كما ربياني صغيراً "

হে প্রভু ! আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে ক্ষমা করুন, হে প্রভু ! তাঁদের প্রতি সেই ভাবে রহমত করুন, যেমন ভাবে তাঁরা আমার বাল্য অবস্থায় লালন পালন করেছেন।

কবীরা গুনাহ্ সমূহ থেকে বাঁচুন

১– মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريمًا - (النساء - ٣١)

তোমরা যদি সেই সব বড় বড় গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাক, যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ তোমাদের দেয়া হয়েছে, তবে তোমাদের ছোট ছোট দোষ ত্রুটি মাফ করে দেব এবং সম্মানের স্থানে দাখিল করব। –(সূরা আন্‌নিসা – ৩১)

২– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

" أكبر الكبائر الإشراك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين وشهادة الزور " (متفق عليه)

সর্বাপেক্ষা মহাপাপ হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, কোন ব্যক্তিকে বিনা কারণে হত্যা করা, মাতা–পিতার অবাধ্যতা ও নাফরমানী করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

৩– কবীরা গুনাহ ঃ সেই সমস্ত পাপকে বলা হয়, যার জন্য ইহজগতে হদের (দন্ডবিধি) শাস্তির বিধান নির্দিষ্ট করা হয়েছে, অথবা পরকালে আযাব বা গযবের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, কিংবা আল্লাহ অথবা তাঁর রাসূলের অভিশাপ গুনাহ্‌তে লিপ্ত ব্যক্তির উপর হয়েছে।

৪– কবীরা গুনাহ্ সমূহের পরিসংখ্যান ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কবীরা গুনাহ্‌র সংখ্যা হচ্ছে সাত শত, তার মধ্যে সাতটি হল খুবই মহাপাপ। তবে মনে রাখবেন যে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করলে কবীরা গুনাহ্ থাকতে পারে না, আর সাগীরা (ছোট) গুনাহ্‌কে উপেক্ষা করতে থাকলে তা সাগীরা হয়ে থাকে না (বরং তা কবীরাতে পরিণত হয়)। আর কবীরা গুনাহ্ ও বিভিন্ন পর্যায়ের রয়েছে সবই একই সমান নয়।

কবীরা গুনাহ্ সমূহের প্রকারভেদ

১– আকীদায় কবীরা গুনাহ্ ঃ শির্ক আকবর (বড় শিরক্) আর তা হল – আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কোন রকমের ইবাদাত করা। যেমন মৃতদের নিকট দু'আ করা। অথবা ইসলাম বিরোধী আইনকে বাস্তবায়ন করা। শুধু দুনিয়ার (পার্থিব) উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা, জরুরী জ্ঞান ও বিদ্যা গোপন রাখা, বিশ্বাস ঘাতকতা করা, গণৎকার, জাদুকর ও জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য কুরবানী করা ও নযর মানা, জাদুবিদ্যা শিক্ষা করা ও তা করানো, গায়রুল্লাহর শপথ করা (যেমন মর্যাদার, সন্তানদের, নবীর, কাবার ও অন্যান্য বস্তুর শপথ করা, কোন মুসলিম ব্যক্তিকে অভিশাপ করা অথবা বিনা দলীল ও প্রমাণে তাকে কাফের বলা, কাফেরদের কাফের না মনে করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যা আরোপ করা, (যেমন জেনে শুনে মোযু (জাল) (মনগড়া) হাদীস বর্ণনা করা। আর আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হয়ে যাওয়া, মৃত ব্যক্তির উপর নূহা (নাম ধরে উচ্চঃস্বরে কাঁদা), বুক চাপড়ানো, ভাগ্যকে অস্বীকার করা, বদনযর ও কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সন্তানদের গলায় কবচ , গাড়ী বা ঘরের দরজায় তাবীয, সূতা ইত্যাদি ঝুলানো, এ সমস্ত কাজ আকীদাগত ভাবে কবীরা গুনাহের অন্তর্গত।

২– দৈহিক বা বিবেকবুদ্ধিগত কবীরা গুনাহ্ ঃ

কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করা, কোন মানুষ বা পশুকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া, কোন দুর্বল ব্যক্তি, স্ত্রী, ছাত্র, চাকর অথবা কোন প্রাণীর উপর যুলুম ও অত্যাচার করা, গীবত, (পরনিন্দা, পরচর্চা) ও চুগলখোরী (এক ব্যক্তির কথাকে অন্য ব্যক্তির কাছে তার ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা), সব রকমের মাদক জাতীয় দ্রব্য পান করা বা তা কেনা বেচা করা, বিষাক্ত জিনিষ পানাহার করা, শুকর ও মৃত প্রাণীর গোস্ত বিনা প্রয়োজনে ভক্ষণ করা, ক্ষতিকর দ্রব্য পানাহার করা, যেমন–গাঁজা, সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদি, কারণ এতে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই, আত্মহত্যা করা যদিও তা দীর্ঘ সময়ে হয়ে থাকে যেমন ধূমপান

ধীরে ধীরে মানুষকে মৃত্যুর দোর গোড়ায় পৌছে দেয়। অযথা গায়ে পড়ে ঝগড়া করা, সাধারণ মানুষের উপব অন্যায় অত্যাচার করা ও সীমালঙ্গন করা, হক ও ন্যায়কে অগ্রাহ্য করা অথবা মন বেজার হওয়া বা একেবারে তা প্রত্যাখান করা, ঠাট্টা বিদ্রুপ করা মুসলিম ব্যক্তিকে অভিশাপ করা, অথবা কোন সাহাবীকে গালী দেয়া, অহঙ্কার ও দর্প করা, গোয়েন্দাগিরি করা, কোন ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে অলিক ও মিথ্যা কথা হাকিম বা বাদশার নিকট পৌছানো এবং তাতে অধিকাংশ মিথ্যা বলা, আর বিনা প্রয়োজনে কোন প্রাণীর ছবি তোলা বা পুতুল গড়া। প্রয়োজনের উদাহরণ যেমন পরিচয় পত্র, লাইসেন্স এবং বিদেশ গমনের জন্য (পাসপোর্টের) ছবি তোলা।

৩– ধন–সম্পদের ক্ষেত্রে কবীরা গুনাহ্ ঃ

পিতৃহীন ইয়াতীমের মাল আত্নসাৎ করা, জুয়া ও লটারী খেলা, চুরি ও ছিনতাই করা, কারও ধন–সম্পদ জোর পূর্বক ভক্ষণ করা, ঘুষ খাওয়া, কোন জিনিসের পরিমাপে কম দেওয়া, মিথ্যা শপথ করে অন্যের মাল আত্নসাৎ করা, বেঁচাকেনায় ধোকা দেয়া, চুক্তি ভঙ্গ করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেযা, প্রতারণা করা, অপচয় করা, কোন ব্যক্তির জন্য এমনভাবে অসীয়ত করা যা ওয়ারিসিনদের নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, জেনে শুনে সাক্ষ্য গোপন করা, আল্লাহ্ প্রদত্ত ভাগ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করা, পুরুষদের সোনা ব্যবহার করা এবং অহঙ্কারের সাথে লুঙ্গি বা প্যান্ট কিংবা পায়জামা গোড়ালীর নীচে পরা।

৪ – ইবাদতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহ্ সমূহ ঃ

নামায ত্যাগ করা অথবা বিনা ওযরে সময় উত্তীর্ণ হয়ে বিলম্বে নামায পড়া, যাকাত প্রদান না করা, ধর্মীয় ওযর ব্যতীত রমযানের রোযা ত্যাগ করা, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্বব্রত সম্পাদন না করা, আল্লাহর পথে জিহাদ হতে পলায়ন করা, যার উপর জিহাদ ফরয হয়ে গেছে, সে তার জানমাল ও কথা দ্বারা জিহাদ না করা। কোন ওযর ব্যতীত জুম'আর নামায অথবা জামাতের সাথে নামায আদায় না করা। শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সৎকাজের উপদেশ ও অন্যায় কাজ থেকে বাধা প্রদান না করা, পেশাব থেকে নিজ শরীর ও কাপড় বাঁচিয়ে না রাখা ও পেশাব করে মাটি, পাথর বা পানি দ্বারা পরিস্কার না করা এবং ইল্ম ও জ্ঞানের উপর আমল না করা, এ সমস্ত হল কবীরা গুনাহ্ সমূহের অন্তর্গত।

৫ – বংশ ও পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহ্ ঃ

ব্যভিচার করা, পুরুষে পুরুষে বা নারীর গুহ্যদ্বারে যৌনক্ষুধা নিবারন করা, সতী মুমিনা নারীদের উপর মিথ্য অপবাদ দেয়া, মেয়েদের চেহারা খুলে বেপর্দা অবস্থায় ঘুরাঘুরি করা ও তাদের মাথার চুল অনাবৃত রাখা, মেয়েদের পুরুষের বেশ ধারণ করা, পুরুষদের মহিলাদের (মত) বেশ ধারণ করা (যেমন দাড়ি সাফ করা), মাতা–পিতার অবাধ্যতা করা, আত্মীয় স্বজনদের সাথে কোন ধর্মীয় কারণ ব্যতীত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা, কোন স্ত্রীর তার স্বামীর আহবানে সাড়া দিতে অর্থাৎ বিছানায় যেতে অস্বীকার করা, (স্বামীর অবাধ্য হওয়া) তার ওযর যেমন মাসিক বা নিফাস (প্রসূতি সন্তান জন্মের পর রক্তস্রাব), হালালা করা বা অন্যকে দিয়ে হালালা করিয়ে নেয়া, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে এই উদ্দেশ্যে বিবাহ করা যে তাকে যেন হালাল করে তালাক দিয়ে প্রথম স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেয়া যায়। স্ত্রীর তার স্বামীর সৎ ব্যবহার ও দানকে অস্বীকার করা, জ্ঞাতসারে নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলা, নিজ পরিবারের দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারের উপর সন্তোষ প্রকাশ করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া এবং স্ত্রী বা পুরুষ লোকের চেহারা বা ভ্রুর চুল উঠিয়ে ফেলা।

৬ – কবীরা গুনাহ থেকে তাওবা করা আবশ্যক ঃ

হে মুসলিম ভাই ! যদি আপনার দ্বারা কোন কবীরা গুনাহ্ হয়ে যায় তবে তা সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করুন, আর আল্লাহর নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আর জীবনে কখনো সেই পাপের দিকে ফিরবেন না।

কারণ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوب من قريب ، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما . وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما . (النساء -١٧-١٨)

জেনে রাখ, তাদেরই তাওবা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হওয়ার অধিকার লাভ করতে পারে যারা অজ্ঞতার কারণে কোন অন্যায় কার্য করে বসে এবং তারপর অবিলম্বে তাওবা করে নেয়। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ্ পুনারায় অনুগ্রহের দৃষ্টি ফিরিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয় অভিজ্ঞ এবং সুবিজ্ঞ বুদ্ধিমান । কিন্তু তাদের জন্য তাওবার কোন অবকাশ নেই যারা অব্যাহতভাবে পাপকার্য করতেই থাকে। এই অবস্থায় যখন তাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সে বলে যে এখন আমি তাওবা করলাম, অনুরূপভাবে তাদের জন্য ও কোন তাওবা নেই যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফেরই থেকে যায়, এসব লোকের জন্য আমরা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি। - (নিসা-১৭, ১৮)

প্র ঃ তাওবা কবুল হওয়ার শর্তাবলী কি কি ?

উঃ তাওবা কবুল হওয়ার শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

১. **এখলাস ঃ** (একনিষ্ঠতা) অর্থাৎ সেই পাপীর তাওবা একমাত্র যেন আল্লাহর ভয়ে হয়, অন্য কোন কারণে নয়।

২.**অনুতপ্ত হওয়া ঃ** অর্থাৎ তার দ্বারা যা কিছু পাপ হয়েছে তার উপর খুবই অনুতপ্ত হওয়া।

৩. যতকিছু গুনাহ্ করে ফেলেছে তা পুরোপুরি ভাবে বর্জন করা।

৪. যে সব গুনাহ্ হয়ে গেছে সেদিকে কখনো প্রত্যাবর্তন না করার প্রতিজ্ঞা করা।

৫. আল্লাহর প্রাপ্যের অন্তর্গত যেসব গুনাহ্ হয়েছে তা থেকে তাঁরই নিকট ক্ষমা চেয়ে নেয়া।

৭. দু'আ কবুল হওয়ার সময়ের মধ্যেই তাওবা করা অর্থাৎ পাপী তার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই তাওবা করবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

" إن الله يقبل توبة عبده مالم يغرغر "

আল্লাহ নিজ বান্দার তাওবা ততক্ষন কবুল করবেন, যতক্ষণ তার গরগরা না আসে। - (তিরমিযী)- হাসান)

কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করুন আর বিদআত হতে বেঁচে থাকুন

১. যখন আপনি ধর্মীয় ব্যাপারে (মানুষকে) বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকতে বলবেন, তখন আপনাকে অনেক বিদ'আত পন্থীরা বলবে ঃ আপনার কাঁচের তৈরী চশমাটিও বিদ'আত, তার প্রতিউত্তরে আপনি বলবেন ঃ এটা ধর্মীয় ব্যাপার নয়, বরং এটা হচ্ছে পার্থিব আবিস্কার, যার সম্বন্ধে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেনঃ

" أنتم أعلم بأمر دنياكم " (رواه مسلم)

দুনিয়ার ব্যাপারে তোমরা ভাল অবগত। – (মুসলিম)

আর এসব বস্তু হচ্ছে দুধারওয়ালা অস্ত্রের মত,যেমন রেডিও, তাতে যদি তেলাওয়াতে কুরআন বা ধর্মীয় আলোচনা শোনেন তবে তা হবে বৈধ, বরং তা উচিৎ, আর যদি আপনি সঙ্গীত ও অশ্লীল গান বাজনা শুনেন, তবে তা হবে হারাম। কারণ এতে নৈতিক চরিত্র নষ্ট করে এবং সমাজকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

২. ধর্মীয় বিদ'আত ঃ তা হল এই যে, যার কোন দলীল ও প্রমাণ কিতাব ও সুন্নাহ্ থেকে পাওয়া যায় না, আর এই ধরণের বিদ'আত এবাদতের ক্ষেত্রে ও ধর্মীয় ব্যাপারেই হয়ে থাকে, ইসলামে এই ধরনের বিদ'আতের প্রতিবাদ করেছে এবং এটা গুমরাহীরও পথভ্রষ্টতা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

১. মহান আল্লাহ্ মুশরিকদের (বহুত্ববাদীদের) বিদ'আতের খন্ডন করতে গিয়ে বলেন ঃ

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله . (الشورى - ٢١)

'এরা কি আল্লাহর এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে,যারা এদের জন্য 'দ্বীন' ধরণের কোন নিয়ম বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যার কোন অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি।' –(শুরা–২১)

২. আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন ঃ

" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "
(رواه مسلم)

'যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে যা আমার পদ্ধতির বাইরে তা হচ্ছে প্রত্যাখ্যাত ও বর্জনীয়।' - (মুসলিম)

৩. তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন ঃ

" إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة " (رواه الترمذي وقال حسن صحيح)

' তোমরা নিজকে নতুন কার্যসমূহ থেকে বাঁচাও, কারণ প্রতিটি নতুন কাজ হচ্ছে বিদ'আত, আর প্রতিটি বিদ'আত হচ্ছে গুমরাহী।' -(তিরমিযী,হাদীস হাসান সহীহ)

৪.তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন ঃ

" إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها "

' নিশ্চয় আল্লাহ বিদ'আতপন্থীর তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা ততক্ষণ গ্রহণ করেন না, যতক্ষণ সে বিদ'আত পরিত্যাগ না করে।' - (সহীহ্ হাদীস তাবরানী প্রমুখ)

৫. হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন ঃ

" كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس أنها حسنة "

' প্রত্যেক বিদ'আত গুমরাহী, যদিও লোকেরা তা ভাল মনে করে।'

৬. ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন

من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة ، لأن الله تعالى يقول : " اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " فمالم يكن يومئذ دينًا، فلا يكون اليوم دينًا .

' যে ব্যক্তি কোন বিদ'আত ইসলামের মধ্যে আবিষ্কার করল এই মনে করে যে তা ভাল কাজ, সে যেন একথা মনে করল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পয়গাম তাবলীগে খেয়ানত করেছেন, কারণ মহান আল্লাহ বলেন ঃ আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের প্রতি পূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করে নিয়েছি। -(মায়েদা-৩)

তাই যেটা তখন দ্বীনের অন্তর্গত ছিল না, তা আজও দ্বীন বলে গন্য হতে পারে না।

৭. ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ

من استحسن فقد شرع ، ولوجاز الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل الإيمان، ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب ، وأن يخرج كل إنسان لنفسه شرعًا جديدًا .

' দ্বীন ইসলামে যে কেউ কোন কাজ ভাল মনে করে আরম্ভ করল সে বিধান রচনা করল, যদি ধর্মে ভাল কাজ মনে করে বাড়াবাড়ি জায়েয হত তবে অমুসলিম জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্যও তা জায়েয হয়ে যেত, আর দ্বীনের প্রতিটি ব্যাপারে নতুন ভাল কাজ রচনা জায়েয হয়ে যেত এভাবে প্রত্যেক মানুষ নিজেরা নতুন বিধান রচনা করে ফেলত।'

৮. গুযায়ফ বলেন ঃ لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها سنة

যখনই কোন বিদ'আত আবিস্কার হয়, তখন তার পরিবর্তে একটি সুন্নত মিটে যায়।

ইমাম হাসান বসরী বলেন ঃ

" لاتجالس صاحب بدعة فيمرض قلبك "

কোন বিদ'আতীর উঠাবসা করবেন না, তা হলে তোমার অন্তর রোগাক্রান্ত হয়ে যাবে।

১০. হুযায়ফা বলেন ঃ

" كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها "

' সে সমস্ত ইবাদত যা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহাবাগণ করেন নি তা করবেন না।
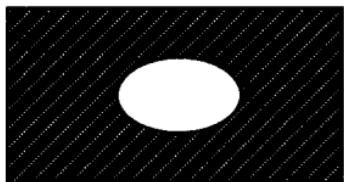
বিদ' আত অনেক প্রকার তন্মধ্যে কিছু নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

১. নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) জন্ম দিবসে উৎসব (মীলাদ মাহফিল) পালন করা, মিরাজের রাতে জেগে বিশেষ ইবাদত বা অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি ।

২. যিকিরের সাথে নাচ,গান, তালি ও দুফ (তবলা) বাজানো, ঠিক তেমনি উচ্চস্বরে যিকির করা এবং আল্লাহর নামকে বিকৃত করে যিকির করা, যেমন (আহ, ইহ, উহ,হু, হী)

৩. মা' তম (শোক) অনুষ্ঠান করা, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর পীর,মৌলভী ও মোল্লাদের ভাড়া করে কুরআন খানীর জন্য নিয়ে আসা ইত্যাদি ইত্যাদি।

"সাদাকাল্লাহুল আ' যীম বলা বিদ' আত "

১. কারীগণ কুরআন তিলাওয়াতের শেষে উপরোক্ত বাক্য বলে থাকেন, অথচ এর কোন প্রমান না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে পাওয়া যায় আর না সাহাবাগণ ও তাবেয়ীনদের থেকে রয়েছে।

২. কুরআন তিলাওয়াত একটি ইবাদত, অতএব তাতে কোন রকম বাড়াবাড়ি জায়েজ নয়, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন ঃ

من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد
(متفق عليه)

যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩,কারী সাহেবরা এ ধরনের যেসব কাজ করে থাকেন , তার কোন দলীল প্রমাণ না আল্লাহর কিতাবে রয়েছে না তাঁর রাসূলের সুন্নতে, আর না রয়েছে তাঁর সাহাবাদের আমলে বরং এটা হচ্ছে পরবর্তীকালের কারীদের আবিষ্কৃত

যা বিদ'আতের অন্তর্গত ।

৪. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইবনে মাসউদ থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনলেন, অতঃপর যখন মহান আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত পৌছিলেনঃ

" وجئنابك علي هؤلاء شهيداً "

'আর এই সমস্ত লোক সম্পর্কে তোমাকে (হে মুহাম্মদ) সাক্ষী হিসেবে পেশ করব, তখন তারা কি করবে।' (সূরা নিসা – ৪১)

অতঃপর নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন ঃ " حسبك "

অর্থাৎ যথেষ্ট । (তিনি " صدق الله العظيم " নিজেও বলেন নি এবং তা বলার জন্য সাহাবাগণকে নির্দেশও দেননি।)

৫. মুর্খ লোকেরা ও ছোট ছেলেরা মনে করে থাকে যে এটা একটা কুরআনের আয়াত বিশেষ, তাই নামাযরত অবস্থায় ও নামাযের বাইরে তারা পড়ে থাকে, অথচ এটা জায়েয নয়, বাক্যটি সূরাগুলোর পরিশেষে কুরআনের অক্ষরের মত করে লিখে থাকে।

৬. সৌদি আরবের মুফতী প্রধান শায়খ আবদুল আযীয বিন বায কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এটাকে স্পষ্ট ভাষায় বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৭. আল্লাহর এই উক্তিঃ

" قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً "

এটা মিথ্যা, ইহুদীদের প্রতি উত্তরে বলা হয়েছিল, তার দলীল পূর্বেকার আয়াতটি ।

" فمن افترى على الله الكذب "

(অর্থাৎ ঃ যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।) আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই আয়াত জানতেন, তবুও তিনি তিলাওয়াতে কুরআনের

পর কোন দিন বলেন নি । ঠিক তেমনি তাঁর সহচরগণ ও সালফে সালে-হিনেরাও বলেন নি।

৮. বস্তুতঃ এই বিদ'আত একটি সুন্নতকে ধ্বংস করে ফেলেছে, তা হচ্ছে কুরআন তেলাওয়াতের পরে দু'আ করা । কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেনঃ

" من قرأ القرآن فليسأل الله به"

যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে সে যেন তার সাথে আল্লাহর নিকট কিছু চায়।" (তিরমিযী - হাদীস হাসান)

৯. কুরআন তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াতের পর যেন আল্লাহর নিকট যা ইচ্ছা চায় এবং যা কিছু পাঠ করল তা অসীলা বানিয়ে যেন তাঁর নৈকট্য লাভ করে, কারণ তা হচ্ছে সৎ কাজ যা দু'আ কবুল হওয়ার যথাযথ উপকরণ। এই ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত দু'আ পাঠ করা ভাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন দুশ্চিন্তায় পড়ে, অতঃপর এই দু'আ পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার দুঃখ ও চিন্তা দূরীভূত করবেন এবং তার পরিবর্তে সুখ ও শান্তি প্রদান করবেন।

" اللّهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أوعلمته أحداً من خلقك ؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور بصري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي "

' হে আল্লাহ আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার ছেলে, তোমার বান্দীর ছেলে, আমার কপাল তোমার হাতেই রয়েছে, আমার উপর তোমারই হুকুম চলছে, তোমার ফয়সালা আমার ব্যাপারে ন্যায় সঙ্গত। তোমার সে সমস্ত

নামের অসীলায় (মাধ্যমে) চাই যা দিয়ে তুমি নিজের নামকরণ করেছ বা তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছ, বা তোমার কোন সৃষ্টিকে শিখিয়েছ, অথবা তুমি তা গায়েবের ইলমে লুকায়িত রেখেছ, যে কুরআনকে আমার অন্তরের প্রশান্তির কারণ বানিয়ে দাও, চক্ষুর আলো করে দাও, আমার দুশ্চিন্তাকে দূরীভূতকারী এবং দুঃখ কষ্টকে নিবারণকারী বানিয়ে দাও।

-- (হাদীস মুসনাদ আহমদ)

সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখা

সমাজ সংস্কারের ভিত্তি এই দুই মূল স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এটা হচ্ছে শুধু এই মুসলিম উম্মাহ্র বৈশিষ্ট্য মাত্র।

তাই মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন ঃ

" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله -(آل عمران-١١٠)

' দুনিয়ার এমন এক সর্বোত্তম দল তোমরা যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।' - (আল ইমরান-১১০)

আর আমরা যখন সৎ কাজের উপদেশ দেয়া ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া ছেড়ে দেব তখনই সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, চরিত্র ধ্বংস হবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে অন্যায় ও অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করবে।

আর এটাও প্রমাণ হয়ে গেল যে সৎ কাজের আদেশ ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা বিশেষ কোন একজনের দায়িত্ব নয় বরং এই দায়িত্ব প্রতিটি মুস-লিম নরনারীর, সে আলেম (শিক্ষিত) হোক অথবা সাধারণ অশিক্ষিত লোকই হোক, তার জ্ঞান ও সাধ্যের অনুপাতে তা ফরয হবে।

তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " (رواه مسلم)

' যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ প্রত্যক্ষ করবে তা হাত দ্বারা মিটাবে, যদি তা সম্ভব না হয়, তবে কথার দ্বারা বাধা দেবে, যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে তা অন্তর থেকে ঘৃণা করবে, আর এটাই হচ্ছে নিম্নস্তরের ঈমান।' – (মুসলিম)

"মুনকার" "অন্যায় কাজ" তাকেই বলা হয় যা ইসলাম বিরোধী।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখার উপায় উপকরণ

১. প্রত্যেক জুম'আও দুই ঈদের দিনে খুতবা দেয়া, যেন খতীব (বক্তা) সমাজের বিভিন্ন পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন।

২. বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য দিয়ে বা পত্র পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে লেখনী দিয়ে সমাজের কুসংস্কারের সঠিক উপায় উদ্ভাবন করা।

৩. **কিতাব ঃ** লেখক মানুষের সংস্কারের জন্য নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করবেন।

৪. **ওয়ায নসীহত ঃ** এর জন্য একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবেন তাতে কোন একজন ব্যক্তি উদাহরণ স্বরূপ ধূমপানের দৈহিক ও আর্থিক ক্ষতি সম্বন্ধে বক্তব্য রাখবেন।

৫. **উপদেশ ঃ** কোন এক ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে নিরিবিলি পরিবেশে উপদেশ দেবেন উদাহরণ স্বরূপ সোনার আংটি বর্জন করার উপদেশ দেয়া, বা নামায ত্যাগ থেকে ভয় প্রদর্শন করা অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দু'আ ও ফরিয়াদ করা হতে বিরত রাখা।

৬. **পুস্তিকা ঃ** এটা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উত্তম উপায়, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি নামায বা জেহাদ বা যাকাত অথবা কবীরা গুনাহ্ সমূহ যেমন মৃত ব্যক্তিকে ডাকা এবং তার নিকট মদদ ও সাহায্য বিভিন্ন বিষয়ে কয়েক পাতা অবশ্যই পড়তে পারবেন।

মুবাল্লেগের মৌলিক গুণাবলী

১. মুবাল্লেগ যেন নম্রতা ও সরলতার সাথে সৎ কাজের আদেশ ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন, যাতে করে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা অন্তর থেকে গ্রহণ করে।

মহান আল্লাহ্ মূসা ও হারুণ (আঃ) কে সম্বোধন করে বলেন ঃ

" إذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى " (طه - ٤٤)

'তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও কেননা সে অহংকারী বিদ্রোহী হয়ে গেছে। অতঃপর তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, সম্ভবতঃ সে নসীহত কবুল করতে কিংবা ভয় পেতে পারে।' - (ত্বাহা-৪৩,৪৪)

অতএব যখন কোন ব্যক্তিকে গালাগালি, অকথ্য ভাষা বলতে বা কৃতজ্ঞতা করতে দেখবেন তখন তাকে নম্রতার সাথে উপদেশ দিবেন এবং তাকে মুরতাদ শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে বলবেন। সেই শয়তানই হচ্ছে এসবের মূল। আর যে আল্লাহ্ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং বিভিন্ন ধরনের নেয়ামত প্রদান করেছেন তিনিই হচ্ছেন কৃতজ্ঞতার যোগ্য এবং তাঁর অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞ হওয়া কোন রকম লাভদায়ক হবে না, বরং তা দুনিয়াতে দুর্ভাগ্যের ও আখেরাতে তাঁর আযাবের কারণ হয়ে দাড়াবে। অতঃপর তাকে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উৎসাহিত করবেন।

২. যে সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন, তাঁর হালাল ও হারাম সম্বন্ধে যেন সে অবগত থাকে, এমনটা যেন না হয় যে তার মুর্খতার কারণে মানুষের লাভ না করে ক্ষতি করে বসে।

৩. তাবলীগকারীর উচিৎ যে তিনি যেসব কাজের উপদেশ দেবেন তা যেন তিনি নিজে বাস্তবায়িত করেন এবং যেসব কাজ করতে নিষেধ করবেন তা থেকে তিনি যেন বিরত থাকেন।যাতে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পুরোপুরি ভাবে ফলপ্রসু হতে পারে।

মহান আল্লাহ্ সেইসব ব্যক্তিদের সম্বোধন করে বলেন যারা নিজেরা সৎ আমল না করে তার নির্দেশ দেয় ঃ

" أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون " (البقرة - ٤٤)

' তোমরা লোকদেরকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বল, কিন্তু নিজদেরকে তোমরা ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করতে থাক, তোমাদের বুদ্ধি কি কোন কাজেই লাগাও না ? – (বাকারা–৪৪)

আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কার্যে নিমজ্জিত সে যেন নিজে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত হওয়ার অঙ্গীকার করে পাপের কাজ থেকে অন্যদের বিরত রাখার প্রচেষ্টা করে।

৪. আমরা যেন নিজ কাজে একনিষ্ঠতা অবলম্বন করি এবং বিরোধীদের জন্য হিদায়াতের দু'আ করি, যেন আল্লাহর নিকট আমরা ওযর পেশ করতে পারি।মহান আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم اومعذبهم عذاباً شديداً ، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون " (الأعراف ١٦٤)

' তাদের একথাও স্মরণ করিয়ে দাও, যখন তাদের একটি দল অপর দলকে বলেছিল, তোমরা এমন লোকদের কেন নসীহত কর যাদেরকে আল্লাহই ধ্বংস করবেন কিংবা কঠিন শাস্তি দিবেন ? তারা জবাব দিল ঃ আমরা এসব তোমাদের প্রভুর দরবারে নিজেদের ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে করছি, আর এই আশায় করছি যে, হয়ত বা তারা তাঁর নাফরমানী হতে ফিরে থাকবে। –(আরাফ–১৬৪)

৫. দায়ী (মুবাল্লিগ) যেন, বীরত্বের অধিকারী হন, আল্লাহর পথে কোন সমালোচকের সমালোচনাকে ভয় না করে এবং সেই পথে যত রকমের কষ্ট হোক না কেন তার উপর ধৈর্য্য ধারণ করে থাকে।

অন্যায় কাজের প্রকারভেদ

মসজিদের (ভিতরে) অন্যায় কাজ সমূহ ঃ

১. মসজিদকে অধিক অলঙ্কৃত করা ও বিভিন্ন রঙ দিয়ে সাজানো, অতিরিক্ত মিনার তৈরী করা এবং নামায আদায় কারীর সামনে নানা রকমের খোদাইকৃত পাথর দাড় করানো,। কেননা, তাতে নামাযীর একাগ্রতায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। আর বিশেষতঃ সেসব খোদাইকৃত অক্ষর লটকানো যাতে এমন ধরণের কবিতা সমূহ লিখিত থাকে যাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট ফরিয়াদ করা হয়েছে, নামায আদায়কারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা,সে বসে থাকা ব্যক্তিদের কাঁধের উপর দিয়ে ডিঙিয়ে পারাপার হওয়া। আর, উচ্চঃস্বরে দু'আ করা, কুরআন পড়া, কথা-বার্তা বলা অথবা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি দরূদ পাঠ করা যাতে অন্য নামাযীদের একাগ্রতা নষ্ট করে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ সমস্ত কাজ চুপি চুপি পড়া প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেন ঃ

"لايجهر بعضكم على بعض في القرآن"

(صحيح ،رواه أبوداؤد)

তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন অপরের কুরআন পাঠের উপর উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত না করে। (সহীহ আবু-দাউদ)

মসজিদে থুথু ফেলা ও উচ্চস্বরে কাশা, অনেক বক্তা ও খতীবগণের যয়ীফ ও মাওযু হাদীস তার অবস্থা স্পষ্ট না করে বর্ণনা করা, অথচ এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস যথেষ্ট পরিমানে রয়েছে যা বর্ণনা করা যথেষ্ট, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট মিনারে চড়ে আযানের পূর্বে সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা এবং জলসা ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে কবিতা পড়ার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, কোন কোন নামাযীর মুখ থেকে ধুমপানের দুর্গন্ধ আসা, এমন ময়লাযুক্ত ও অপরিষ্কার কাপড়ে নমায পড়া যা থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকে, উচ্চস্বরে চিৎকার করা, যিকিরের সময় নাচ করা ও তালি বাজান,মসজিদের

ভিতরে কেনা বেচা করা, হারানো বস্তুর সন্ধান করা এবং জমাতে নামায আদায় করার সময় কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা না মিলানো।

২. রাস্তা-ঘাটের অন্যায় কার্য সমূহঃ

মহিলাদের মুখমন্ডল উন্মুক্ত করে বেহায়া-বেপর্দা হয়ে রাস্তায় বের হওয়া, অথবা তাদের উচ্চঃস্বরে কথা বলা ও অট্টহাসি হাসা, কোন পুরুষ কোন মহি-লার হাতে হাত দিয়ে নির্লজ্জভাবে রাস্তায় কথা-বার্তা বলা। লটারীর টিকেট কেনা-বেচা করা, দোকানে মাদকদ্রব্য বিক্রয় করা, নারী ও পুরুষদের এমন নগ্ন ছবি কেনা বেচা করা যা চরিত্রকে ধ্বংস করে। রাস্তায় ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করা, যুবকদের অনেকে যুবতীদের উপর কুদৃষ্টিতে দেখার জন্য রাস্তায় পথে দাঁড়িয়ে থাকা এবং মহিলা ও পুরুষরা একসাথে পথে - ঘাটে,বাজারে ও কারে - বাসে মিলেমিশে ভ্রমণ করা।

৩. বাজারের অন্যায় কার্য সমূহঃ

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের শপথ করা , যেমন , সম্মান, দায়ীত্ব, মাতা-পিতা ও ছেলে-মেয়ে ইত্যাদির, প্রতারণা দেয়া, বিক্রেতা ও ক্রেতার মিথ্যা কথা বলা, পথে আসন বিছিয়ে বসা, সত্যকে অস্বীকার করা, গালিগালাজ করা, মাপের পরিমানে কম করা, এবং উচ্চঃস্বরে কাউকে ডাক দেয়া।

৪. সমাজের সাধারণ অন্যায় কার্য সমূহঃ

জঘন্য ধরনের গান ও বাজনা শোনা, পুরুষরা অপর মহিলাদের সাথে অবাধে মেলা-মেশা করা অথচ উভয়ের মধ্যে বিবাহ জায়েয, যদিও আত্মীয়তার মধ্যে হোক না কেন, যেমনকি চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই, স্বামীর ভাই বা এধরনের অন্য কেউ। আর কোন প্রাণীর ছবি বা পুতুল দেয়ালে ঝুলানো,অথবা তা টেবিলে সাজানো, যদিও সে ছবি নিজের বা নিজ পিতার হোক না কেন, পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও বাড়ীর আসবাব পত্রে অপচয় করা এবং এসবের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন জিনিসকে অপরিষ্কার জায়গায় নিক্ষেপ করা, বরং এক্ষেত্রে তা দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া উচিৎ যেন তারা তদ্দ্বারা উপকৃত হতে পারে। ধুমপান করা ও তা দ্বারা আপ্যায়ন করা, কারণ তাতে দৈহিক ও আর্থিক ক্ষতির সাথে সাথে পাশে বসে থাকা ব্যক্তিকে ও কষ্ট দেয়া হয়। নরদ (জুয়া খেলা) (Trick _ Track, back _

gammon) বা অন্য কোন খেলা করা, মাতা-পিতার বিরুদ্ধাচরণ করা, জঘন্য পত্র-পত্রিকা পড়া, শিশুদের গলায় বা ঘরের দরজায় অথবা গাড়িতে তাবীয বা কবচ নীলকাঠি বা এধরনের কোন কিছু ঝুলানো, আর এ আকীদা ও বিশ্বাস রাখা যে এগুলোর দ্বারা তারা সব রকম কুদৃষ্টি ও বিপদাপদ হতে নিরাপদে থাকবে। সাহাবাদের ব্যাপারে রহস্য-বিদ্রূপ করা কুফরীর অন্তর্গত। যেমনঃ নামায, পর্দা, দাঁড়ী ইত্যাদি যা ইসলামের অন্তর্গত তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা।

বাজারে প্রবেশের দু'আ

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন ঃ

যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করল অতঃপর এই দ'আ বলল ঃ

"لا إله إلاالله وحده لاشريك له . له الملك وله الحمد يحيى ويميت .، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو علي كل شيئ قدير،،

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি একক, যার কোন অংশীদার নেই তাঁরই সমস্ত রাজত্ব ও তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা . তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দেন, তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কখনো মৃত্যু হবেনা। তাঁরই হাতে রয়েছে সমস্ত রকমের মঙ্গল, তিনি সর্ব শক্তিমান।

আল্লাহ তার হাজার হাজার নেকী লিখবেন,হাজার হাজার গুনাহ মার্জনা করবেন; হাজার হাজার গুণ দরজা (মর্যাদার স্তর) বৃদ্ধি করবেন এবং জান্নাতে তার জন্য ঘর তৈরী করবেন (মুসনাদ আহমদ)

আল্লামা আলবানী এই হাদীসকে হাসান বলেন। *

আল্লাহর পথে জিহাদ করা ঃ

জিহাদ (ইসলামী লড়াই) প্রতিটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব, আর তা ধন সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমেও হয়, ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেও হয় এবং ভাষা ও লেখনীর মাধ্যমেও জিহাদ হয়ে থাকে। আর তা ইসলামের

* উক্ত হাদীসটি তিরমিযীতেও বর্ণিত হয়েছে। - অনুবাদক

দাওয়াত দিয়ে ও তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তার প্রতি বাদ করে।

জিহাদ কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে,

১. ফরযে আইনঃ (প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয) আর এটা সেই সময় যখন শত্রুরা কোন মুসলিম দেশ আক্রমন করে, যেমন ইহুদীরা বর্তমানে ফিলিস্তিন দখল করে রয়েছে। তাই সকল মুসলমান যাদের লড়াই করার সামর্থ রয়েছে, তারা সে যাবৎ গোনাহ্গার থাকবে যতক্ষণ তারা নিজ জান ও মাল দ্বারা লড়াই করে ইহুদীদের সে দেশ থেকে বহিষ্কার না করবে।

২. ফরয কিফায়াহ ঃ যদি কিছু সংখ্যক মুসলিম এই দায়ীত্ব পালন করে, তবে ইহা সবার তরফ থেকে যথেষ্ট। আর সেই জিহাদ হচ্ছে নিখিল বিশ্বের যে কোন দেশে ইসলামের দাওয়াতকে পৌঁছে দেয়া, যেন সেখানে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয় । অতঃপর যদি তারা ইসলামের আনুগত্য করে, তাহলে ভালই। আর যদি কেউ ইসলামী দাওয়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই চলতে থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহর কালেমা সারা বিশ্বে সর্বোচ্চ না হয়ে যায় । আর এই জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। যখন মুসলিম জাতি কৃষিকাজে, ব্যবসা বাণিজ্যে ও পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধিতে নিমগ্ন হবে এবং জিহাদকে পরিত্যাগ করবে তখন তারা লাঞ্চিত ও পদদলিত হবে এবং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এঁর এই উক্তির বাস্তবায়ন হবে ঃ

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.
(صحيح - رواه أحمد)

'যখন তোমরা ধার-বাকিতে লেন-দেন ও কেনা-বেচা আরম্ভ করবে, ও গরুর লেজ ধরে হাল লাঙ্গল দিয়ে কৃষি কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা ত্যাগ করবে, তখন মহান আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের উপর এমন লাঞ্চনা চাপিয়ে দেবেন যে তা তোমাদের উপর থেকে দূরীভুত হবেনা যতক্ষন না তোমরা স্বীয় দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।' (সহীহ হাদীস , মুসনাদ'আহমদ)

৩. মুসলিম নেতাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঃ

আর এই জিহাদ হবে মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও তাদের সহযোগিদের প্রতি নসীহত (উপদেশ ও কল্যাণ কামনার) আকারে । কারণ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন]ঃ

الدين النصيحة ، قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم .

(رواه مسلم .)

'দ্বীন ইসলাম হচ্ছে সৎ উপদেশ ও কল্যাণ কামনার নাম। সাহাবাগণ বলেনঃ তখন আমরা জিজ্ঞেস করলাম তা কার জন্য করা হবে হে আল্লাহর রসূল ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর জন্য তাঁর কিতাবের জন্য ও তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দের ও জনসাধারণের জন্য ।' – (মুসলিম)

তিনি সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আরো বলেন ঃ

" أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطانٍ جائرٍ"

(حسن ، رواه أبو داؤد والترمذي)

'যালেম বাদশাহের সামনে ন্যায় সঙ্গত কথা বলা হচ্ছে সর্বোত্তম জিহাদ।'

(হাদীস, হাসান – আবু দাউদ ও তিরমিযী)

যে সমস্ত যালেম নেতা যারা আমাদের জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলে থাকে তাদের যুলুম থেকে নিষ্কৃতির পথ হচ্ছে ঃ মুস-লিমদের আল্লাহর দিকে প্রত্যার্তন করা ও তাওবা করা, তাদের আকীদার বিশুদ্ধিকরণ এবং সঠিক ও নির্ভেজাল ইসলামের উপর তাদেরকে ও তাদের পরিবার – পরিজনদেরকে তরবিয়ত ও প্রশিক্ষন দেয়া। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

(الرعد ـ ١١)

'প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির লোকেরা নিজেদেরগুনাবলীর পরিবর্তন না করে।'
(রা'আদ – ১১)

তাই বর্তমান যুগের কোন একজন দায়ী (সংস্কারক) এদিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলেন ঃ প্রথমে তোমাদের অন্তরে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কর তাহলে আপনা-আপনি তোমাদের দেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

কাজেই কোন ঘর নির্মানের জন্য প্রথমে তার ভিত্তি মযবুত করে নেয়া আবশ্যক, আর তা হচ্ছে আমাদের সমাজের সংস্কার।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم . وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لايشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون- (النو-٥٥)

' তোমাদের মধ্য হতে সেসব লোকের সাথে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে তেমনিভাবে পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন যেমনভাবে তাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের বানিয়েছিলেন, তাদের জন্য তাদের এই দ্বীনকে মযবুত ভিত্তির উপর দাড় করে দিবেন যা আল্লাহ্ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তামূলক অবস্থায় পরিবর্তন করে দিবেন। তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবেনা। অতঃপর যারা কুফুরী করবে, তারাই আসলে ফাসেক লোক।' (নূর-৫৫)

৪. কাফের, কমিউনিষ্ট ও সমাজবাদী এবং বিদ্রোহী ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ঃ আর ইহা যথাসাধ্য জান, মাল ও কথা দ্বারা হবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم - (صحيح - رواه أحمد)

' বহুত্ববাদীদের (মুশরেকদের) বিরুদ্ধে জান, মাল ও কথা দ্বারা সংগ্রাম কর।' – (সহীহ– মুসনাদ আহমদ)

৫. ফাসেক, নাফরমান ও পাপীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঃ

আর ইহা হাতের দ্বারা বাক্যের দ্বারা অথবা অন্তর থেকে ঘৃণার মাধ্যমে ও হতে পারে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان - (رواه مسلم)

'তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি অন্যায় কাজ পরিলক্ষিত করে, তাহলে উহা হাত দ্বারা মিটিয়ে দেবে, যদি উহা সম্ভব না হয় তবে কথা দ্বারা বাধা দেবে, আর যদি তাও অসম্ভব হয় তাহলে অন্তর থেকে ঘৃণা করে তার প্রতিবাদ করবে, আর এটাই হচ্ছে নিম্ন স্তরের ঈমান।' – (মুসলিম)

৬. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ ঃ

আর এটা হবে তার (শয়তানের) বিরুদ্ধাচারণ করে ও তার কুমন্ত্রণার অনুসরণ না করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إن الشيطان لكم عدوّ ، فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير - (الفاطر-٦)

' আসলে শয়তান তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা ও তাকে নিজেদের দুশমন মনে কর। সেতো তার অনুসারীদের নিজের পথে ডাক দিচ্ছে এইজন্য যেন তারা নরকবাসীদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। – (ফাতির – ৬)

৭. নিজ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা ঃ

এর এটা হবে তার বিরুদ্ধাচরণ করেও তাকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং গোনাহের কার্যাবলী থেকে বিরত থেকে।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মিশরের 'আযীযের (মিসরের বাদশাহ্) স্ত্রীর যিনি ইউসুফ (আঃ) কে ফাসাবার চেষ্টা করেছিলেন তার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربي، إن ربي غفور رحيم - (يوسف - ٣٥)

'আমি নিজের নির্দোষিতার কথা কিছুই বলতেছিনা, নফস তো অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করেই। অবশ্য কারো উপর আমার রবের রহমত যদি হয়, তাহলে অন্য কথা। আমার রব নিঃসন্দেহে বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।'

-(ইউসুফ-৫৩)

জনৈক আরব কবি বলেন ঃ

وخالف النفس والشيطان واعصهما
وإن هما محضاك النصح فاتهم

নফস্ ও শয়তানের বিরোধিতা ও অবাধ্যতা অবলম্বন কর। আর যদিও তোমার আন্তরিকতার সাথে মঙ্গল কামনা করে, তবুও তাকে মিথ্যা মনে করবে।

হে আল্লাহ্ আমদের বাস্তবিক মুজাহিদ হওয়ারও একনিষ্ঠতার সাথে (সৎ)আমলের তাওফীক দান করুন। - (আমীন)

আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের কতিপয় কারণ

আমীরুল মু'মেনীন হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পারস্য দেশ বিজয় করা উদ্দেশ্যে হযরত সা'দ বিন আবি অক্কাস এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ

করলেন এবং তাঁকে একটি উপদেশ নামা লিখে পাঠালেন, তা নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহর ভীতি ঃ

আল্লাহর প্রশংসার পরে তোমাকে ও তোমার সাথে যে সমস্ত সৈন্য সামন্ত রয়েছে তাদেরকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ভয়ভীতি ও তাকওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি, কেননা তাকওয়া (আল্লাহর ভীতি) হচ্ছে শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বোত্তম সাজ সরঞ্জাম এবং যুদ্ধ অবস্থায় বড় শক্তিশালী অস্ত্র।

২. পাপ কার্যাবলী বর্জন করা ঃ

আর তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদের নির্দেশ দিচ্ছি, যেন তোমরা তোমাদের দুশমন অপেক্ষা ও অধিক গোনাহ্ হতে ভয় করবে, কারণ সৈন্যের পাপ সমূহ তাদের শত্রুদের অপেক্ষা বেশী ভয়ের কারণ। মুসলিমদের জন্য গায়েবী (অদৃশ্য) সাহায্য আসে তাঁদের দুশমনদের গোনহ্রে কারণে, সুতরাং যদি তোমাদের মাঝে সেই গোনাহ্ বিদ্যমান থাকে তবে সমস্ত শক্তি চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ আমাদের সংখ্যা তাদের সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। এবং আমাদের যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও তাঁদের মত নয়। অতএব যদি আমাদের গোনাহ্ তাদের সমপরিমাণ হয়ে পড়ে, তবে তারা তো শক্তিতে আমদের উপর প্রাধান্য পাবে। আর যদি আমরা নিজ বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাদের উপর শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতে না পারি তাহলে কখনো আমরা শক্তি দ্বারা তাদের উপর বিজয়ী হতে পারব না। আর মনে রেখো ! তোমদের সাথে সদা সর্বদা আল্লাহর তরফ থেকে এমন পরিদর্শক (ফেরেশতা) নিযুক্ত রয়েছেন, যাঁরা তোমাদের কৃতকার্য সম্পর্কে অবহিত। সুতরাং তাঁদের হতে লজ্জা কর এবং তোমরা আল্লাহর পথে থাকা অবস্থায় কখনও তাঁর নাফরমানী করো না। আর, তোমরা একথা মনে ভেবো না যে, আমাদের শত্রুরা পাপী ও অসৎ প্রকৃতির। অতএব আমরা অন্যায় করলে ও তারা আমাদের উপর জয়ী হবে না। কারণ, অনেক সম্প্রদায়কে এমন দেখা গেছে যে, তাদের উপর তাদের অপেক্ষা বদ ও অসৎ প্রকৃতির লোকদেরকেও জয়ী করা হয়েছে যেমন, বনী ইসরাঈলদের (ইহুদী) উপর অগ্নীপূজক কাফেরদেরকে জয়ী করা হয়েছিল। আর, এটা সেই সময় ঘটেছিল যখন বনী ইসরাঈলরা গোনাহ্তে নিমজ্জিত হয়েছিল। ঠিক তেমনি বর্তমানে আরব মুসলিমদের উপর ইহুদীদের আগ্রাসনকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩. একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ঃ

এমনি ভাবে নিজ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে যেমনভাবে তোমাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে সাহয্য প্রার্থনা করে থাক। আর আমিও নিজের এবং তোমাদের সকলের জন্য এটাই কামনা করি।

–(আল্–বিদায়া অন্– নিহায়া, ইবনে কাসীরের)

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ধর্মীয় অসীয়ত
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين ، وله شئ يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه،قال ابن عمر : ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي . -(رواه الشيخان)

' যে মুসলমানের নিকট অসীয়তের উপযোগী অর্থ–সম্পদ রয়েছে, অসীয়তনামা তার নিকট লেখা অবস্থায় থাকা ব্যতীত তার জন্য দু' রাত যাপন করা জায়েয নয়। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথা বলার পর এক রাত ও অতিবাহিত হয়নি তার পূর্বেই আমি নিজ অসিয়তনামা লিখিত রেখেছি। – (বুখারী ও মুসলিম)

১. আপনি এইভাবে অসিয়তনাম লিখতে পারেন ঃ

আমি এতটাকা (.......) এর অসীয়ত করছি, যা নিকট আত্মীয়, দরিদ্র প্রতিবেশীর সহযোগিতায় এবং ইসলামী বইপুস্তক ক্রয় করার জন্য ব্যয় করা হবে (কিন্তু এটা এক তৃতীয়াংশের উর্ধে হবে না এবং ওয়ারিসিন (উত্তরাধিকারীদের) জন্য হবে না ।)

২. আমি যখন মৃত্যু শয্যায় পড়ব, তখন যেন সৎ ব্যক্তিগণ আমার নিকট এসে আল্লাহ সম্বন্ধে ভাল ধারণা করতে স্মরণ করিয়ে দেয়।

৩. আমাকে যেন মরণের পূর্ব মুহূর্তে কলেমা তাওহীদের তলকীন (স্মরণ) করিয়ে দেয়া হয়, মরার পর নয়। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله "

তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কলেমা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহর তলকীন কর। –(মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة .

(حسن، رواه الحاكم)

'যার জীবনে শেষ কথা হবে কলেমা 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।' – (হাদীস হাসান– হাকিম)

৪. আমার মৃত্যুর পর উপস্থিত ব্যক্তিরা আমার জন্য এই ধরনের দু'আ করবে ঃ

" اللّهم اغفرله ، وارفع درجته وارحمه "

'হে আল্লাহ ! তাকে ক্ষমা কর, তার মর্যাদা উচুঁ কর এবং তার প্রতি রহম কর .....।

৫. কতিপয় ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর সংবাদ আত্মীয়দের পৌছানোর জন্য পাঠানো, যদিও তা টেলিফোন দ্বারা হয় এবং নামাযীদের মৃত্যুর সংবাদ দেয়ার জন্য ইমামকে বল, যেন তারা সবাই মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

৬. অতিশীঘ্র ঋন পরিশোধ কর। কারণ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

" نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه "

'মুমিনের আত্মা তার ঋনের সাথে আবদ্ধ থাকে যতক্ষণ উহা পরিশোধ করা না হয় ।' –(সহীহ হাদীস– মুসনাদ আহমদ)

তাই জ্ঞানী মুসলিম ব্যক্তির প্রতি তার জীবদ্দশাতেই ঋণ পরিশোধ করে

দেয়া উচিৎ। পরে যেন এমনটা না হয় যে তাঁর উত্তরাধিকারীরা এটা পরিশোধ করতে অস্বীকার করে।

৭. জানাযা চলাকালীন সময় চুপ করে থাকবেন, জানাযাতে নামাযীর সংখ্যা অধিক করার চেষ্টা করবেন এবং মৃত ব্যক্তির জন্য একনিষ্টতার সাথে দু'আ করবেন।

৮. দফন করার পর তার জন্য ক্ষমার দু'আ করবেন। যখন মাইয়েতের দফন কাজ সম্পন্ন হত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে দাড়াতেন এবং বলতেন ঃ

" استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسئل " (صحيح ، رواه الحاكم)

'তোমরা নিজ ভাই-এর ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য দৃঢ়তা কামনা কর, কারণ তাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

-(সহীহ হাদীস-হাকীম)

৯. নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হতে এই প্রমাণিত পদ্ধতি অনুযায়ী বিপদ ও মুসীবতের সম্মুখীন ব্যক্তিকে তা'যিয়াত (শান্তনাবাণী) দেয়া ঃ

إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيئ عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب . (رواه البخارى)

'আল্লাহ যা কিছু নিয়ে নিয়েছেন তা তাঁরই অধিকার, আর যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তাও তাঁরই অধিকার, আর তাঁর নিকট প্রতিটি বস্তুর সময় নির্ধারিত রয়েছে, সুতরাং ধৈর্য্যধারণ করুন এবং আল্লাহর নিকট নেকীর আশা রাখুন ।'
-(আল-বুখারী))

ইসলামী বিধানে তা'যিয়াতের (শান্তনা দেয়া) জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় বা স্থান নেই। আর বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি এই দু'আ পড়বে '

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللّهم أجرني في

مـصـيـبـتي واخلف لي خيـرًا منها . (رواه مسلم)

'বস্তুত ঃ আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহরই নিকট আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, হে আল্লাহ্ আমর এই বিপদে আমাকে নেকী দান কর, এবং এর উত্তম বিকল্পের ব্যবস্থা কর।' (ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন) আর মৃতব্যক্তির আত্মীয় স্বজনদের ধৈর্য্য ধারণ করা ও আল্লাহর নির্দ্ধারিত ভাগ্যের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা আবশ্যক।

১০.মৃতব্যক্তির আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী ও বন্ধু - বান্ধবদের তার পরিবার পরিজনদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার সুব্যবস্থা করা উচিৎ।

কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন ঃ

"اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم "

(حسن ، رواه أبوداؤد والترمذي)

তোমরা জা'ফরের পরিবারবর্গের জন্য খাদ্যের সুব্যবস্থা কর, কারণ তাদের উপর এমন এক মর্মান্তিক বিপদ এসে পড়েছে যা তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। (হাদীস হাসান , আবু - দাউদ, তিরমিযী)

(ইসলামী) শরীয়াত বিরোধী কতিপয় কাজ ঃ

১. ওয়ারিসিনদের মধ্যেকার কোন একজনকে বিশেষভাবে কিছু সম্পদ দেয়া । কারণ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন ঃ

" لاوصية لوارث"

'ওয়ারিসিনদের জন্য অসীয়ত জায়েয নয়। '(দারকুতনী, আলবানী এই হাদীসকে সহীহ বলেন)

২. মৃতব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে ও তার নামধরে কাঁদা, গন্ডদেশে চপেটাঘাত করে কাঁদা, কাপড় ছিঁড়ে এবং কালো কাপড় পরিধান করে শোক প্রকাশ করা। কারণ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন ঃ

"الميت يعذب في قبره بما نيح عليه "

'মৃত ব্যক্তির জন্য নামোচ্চারণ করে উচ্চঃস্বরে কাঁদার কারণে তাকে কবরে আযাব হয়ে থাকে, মৃত ব্যক্তি যদি এরূপ অসীয়ত করে থাকে তাহলে ।'

৩. মাইক ও বিজ্ঞাপন দ্বারা মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করা অথবা তাকে মালা ও মুকুট পরানো, কারণ এই সমস্ত কাজ হচ্ছে বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত, মাল –ধনের অপচয়করন এবং অমুসলিমদের অনুসরন । সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ

"من تشبه بقوم فهو منهم"

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে বা বেশ ধারণ করবে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। (সহীহ হাদীস, আবু – দাউদ)

৪. মৃতব্যক্তির বাড়িতে আলেমদের কুরআন তিলাওয়াতের জন্য উপস্থিত হওয়া । কারণ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন ঃ

اقـرؤا القـرآن واعـملوابـه ، ولا تأكلوابـه ، ولا تستكثروا بـه . (صحيح، رواه أحمد)

'কুরআন পাঠ কর ও তার উপর আমল কর, অপরের মাল – ধন খাওয়ার জন্য অথবা পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করনা।(সহীহ ,মুসনাদে আহমদ) এভাবে ভাড়ায় কুরআন পড়ে তার বিনিময়ে কিছু নেয়া ও দেয়া হারাম। তবে হ্যাঁ, যদি আমরা কিছু পয়সা দরিদ্রদের দান করি তাহলে তার নেকী মৃতব্যক্তিকে পৌছবে এবং তদ্বারা সে উপকৃত হবে ।

৫. মৃতব্যক্তির বাড়িতে বা মসজিদে অথবা অন্য কোন জায়গায় তা' যিয়াতের (সান্তনা দেয়ার) জন্য এবং নিমন্ত্রন খাওয়ার জন্য সমবেত হওয়া ঠিক নয়, কারণ সাহাবী জরীর (রাঃ) বলেন ঃ আমরা মৃত ব্যক্তির বাড়িতে দাফনের পর সমবেত হওয়া এবং দাওয়াত ও নিমন্ত্রন করে খাওয়া–দাওয়ার ব্যবস্থাপনাকে নিয়াহার অন্তর্গত মনে করতাম। (আর নিয়াহার হচ্ছে হারাম) –(সহীহ মুসনদ আহমদ)

ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম নভবী তাঁর কিতাব " আল আযকারের" তা' যীয়ার অধ্যায়ে (মৃতব্যক্তির বাড়িতে তার দফনের পর) সমবেত হওয়াকে

স্পষ্টভাবে অবৈধ বলেন। কারণ, নিমন্ত্রন সুখের সময় হয়ে থাকে, শোকের সময় নয় ।

হানাফী মযহাবের কিতাব ফাতাওয়া বায্যাযীয়া বলা হয়েছে ঃ মাইয়্যেতের পরিবারদের তরফ হতে প্রথম, দ্বিতীয় এবং সাতদিন পরে দাওয়াত ও ভোজ করা অথবা হজ্জের সময় কালে কবরের নিকট খাদ্য–দ্রব্য নিয়ে যাওয়া বা কুরআন খানির জন্য কারী ও মোল্লাদের যিয়ারত করা কিংবা সৎ ব্যক্তিদের, হাফেয ও মৌলভীদের কুরআন খতমের জন্য সমবেত করা, এসব কিছু নাজায়েয।

৬. কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াত করা, মৃত ব্যক্তির জন্ম দিবস পালন করা এবং যিকির করা সব কিছু নাজায়েয, কারণ এসব কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ করেন নি।

৭. কবরের উপর বড় আকারের পাথর রাখা, পাথর বা অন্য কিছু বিছিয়ে পাকা করা কবর পাকা করে রং করা এবং তার উপর খোদাই করা সব কিছুই হারাম।

হাদীসে রয়েছে ঃ

" نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه " (رواه مسلم)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর রং করতে এবং তার উপর ঘর নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন । –(মুসলিম)

অপর একটি বার্ণনায় রয়েছে ঃ

" نهى أن يكتب على القبر شيئ "

'তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর কোন কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন।' –(তিরমিযী–হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন)

তবে হ্যাঁ, কবর সনাক্ত করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ করতঃ কবরের উপর পাথর রাখা যেতে পারে। তিনি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান বিন মাযউনের মাথার নিকট একটি পাথর রেখে বলেন ঃ ইহা দ্বারা আমার ভাইয়ের কবরকে চিনবো এবং আমার পরিবারের কেউ মারা গেলে তাকে তার পাশে দাফন করব।

– (আবু দাউদ – সনদ হাসান

১। সাক্ষি ২। সাক্ষি ৩। অসিয়ত বাস্তবায়ন কারীর নাম
৪। অসীয়ত কারীর নাম (মৃত ব্যক্তি)
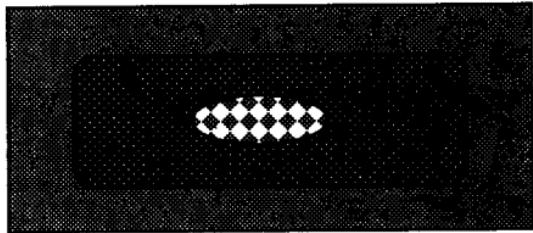
দাড়ি বাড়ানো ওয়াজেব

মহান আল্লাহ্ শয়তান সম্বন্ধে বলেন ঃ

" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " (النساء- ١١٩)

(শয়তান বলল ঃ) আমি নিশ্চই তাদের আদেশে করব তারা আমার আদেশ আল্লাহর সৃষ্টির রদবদল করে ছাড়বে। - (নিসা-১১৯)

আর দাড়ি মুন্ডন করা আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি ঘটান, এক শয়তানের আনুগত্যের অন্তর্ভূক্ত।

২. মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

" وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " - (الحشر - ٧)

' রাসূল যা কিছু তোমাদের প্রদান করেন, তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যে জিনিষ হতে বিরত রাখেন, তা হতে তোমরা বিরত হয়ে যাও।" -(হাশর-৭)

আর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি বাড়াবার আদেশ দিয়েছেন এবং মুন্ডন করতে নিষেধ করেছেন।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

جزوا الشوارب وأرخو اللحى خالفوا المجوس . (رواه مسلم)

গোঁফ কাট, দাড়ি বাড়াও এবং মজুসদের (অগ্নিপূজকদের) বিরোধীতা কর।

৪. তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

عشر من الفطرة ، قص الشارب، وإعفاء اللحية ، والسواك . واستنشاق الماء، وقص الأظافر .. .. (رواه مسلم)

'দশটি বস্তু মানুষের ফিতরাতের (প্রকৃতির) অন্তর্গত মোচ কাটা, দাড়ি বাড়ানো, দাঁতন করা, নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা এবং নখ কাটা ...' – (মুসলিম)

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء . (رواه البخاري)

৫. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন পুরুষদের উপর লানত (অভিশাপ) করেন যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে।' – (বুখারী)

(দাড়ি মুন্ডন করা মহিলাদের বেশ ধারণ করার অন্তর্গত এবং আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ।)

৬. তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ

" لكنى أمرني ربي عز وجل أن أعفي لحيتي وأن أقص شاربي "

'কিন্তু আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ করেন, যেন আমি দাড়ি বড় করি এবং গোঁফ কাটি ।' (হাসান ইবনে জরীর)

(সুতরাং দাড়ি বাড়ানো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ।অতএব, এটা ওয়াজেব। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ সর্বদা দাড়ির সুরক্ষা করেছেন এবং বহু হাদীসে এটা মুন্ডন করতে নিষেধ করা হয়েছে।)

৭.দুই গালের উপরের লোম কামানো বা তুলে ফেলা নাজায়েজ। কারণ, দুই গালের লোম দাড়ির অন্তর্গত, যেমন কামুসে (অভিধানে) বলা হয়েছে।

৮. আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছেন দাড়ি টনসিলদ্বয়কে সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করে এবং তা মুন্ডন করা চামড়ার পক্ষে ক্ষতিকর।

৯. দাড়ি পুরুষদের জন্য আল্লাহ অলঙ্কার স্বরূপ সৃষ্টি করেন। অনুরূপ কতিপয় পক্ষীরও দাড়ি (লোম) রয়েছে, যেমন, মোরগ, এর দ্বারা যেন স্ত্রী জাতি থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে। তাই জনৈক ব্যক্তি বাসর রাতে নিজ স্ত্রীর নিকট দাড়ি

মুন্ডন করে প্রবেশ করে। সেই স্ত্রী কিন্তু পূর্বে তার দাড়ি দেখেছিল, মেয়েটি তাকে দেখতেই মুখ ফিরিয়ে নিল, এই আকৃতি তার পছন্দ লাগল না। মেয়েরা কোন এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করল তুমি দাড়িওয়ালা স্বামী কেন মনোনীত করলে ? প্রতি উত্তরে বলল ঃ আমি পুরুষ মানুষকে বিয়ে করেছি, কোন মহিলাকে নয়।

১০. দাড়ি মুন্ডন করা অন্যায় ও অপছন্দনীয় কাজের অন্তর্গত। এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان - (رواه مسلم)

৯. তোমাদের কেউ অন্যায় ও খারাপ কাজ দেখলে তা হাত দ্বারা মেটাবে, যদি এটা সম্ভব না হয় তবে কথা দ্বারা বাধা দেবে, যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর থেকে ঘৃণা করে তার প্রতিবাদ করবে, আর এটা হচ্ছে নিম্ন স্তরের ঈমান। – (মুসলিম)

১১. আমি একজন দাড়ি মুন্ডনকারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসেন ? তিনি বললেন হ্যাঁ, আমি অত্যন্ত ভালবাসি। আমি তাকে বললাম ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'দাড়ি বাড়াও', অতএব যে ব্যক্তি তাঁকে ভালবাসে সে তাঁর আনুগত্য করবে না বিরোধিতা করবে ? তিনি বললেন ঃ আনুগত্য করবে। অতঃপর তিনি দাড়ি রাখার অঙ্গীকার করলেন।

১২. যদি আপনার স্ত্রী দাড়ি রাখার ব্যাপারে আপনার বিরোধিতা করে তবে তাকে বলুন ঃ আমি একজন মুসলমান পুরুষ, আমি আমার প্রভুর অবাধ্যতা করতে ভয় করি। অতঃপর তাকে কোন কিছু হাদীয়া ও উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করে দিন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসটি স্মরণ করিয়ে দিন ঃ

" لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (رواه ، أحمد)

'স্রষ্টার নাফরমানী ও অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।' – (সহীহ্ আহমদ)

গান-বাজনা সম্বন্ধে ইসলামী বিধান

১. মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً . (لقمان-٦)

' লোকদের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে মন ভুলানো কথা খরিদ করে আনে,যেন লোকদেরকে সঠিক জ্ঞান ব্যতিরেকেই আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে এবং এই পথটিকেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে পারে।' -(সূরা লুকমান-৬)

অধিকাংশ তাফসীরকারগণ উপরোক্ত আয়াতে যে (লাহওয়ান হাদীস) শব্দটি এসছে তার অর্থ গান-বাজনা বলেছেন।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ ইহার অর্থ গান-বাজনা। হাসান বসরী বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াত গান-বাজনার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

২. মহান আল্লাহ শয়তানকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

واستفزز من استطعت منهم بصوتك (الإسراء-٦٤)

' তুই যাকে যাকে নিজের কথা দ্বারা ভুলাতে পারিস ভুলিয়ে নে।' (আর শয়তানের কথার অর্থ হচ্ছে গান ও বাজনা।)

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف .

আমার উম্মাতে কিছু লোক এমন হবে যারা ব্যভিচার, রেশমের কাপড়, মদ এবং গান-বাজনা হালাল মনে করবে। (হাদীস সহীহ্ বুখারী তা'লীক বর্ণনা করেন ও আবু দাউদ)

উপরোক্ত হাদীসের অর্থ এই যে, মুসলিমদের মধ্যে কতক লোক এমন পাওয়া যাবে যারা ব্যভিচার, খাটি রেশম পরিধান, (পুরুষদের জন্য) মদ্যপান এবং গান–বাজনা হালাল মনে করবে, অথচ এ সমস্ত হারাম।

" মা'আযেফের " অর্থ সেই সব বস্তু যা গান ও বাজনায় ব্যবহার করা হয়, যেমন ঃ সারঙ্গী কঙ্গ (Lute reed pipe), তলা, ডুগডুগী (Pestle), ঢুলকি, দুফ (Side, timbrel, tambour) ইত্যাদি। এমনকি ঘন্টা ও তার মধ্যে শামিল। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"الجرس مزامير الشيطان " (رواه مسلم)

'ঘন্টা বাজনো হচ্ছে শয়তানের স্বরের মধ্যেকার একটি স্বর(কন্ঠ ধ্বনি)।'

(মুসলিম)

উক্ত হাদীসটি ঘন্টার অবৈধ্যতা প্রমাণ করে। অজ্ঞতার যুগে লোকেরা এটা পশুর গলায় ঝুলিয়ে দিত, কারণ এটা সেই বাঁশির সদৃশ, যা খৃষ্টানরা তাদের গীর্জায় বাজিয়ে থাকে। ঘন্টার পরিবর্তে বুলবুলের শব্দ ওয়ালা ঘন্টা দ্বারা কাজ নেয়া যথেষ্ট হতে পারে।

৪. ইমাম শাফেয়ী হতে কিতাবুল কাযায় উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ গান হচ্ছে একটি ঘৃণিত কাজ, যা বাতেলের সামঞ্জস্য। যে ব্যক্তি তার অভ্যস্ত হবে সে হচ্ছে আহমক যার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে দেয়া হবে।

গান-বাজনা ও মিউজিকের ক্ষতিকর অপকারিতা

ইসলাম কোন বস্তুকে ক্ষতিকর ব্যতীত হারাম করেনি। ঠিক তেমনি গান-বাজনা ও মিউজিকে (সঙ্গীত) অনেক ক্ষতি নিহিত রয়েছে, যা শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া আলোচনা করেন ঃ

১. গান-বাজনা আত্মার জন্য মাদক দ্রব্য স্বরূপ, মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে যে সব জঘন্য কাজ করে থাকে, তদোপেক্ষা জঘন্য কাজ এর দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। কাজেই, যখন সুন্দর সুরের সুললিত কণ্ঠাগত মন মাতানো ধ্বনি মনকে মুগ্ধ করে দেয়, তখন সহজেই শিরক তাদেরকে প্রভাবিত করে দেয় এবং অন্যায় ও অশ্লীলতায় নেমে পড়ে। অতঃপর তারা শিরক করে, আল্লাহর হারামকৃত আত্মাকে হত্যা করে এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, আর উক্ত তিনটি গুনাবলী গান-বাজনা, মিউজিক (সঙ্গীত) ও সিটি ও তালি বাজানো ব্যক্তিদের ও শ্রবণকারীদের মধ্যে ব্যাপক হারে বিদ্যমান রয়েছে।

২. তাদের মধ্যে অধিকাংশ শিরক পাওয়া যায়, কারণ তারা তাদের পীর অথবা কলাকারকে তেমনিই ভালবাসে যেমন আল্লাহকে ভালবাসা উচিৎ এবং তার ভালবাসায় মোহিত হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

৩. গান-বাজনা হচ্ছে ব্যভিচারের মন্ত্র, যা তার পথ খুলেদেয়। আর এটাই হচ্ছে অন্যায় ও অশ্লীলতার সর্বাপেক্ষা বড় কারণ। অনেক মানুষ, বালক ও স্ত্রী ইতিপূর্বে সৎভাবে জীবন যাপন করছিল, কিন্তু যখন গান বাজনা ও মিউজিক শ্রবণ করতে লাগল তখন চরিত্র নষ্ট হয়ে গেল এবং তার জন্য কুকর্ম ও অশ্লীলতা সহজ হয়ে পড়ে যেমন মদ পানকারীর পক্ষে সমস্ত পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া সহজ ব্যাপার হয়ে যায়।

৪. থাকল হত্যার কথা, এটা তাদের পরস্পরের মধ্যে গান-বাজনা শোনা অবস্থায় ব্যাপাকভাবে ঘটে থাকে। তারা বলে থাকে ঃ সে মাতাল অবস্থায় তাকে হত্যা করেছে। এইভাবে তারা নিজ নিজ শক্তি প্রকাশ করে থাকে। এর কারণ এই যে তাদের উপর শয়তান সওয়ার হয়ে পড়ে, তারপর যার শয়তান বেশী শক্তিশালী হয় সে অপরকে হত্যা করে ফেলে।

৫. গান-বাজনা ও মিউজিক শ্রবণে মানুষের আত্মার জন্য কোন প্রশান্তি

নেই, বরং এতে ভয়ঙ্কর ধরনের গুমরাহী ও বিপর্যয় নিহিতি রয়েছে। এটা আত্মার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর– যেমন মাদক দ্রব্য দেহের জন্য ক্ষতি সাধন করে থাকে। তাই গান–বাজনায় উন্মত্ত ব্যক্তিরা মদ্যপানকারীদের অপেক্ষা ও অধিক নেশায় উন্মত্ত হয়ে যায় এবং তদোপেক্ষা অধিক আমোদ ও ভোগ সম্ভোগে বিভোর হয়ে পড়ে।

৬. শয়তান অনেক সময় এই ধরনের লোকদের উপর সওয়ার হয়ে অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিয়ে দেয়, আবার কখনো তারা উত্তপ্ত লোহা নিজ শরীরে অথবা রসনায় রেখে নেয় অথচ কিছুই (অগ্নিদগ্ধ) হয় না, এছাড়া ও অনেক কিছু করে থাকে।

কিন্তু নামায অথবা কুরআনর তেলাওয়াতের সময় তাদের এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না, কারণ এটা হচ্ছে তাওহীদ ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো পদ্ধতি ভিত্তিক ইবাদত, যা শয়তানকে বিতাড়িত করে।

আর যেসব তারা কারে থাকে তাহল শয়তানের বাতানো পদ্ধতি অনুযায়ী ইবাদত যার ভিত্তি শিরক ও বিদ'আতের উপর, তাই তা শয়তানকে আহবান করে।
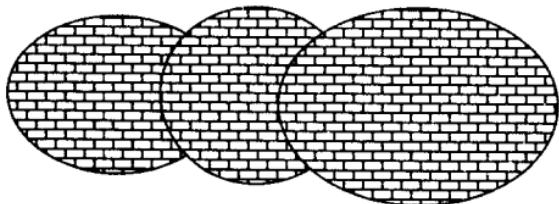
সিঁক মারার মর্ম কথা

লৌহ শলাকা বিদ্ধ করা (দেহে), এটা না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন আর না পরবর্তীকালে তাঁর সাহাবাগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) করেছেন। এতে যদি কোন রকম কল্যাণ নিহিত থাকত তবে অবশ্যই তাঁরা আমাদের পূর্বেই তা করতেন। রবং এটা সুফী ও বিদ'আত পন্থীদের কাজ, আমি স্বয়ং তাদেরকে প্রত্যক্ষ করেছি, তারা মসজিদে সমবেত হয়ে দুফ বাজিয়ে এই ধরনের গান গাইতে আরম্ভ করল ঃ

هات كاس الراح × واسقنا الأقداح

অর্থাৎ আরামদায়ক সুরার পেয়ালা নিয়ে এসো এবং আমাদেরকে পেয়ালা ভরে ভরে তা পান করাও।

তারা আল্লাহর ঘরে হারাম সুরা পানের কথা বলতে ও লজ্জাবোধ করে না, অতঃপর তারা বড় ধূমধামের সাথে দুফ–বাজিয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে ঃ হে আলী ! হে আলী ! এমনকি শয়তান তাদেরকে এমনভাবে বিভ্রান্তের বেড়াজালে ফেলে দেয় যে, তখন তাদের মধ্যকার কোন একজন শরীর থেকে জামা খুলে দিয়ে একখানা সিঁক দ্বারা কোমরের চামড়া বিদ্ধ করে, অতঃপর তাদের অন্য একজন দাঁড়িয়ে কাঁচের বোতল ভেঙ্গে দাঁত দিয়ে চিবুতে আরম্ভ করে, তখন তা দেখে আমি মনে মনে বললাম ঃ এরা যেসব কাজ করছে তা যদি সত্যিই হয়, তাহলে ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করুক, যারা আমাদের ভূমিকে দখল করে রেখেছে এবং আমাদের সন্তানদের হত্যা করেছে। এই ধরণের কাজে তাদেরকে শয়তান সাহায্য করে, যারা তাদের আশে পাশে একত্রিত হয়, কারণ তারা আল্লাহর যিকর হতে বিমুখ হয়ে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে , এর সত্যতা প্রমানে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

ومن يعش عن ذكر الرحمٰن نقيض له شيطانا فهو

له قــريـن ، وإنـهم لـيــصــدونـوهـم عن الـســبــيـل ،
ويـحسبون أنـهم مــهــتــدون . (الـزخـــــرف - ٣٦،٣٧)

যে ব্যক্তি রহমানের স্বরণ হতে গাফিল হয়ে জীবন - যাপন করবে আমরা তার উপর এক শয়তান চাপিয়ে দেই, উহা তার সঙ্গী-সাথী হয়ে যায়। এই শয়তানেরা এই লোকদেরকে হেদায়াতের পথে আসতে বাধা দেয়। আর তারা নিজেরা মনে করে যে, আমরা ঠিক পথেই চলছি। ' (যুখরুফ - ৩৬-৩৭)

আর মহান আল্লাহ্ শয়তানদেরকে তাদের অনুগত করে দিয়েছেন যেন তাদের গুমরাহী আরো অধিক বৃদ্ধি পায়।

তাই এরশাদ হচ্ছে ঃ

" قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مداً "
-(مريم-٧٥)

তাদেরকে বল ঃ যে ব্যক্তি গুমরাহীতে নিমজ্জিত হয় রহামান তাকে ঢিল দিয়ে থাকেন।' - (মরইয়াম-৭৫)

আর শয়তানের সাহায্য সহযোগিতা করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। নবী সুলায়মান আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম রাণী বিলকিসের সিংহাসন আনয়নের জন্য জিনদের বলেছিলেন, যেমন কুরআন এই ঘটনা বর্ণনা করেন ঃ

قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من
مقامك ، وإني عليه لقوي أمين " (النمل - ٣٩)

' এক বিরাটকায় জ্বিন নিবেদন করল ঃ 'আমি উহা হাযির করব, আপনার এই স্থান হতে উঠে যাওয়ার আগেই। এটা করার শক্তি ও ক্ষমতা আমার আছে, আর সেই সঙ্গে আমি আমানতদারও।' - (নমল-৩৯)

যারা ভারত গিয়েছেন, যেমন পর্যটক ইবনে বতুতাহ্ প্রমুখ ঃ তারা অগ্নিপূজকদের হাতে সিঁক দেহে ঢুকানো অপেক্ষা অনেক বড় বড় কীর্তিকলাপ ও কর্তব্য দেখেছেন অথচ তারা কাফের।

তাই মনে রাখবেন, এটা কোন কেরামত (আলৌকিক) ঘটনা বা অলী হওয়ার ব্যাপার নয়, বরং এটা সেই শয়তানদের কার্যকলাপের অন্তর্গত যারা গান–বাজনা ও মিউজিকের আশে–পাশে সমবেত হয়। কেননা, যারা সিঁক খেলা করতে থাকে তাদের অধিকাংশই নানা পাপে নিমজ্জিত থাকে, শুধু তাই নয়, বরং তারা আল্লাহ ছাড়া মৃত ব্যক্তিদের নিকট ফরিয়াদ করতঃ প্রকাশ্যভাবে তাঁর সাথে শির্ক করে থাকে। অতএব তারা কিভাবে আল্লাহর কেরামতওয়ালা আওলীয়া হতে পারে ?

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

" ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون " (يونس - ٦٢،٦٣)

' শোন ! যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের জন্য কোন ভয় ও কষ্টের কারণ নেই, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাকওয়ার আচরণ অবলম্বন করেছে।'

–(সূরা ইউনুস– ৬২,৬৩)

তাই অলী সেই ব্যক্তি যে মুমিন ও একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে এবং এমন মুত্তাকী আল্লাহ ভীরু যে সমস্ত রকম পাপাচার ও শিরক হতে দূরে থাকে। এই ধরনের লোকের কেরামত কখনো কখনো বিনা চাওয়ায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু তিনি কোন সময়ই মানুষের নিকট নিজ খ্যাতি বা সম্মান চান না।

বর্তমান যুগের গান–বাজনা

বর্তমান যুগে অধিক পরিমাণে গান–বাজনা বিবাহ্ অনুষ্ঠানে সভা সমিতিতে এবং বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্রে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গেছে, যেখানে অবৈধ প্রেম–ভালবাসা, চুম্বন ও অবাধ মেলামেশা, মেয়েদের গন্ডদেশ ও অন্যান্য অঙ্গের বর্ণনা প্রভৃতি হয়ে থাকে, যা যুবকদের (Sex) উত্তেজনাশক্তিকে বৃদ্ধি (প্ররোচিত) করে তোলে এবং তাদেরকে অন্যায় অশ্লীলতা ও ব্যভিচারিতায় প্ররোচনা দেয়, আর এভাবে তাদের চরিত্রকে ধ্বংস করে।

গায়ক–গায়িকা যখন গান–বাজনা ও মিউজিক সহ প্রোগ্রাম পরিবেশন করে তখন একদিকে যেমন জনসাধারণের অর্থ সিনেমা ও থিয়েটারের নামে লুটে থাকে, তেমনি এ সমস্ত ধন–সম্পদ গাড়ী–বাড়ী খরিদ করার জন্য ইউরোপ ভূ–খন্ডে নিয়ে যায়।এরা তাদের রসিক গান–বাজনা ও উত্তেজনা মূলক যৌন সংক্রান্ত ফিল্ম দ্বারা জনসাধারণের চরিত্রকে ধ্বংস করে।

এরা যুবককে এমনভাবে পাগলের ন্যায় উন্মত্ত করে তুলেছে যে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে তারা তাদের ভালাবাসা স্মরণে বিভোর হয়ে গেছে, এমনকি ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় বেতার কেন্দ্রের ঘোষক মুসলিম সৈন্যদের সম্বোধন করে বলল ঃ তোমরা অগ্রসর হও, তোমাদের সঙ্গে অমুক অমুক গায়ক–গায়িকা রয়েছে, যার ফল স্বরূপ পাপী অভিশপ্ত ইহুদীদের কাছে তারা মারাত্মকভাবে পরাজিত হল। তার জন্য একথা বলা উচিত ছিল যে ঃ তোমরা অগ্রসর হও, আল্লাহ্ তাঁর সাহয্যের দ্বারা তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অপর এক গায়িকা ঘোষণা করল যে, তার মাসিক প্রোগ্রাম যা ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদীদের সাথে যুদ্ধের পূর্বে কায়রোতে অনুষ্ঠিত হত তা আমাদের বিজয়ের পর তেল আবীবে অনুষ্ঠিত করব। পক্ষান্তরে, ইহুদীরা যখন বিজয়ী হল তখন তারা "কুদসের" দেওয়ালকে চিমটে ধরে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল।

সাধারণ গান ও কাওয়ালীতে ও অন্যায় অশ্লীলতা রয়েছে। এমনকি যেগুলোকে ধর্মীয় সঙ্গীত, গীত ও গান বলে থাকি, সেগুলো ও শির্ক, বিদ'আত ও ইসলাম বিরোধী কথায় পরিপূর্ণ পাওয়া যায়। যেমন, লক্ষ্য করুন, জনৈক কবি কি বলে ঃ

وقـيل كـل نبـي عنـد رتبتـه
ويا محمد هذا العرش فاستلم

' প্রত্যেক নবীর নিজ নিজ মর্যাদা রুয়েছে এবং হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপনি আরশের মালিক হয়ে যান।'

শেষের কথাটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা অপবাদ যা বাস্তবের পরিপন্থী।
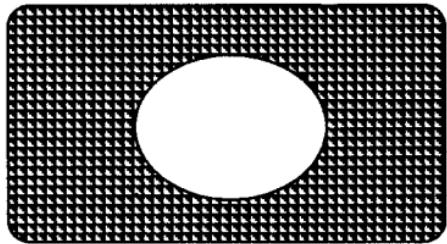
মধুর সূর নারী জাতীর জন্য ফিতনা

বারা 'বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন মধুর সূর (কোকিল কন্ঠী) মানুষ। কোন এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়ইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তিনি (রজয) বিশেষ ধরণের গান গেয়ে উষ্ট্র হাঁকার কাজ করছিলেন।একবার এই ধরণের গান গাইতে গাইতে মহিলাদের নিকটে এসে পৌছলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ কাঁচের মত লাজুক (নারী) জাতী হতে বেঁচে থাক, তোমার গান বন্ধ কর, তিনি চট করে তাঁর গান বন্ধ করে দিলেন।

ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা অপছন্দ করলেন যে মহিলারা তাঁর গানের আওয়ায শুনুক।

– (সহীহ্ হাদীস – হাকিম ও যাহাবী)

একটু চিন্তা করুন ! যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদীখানীর (গীতে) এরূপ আশংকা করলেন যে যদি এটা মহিলারা শোনে তবে ফিতনায় পতিত হবে, ঠিক তেমনি মধুর সূরে অন্যান্য গীত গাওয়া। তাহলে আমাদের যুগে ফাজের, ফাসেক,বেহায়া ও নির্লজ্জ নায়ক–নায়িকার নানারকম জঘন্য ও নগ্ন উত্তেজনামূলক গান ও মিউজিক যেভাবে পরিবেশন করে থাকে যাতে নির্লজ্জা মেয়েদের গন্ডদেশ, গলা, স্তন ও শরীর ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয় যা মানুষের উত্তেজনার আগুনকে উদ্বেলিত করে তোলে, ব্যধিগ্রস্থ অন্তরকে পাপাচারে লিপ্ত করে দিয়ে এভাবে লজ্জার চাদরকে উন্মুক্ত করে দেয়, এসব যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতেন তাহলে এদের সম্বন্ধে কি বলতেন? (এ সকল জিনিস কি সমাজের ফেতনার কারণ নয় ?)

বিশেষ করে যদি এ সমস্ত গানের সাথে বাজনা ও মিউজিক একত্রিত হয় তবে মানুষকে জ্ঞান ও বিবেকহীন করে দেয় এবং এর প্রতি কর্ণপাত করলে তার উপর মাদক দ্রব্যের মত প্রভাব ফেলে।

বাঁশি ও তালি বাজানো থেকে বাঁচুন

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ـ (الأنفال – ٣٥)

আল্লাহর ঘরের নিকট তারা কিই বা নামায পড়ে ? তারা তো শুধু শীষ দেয় ও তালি পিটায়। – (আনফাল–৩৫)

শীষ, বাঁশি ও তালি বাজানো হতে বিরত থাকুন, কারণ এ সমস্ত কাজ হচ্ছে মহিলা, ফাসেক–ফাজের এবং মুশরিকদের (বহুত্ববাদীদের) সাদৃশ্য ও অনু–করণ। তবে যদি কোন কিছু আপনাকে মুগ্ধ করে তবে বলবেন ঃ ماشاء الله মাশা আল্লাহ অথবা سبحان الله সুবহানাল্লাহ।

গান বাজনো কপটতার উৎস

১. ইবনে মাসউদ রাযীয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ গান–বাজনা অন্তরে মুনাফেকী (কপটতা) এমনভাবে জন্মায় যেমন পানি শাক–শব্জি জন্মিয়ে থাকে। আর আল্লাহর যিকর (স্মরণ) অন্তরে এমনভাবে ঈমান সৃজন করে, যেমনভাবে পানি ফসল উৎপাদন করে।

২. ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন ঃ যে ব্যক্তি গান–বাজনা শোনার অভ্যস্ত হয়, তার অন্তরে এমনভাবে মুনাফেকীর সৃষ্টি হয়, যে তার চেতনা থাকেন। আর যদি সে ব্যক্তি কপটতার মর্ম জানত তবে তা নিজ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারত। কোন ব্যক্তির অন্তরে একই সঙ্গে কুরআন ও গান–বাজনার ভালবাসা বিরাজ করতে পারে না, একটির ভালবাসা অপরটিকে বিতাড়িত করে। আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে যারা গান–বাজনা শোনে তাদেরকে কুরআন শ্রবণ করতে কত ভারী লাগে, এই ধরনের লোকদের নিকট কারীদের কুরআন তিলাওয়াত কোন রকম উপকারে আসে না এবং আল্লাহর ভয়ে তাদের অন্তর কেঁপেও উঠেনা।

কিন্তু যখন তারা গান–বাজনা শোনে তখন তারা উন্মত্ত হয়ে তার সুরে সূর মিলায় এবং এজন্য রাতের পর রাত জাগরণ করতেও কিঞ্চিৎ কষ্টবোধ করে না। তাই এ ধরণের লোকেরা গান–বাজনা ও মিউজিক শোনাকে কুরআন শোনার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর যারা গান–বাজনা ও মিউজিক শ্রবণে নিমগ্ন থাকে তাদেরকে সর্বাপেক্ষা নামাযে অলস পাবেন, বিশেষ করে মসজিদে গিয়ে জা'মাত সহকারে নামায পড়তে দেখা যায় না।

৩. হামবালীদের একজন বড় আলেম ইবনে আকীল বলেন ঃ ' যদি গায়িকা কোন অপর মহিলা (যাকে বিয়ে করা বৈধ)হয় তবে তার কণ্ঠস্বর শোনা হারাম, এ ব্যাপারে হাম্বালীদের কোন দ্বিমত নেই।

৪. ইমাম ইবনে হযম স্পষ্ট ভাবে বলেন ঃ

অপর কোন মহিলার গানের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করাও রসাস্বাদন করা (মনোরঞ্জন করা) মুসলমানের জন্য হারাম।

গান বাজনা ও মিউজিক হতে বাঁচার উপায়

১. রেডিও, টেলিভিশন (বেতার যন্ত্র ও দূরদর্শন) বা অন্য কিছু থেকে গান শোনা হতে বিরত থাকুন, বিশেষ করে মিউজিক (Music) মিশ্রিত জঘন্য ও অশ্লীল গান শ্রবণ করা হতে বাঁচুন।

২. গনা–বাজনা ও মিউজিকের উত্তম বিকল্প ও তা থেকে বিরত থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর যিক্‌র –আয্‌কার এবং কুরআন তিলাওয়াত করা, বিশেষ করে সূরা বাকারা পাঠ করা। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

" إن الشيطان ينفر من البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة " - (رواه مسلم)

' যে বাড়িতে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয়, সেই বাড়ি হতে শয়তান পলায়ন করে।' – (মুসলিম)

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين " -(يونس ٥٧.)

' হে মানব সমাজ ! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের নিকট হতে নসীহত এসে পৌছেছে, এটা অন্তরের যাবতীয় রোগের পূর্ণ নিরাময়কারী, আর মুমিনদের জন্য তা হেদায়াত ও রহমত নির্দিষ্ট হয়ে আছে।' -(সূরা ইউনুস-৫৭)

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী ও মহৎ চরিত্র এবং সাহাবাগনের ঘটনাবলী অধ্যায়ণ করা।

১. ঈদের দিন গান গাওয়া, যার প্রমাণ হযরত আয়েশা রাযীয়াল্লাহু আনহার বর্ণিত হাদীস ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট এসে দেখলেন দুটি অল্প বয়স্কা মেয়ে দুফ (এক মুখের ঢোল) বাজাচ্ছে। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে ,দু'টি মেয়ে গাইছিল তখন হযরত আবু বকর রাযীয়াল্লাহু আনহু তাদের ধমক দিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাদের ছেড়ে দাও, কারণ প্রত্যেক জাতির ঈদ (ঈদের উৎসব) রয়েছে, আর আজ হচ্ছে ঈদের দিন। -(বুখারী)

২. বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠানে তার প্রচার ও তার জন্য আনন্দ উপভোগের জন্য দুফ (একমুখী ঢোল) বাজিয়ে গীত গাওয়া।

এর প্রমাণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف والصوت في النكاح .

বিবাহ্ অনষ্ঠানে হালাল ও হারাম বিয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী হচ্ছে দুফ (তবলা) বাজানো এবং বিয়ের প্রচার করা।

–(মুসনাদে আহমদ –সহীহ্ হাদীস)

৩. দুফ (একমুখী ঢোল) বাজানো কেবল মাত্র কমবয়সী বালিকাদের জন্য জায়েয।

৪. কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইসলামী সঙ্গীত গাওয়া, আর বিশেষ করে প্রার্থনা সম্বলিত সেই সমস্ত কবিতা ও সঙ্গীত যার মধ্যে দু'আ নিহিত রয়েছে, যেমন – রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক খনন করার সময় আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার কবিতা পড়ে তাদেরকে বীরত্বের সঙ্গে খন্দক (পরিখা) খনন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছিলেন ঃ

اللّهم لاعيش إلا عيش الآخرة
فاغفر الأنصار والمهاجرة

হে আল্লাহ স্থায়ী ও সুমখময় জীবন শুধুমাত্র পরকালের জীবন, তাই আনাসর ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা কর।

প্রতি উত্তরে মহাজির ও আনসারেরা এই কবিতা বলতেন ঃ

نحن الذين بايعوا محمداً
على الجهاد ما بقينا أبداً

আম্‌রাতো সেই লোক যারা ধরায় বেঁচে থাকা পর্যন্ত জিহাদ করার জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বাইয়াত করেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীদের সঙ্গে খন্দক খনন করেছিলেন এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার কবিতা উচ্চস্বরে পড়ছিলেন ঃ

والله لولا الله ماهتدينا + ولا صمنا ولاصلينا
فانزلن سكينة علينا + وثبت الأقدام إن لاقينا
والمشركون قدبغوا علينا+ إذ آرادوا فتنة آبينا

আল্লাহর শপথ, যদি তিনি আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন না করতেন, তবে আমরা হেদায়াত পেতাম না, রোযা রাখতাম না এবং নামায পড়তাম না। হে আল্লাহ্ ! আমাদের প্রতি শান্তি বর্ষন কর এবং শুত্রুদের আমরা সম্মুখীন হলে আমাদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিও। মুশরিকরা তো আমাদের উপর যুলুম ও বাড়াবাড়ি করেছে, যখন তারা আমাদের ফেতনায় নিমজ্জিত করত্রে চায় তখন আমরা ইহা অস্বীকার করি।

(আবায়না।) আমরা ইহা অস্বীকার করি এ কথাটি উচ্চঃস্বরে বলতেন ।

–(বুখারী ও মুসলিম)

৪. সে সব সঙ্গীত জায়েয যেসব সঙ্গীতে আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাদ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালবাসা এবং না'ত ও গুণাবলীর আলোচনা হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ ও অটল থাকার এবং সৎ চরিত্র গঠনের আহবান করা হয়েছে, যেখানে মসুলমানদের মাঝে পরস্পরের সহযোগিতা ও ভালবাসার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে, অথবা তাতে ইসলামের মৌলিক বস্তু ও বৈশিষ্টাবলী ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে, যা সমাজের ধর্মীয় এবং চারিত্রিক অবস্থার সমন্বয় সাধনের সহায়ক হতে পারে।

৫. বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কেবলমাত্র দুফ (একমুখী ঢোল) ঈদ ও বিয়ে উপলক্ষে কেবলমাত্র মেয়দের জন্য ব্যবহার করা জায়েয এটা যিক্র–আযকারের সময় ব্যবহার করা মোটেই জায়েয নয়, কারণ না এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন, আর না তাঁর পরবর্তী সহাবাগণ ব্যবহার করেছেন। তথাপি সূফীরা (বিদাআতীরা) তাদের জন্য জায়েয মনে করেন, শুধু তাই নয় বরং তারা যিকর–আযকারের সময় দুফ (বিশেষ ঢাক) বাজানো সুন্নত মনে করেন, অথচ তা বিদ'আত, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"اياكم و محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".

তোমরা ধর্মীয় ব্যাপারে নব–আবিস্কৃত (বিদ'আত) কার্যকলাপ হতে বিরত থাক, কারণ প্রত্যেক ধর্মীয় নব–আবিস্কার কাজ বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আত গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অন্তর্গত।

(হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে বলেন ইহা হাসান সহীহ্)

ছবি ও মূর্তি সম্পর্কে ইসলামের বিধান

ইসলাম সর্বপ্রথমে মানুষকে একমাত্র এক আল্লাহর এবাদতের জন্য আহবান করে, এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন অলী ও সৎ কর্মশীলদের পূজার্চনা বর্জন করার নির্দেশ দেয়, যাদের প্রতিমা, পুতুল ও ছবির প্রকৃতি বানিয়ে পূজা করা হত।

ইসলামী দাওয়াতের এই সূচনা তখন থেকে প্রচলিত হয়েছে, যখন থেকে আল্লাহ মানবজাতীর হেদায়াতের জন্য রাসূলগণের প্রেরণ করেন, ইরশাদ হচ্ছেঃ

" ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت " . (النحل-٦٣)

আমরা প্রত্যেক উম্মতের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, আর তার সাহায্যে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাগুতের পূজা হতে দূরে থাক।' - (নহল - ৩৬)

(طاغوت) তাগুত বলা হয় ঃ আল্লাহ ব্যতিত যার সন্তুষ্টির সাথে তার পূজা করা হয়।

এই সমস্ত মূর্তি সম্পর্কে সূরা নূহে আলোচনা করা হয়েছে, এসব প্রতিমূর্তি যে সকল সৎ ব্যক্তিদের ছিল তার সব চাইতে বড় প্রমাণ হল আমরা ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ্) ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এই আয়াতের তাফসীর বর্ণনা থেকে পাই ঃ

" وقالوا : لاتذرن آلهتكم ولاتذرن وداً ولاسواعاً، ولايغوث ويعوق ونسرًا ، وقد أضلوا كثيرًا " (نوح-٢٣)

তারা বলল ঃ তোমরা কিছুতেই নিজেদের উপাস্যদের ত্যাগ করবেনা, ছাড়বে না অদ্দ এবং সূয়াকে, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকে ও নয়। -(নূহ-২৩)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযীয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ এ সমস্ত নূহ (আঃ) এর সম্প্রদায়ের সৎ ব্যক্তিদের নাম, এঁদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের অন্তরে এই কূমন্ত্রণা দিল যে, তারা যেসব জায়গায় বসতো সেসব জায়গায় তাদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করে তাঁদের নামেই নামকরণ কর। সুতরাং তারা তাই করল বটে কিন্তু তারা এ সমস্ত মূর্তির পূজা করত না, অতঃপর যখন এরা এঁদের মৃত্যুর পর তার সাথেই উক্ত মূর্তিদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লোপ পেল, তখন পরবর্তীকালের লোকেরা তাদের পূজা আরম্ভ করল।

এই ঘটনা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বুযুর্গ অলী ও নেতাদের মূর্তি হচ্ছে গায়রুল্লাহর ইবাদত ও পূজার সর্বপ্রথম কারণ (প্রচলন)।

আজকাল অনেকের ধারণা যে এ ধরনের মূর্তি বিশেষতঃ ছবি হালাল, কেননা যে, বর্তমান যুগে কউে ছবি বা মূর্তির পূজা করে না।

এ ধরনের অবাস্তব কথা, কয়েকটি কারণে প্রত্যাখ্যাত, তা নিম্নরূপ ঃ

১. ছবি ও মূর্তির পূজা-পাঠ অধ্যাবধি ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে, সুতরাং গীর্জা ঘরে ঈসা ও তাঁর মাতা মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) এর পূজা (গীর্জায় গীর্জায়) ছবির মাধ্যমে হচ্ছে, এমনকি খ্রীষ্টানরা ক্রুশের সামনে ও মাথানত করে থাকে।

তাছাড়া ঈসা ও মরিয়ম (আঃ) এর ছবি পাথরের উপর খোদাই করে অনেক চড়া দামে বিক্রি করা হয়, যা তারা তাঁদের পূজা ও সম্মানার্থে ঘরে ঘরে ঝুলিয়ে রাখে।

২. যে সমস্ত দেশ আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত, কিন্তু আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে জনগণ পশ্চাদপদ সেখানে তাদের নেতাদের প্রতি মূর্তির সামনে দিয়ে তারা সম্মানার্থে মাথা খুলে নত হয়ে অতিক্রম করে। যেমন- আমেরিকায় জর্জ ওয়াশিংটনের প্রতিমূর্তির, ফ্রান্সে নেপোলিয়ানের প্রতিমূর্তি এবং রাশিয়ায় লেনিন ও ষ্টালিনের প্রতিমূর্তি, এ ছাড়া অনেক প্রতিমূর্তি সড়কের পাশে দাড় করা হয়, পথচারীরা তাদের প্রতিমূর্তির সম্মুখ দিয়ে গমনাগমন কালে মাথা নত করে তাদের সালাম জানায়।

অনেক আরব মুসলিম দেশ কাফেরদের অনুকরণে রাস্তা পথে নেতাদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করে রেখেছে, এবং এখন পর্যন্ত বিভিন্ন আরব ও

মুসলিম দেশ সমূহে স্থাপন করা হচ্ছে। কিন্তু মুসলিমদের উচিৎ ছিল এ সমস্ত ধন–সম্পদ মসজিদ মাদ্রাসা, স্কুল–কলেজ, হাসপাতাল ও জনকল্যাণমূলক সাংগঠনিক কাজে খরচ করা, তাহলে এতে জনসাধারণের কতইনা উপকার হেত ! তবে এ সমস্ত জিনিস নেতাদের নামের সাথে সম্পর্ক রেখে করলেও কোন ক্ষতি হত না।

৩. এসব স্থাপিত প্রতিমূর্তি দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মানুষ তাদের সম্মানার্থে মাথা নত করতে এবং তাদের পূজা করতে আরম্ভ করে। যেমন কি ইউরোপ , তুরস্ক ও অন্যান্য দেশে ঘটেছে, তাছাড়া প্রাচীনকালে নূহ (আঃ) এর যুগে ও তাঁর সম্প্রদায় এ ধরণের কাজ করেছে। তারা নিজ জাতি সৎব্যক্তির ও নেতাদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করে, অতঃপর তাদের সম্মান করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাদের পূজা আরম্ভ করেছে।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযীয়াল্লাহু আনহু কে নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

" لاتدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفا إلا سويته " رواه مسلم وفى رواية ولا صورة إلا لطختها"

কোন মূর্তি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হলে তোমরা তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে, আর কোন উচুঁ কবর পরিলক্ষিত হলে তা সাধারণ কবরের সমপরিমাণ করে দেবে, (মুসলিম) অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে ঃ যদি কোন ছবি দেখতে পাও তাহলে তা নিশ্চিন্ন করে দেবে। – (মুসসনাদ আহমদ–হাদীস সহীহ্)

ছবি ও প্রতিমূর্তির অপকারিতা

ইসলাম যা কিছু হারাম করেছে তা নিশ্চয় কোন ধর্মীয়, চারিত্রিক, আর্থিক ক্ষতি বা অন্য কোন ক্ষতির কারণেই হারাম করেছে। আর সত্যিকার মুসলিম সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের আনুগত্য করবে সেই নির্দেশের কারণ বা রহস্য সম্পর্কে সে অবগত হোক বা না হোক।

ছবি ও প্রতিমূর্তির অপকারিতা অনেক তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকারক দিকগুলো আলোচনা করছি ঃ

১. ধর্মীয় ও আকীদাগত ক্ষতি ঃ

আমরা যদি জ্ঞাননেত্র নিক্ষেপ করি তবে দেখতে পাব যে এসব ছবি ও প্রতিমূর্তির কারণে অধিকাংশ লোকের আকীদা বিপন্ন হয়েছে, সুতরাং দেখুন খ্রীষ্টানরা ঈসা ও মরিয়ম এবং সূলীর পূজা করে থাকে । ইউরোপ ও রাশিয়ার লোকেরা তাদের নেতাদের প্রতিমূর্তির পূজা করে এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের সামনে মাথা নত করে। আর তাদের অনুকরণে অনেক মুসলিম ও আরব দেশ তাদের নেতাদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করে।

অনেক সূফীই (বেদ'আতী) ভন্ড পীর মুরীদরা তো নামায অবস্থায় তাদের পীর ও মুরশীদ্‌দের ছবি তাদের সামনে রেখে এটা দ্বারা নামাযে খুশু-খুযু (একনিষ্ঠতা) আনার চেষ্টা করে এবং আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হওয়ার পরিবর্তে তারা আল্লাহর যিকর-আযকারের অবস্থায় পীরের ধ্যান করে থাকে, এবং তারা তাদের পীরদের ছবি সম্মানার্থে ও তাদের কাছে থেকে বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে ঘর-বাড়িতে ঝুলিয়ে রাখে।

এমনিভাবে কলাবিদ ও নায়কদের ছবি তাদের ভালাবাসা ও সম্মানার্থে দেয়ালে লটকে রাখা হয়। তাই ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই চলাকালীন ঘোষকদের মধ্যে এক ঘোষক বেতার কেন্দ্র থেকে মুসলিম সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বলেছিলঃ হে সেনাবহিনীর লোকেরা তোমরা অগ্রসর হও, তোমাদের সাথে তো অমুক নায়ক ও নায়িকা রয়েছে তাদের নাম উল্লেখ করেছিল।

অথচ এর পরিবর্তে তাদের একথা বলা উচিত ছিল যে, তোমরা অগ্রসর হও, তোমাদের সাথে আল্লাহর মদদ, সাহায্য ও তাওফীক রয়েছে।

তার পরিণতি হিসেবে মুসলিমদেরকে যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত হতে হল, কারণ আল্লাহ তাদের সহযোগিতা হতে দূরে সরে যান, আর কলাকার ও নায়ক–নায়িকারা তাদের কোন উপকার করতে পারলনা বরং তারাই ছিল পরাজয়ের মূল কারণ।

তাই আরবেরা যদি এই পরাজয় ও বিপর্যয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করত তাহলে আল্লাহর মদদ তাদের উপর নেমে আসত।

২. যুবক ও যুবতীদের চরিত্র ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে ছবি ও মূর্তির ক্ষতির দিক সম্বন্ধে নির্ধিদায় আলোচনা করুন। সুতরাং রাস্তা ঘাটে ও বাড়ী ঘরে এমনভাবে নির্লজ্জ ও উলঙ্গ নায়ক ও নায়িকাদের ছবিতে ভর্তি যাদের জন্য যুবকরা আজ উন্মত্ত ও পাগল হয়ে গেছে। এভাবে তারা প্রকাশ্য ও গোপনীয় জঘন্য পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে তাদের চরিত্রকে ধ্বংস করে। আর এমনভাবে তার তাদের হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে যে, তারা না দেখলে দ্বীন সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ রাখে না, তারা দখলকৃত ভূমিকে স্বাধীন করারা চিন্তা শক্তি রাখে, আর না মান–মর্যাদা ও ইসলামের জন্য জিহাদের চেতনা রাখে। বাস্তবিকই আজকাল এমনভাবে ব্যাপক আকারে ছবির বিস্তৃতি ঘটেছে, বিশেষতঃ নারীদের নগ্ন ও জঘন্য ছবি। এমন কি জুতার প্যাকেটে ও এ ধরনের ছবি দেখা যায়, তাছাড়া পত্র–পত্রিকা , ম্যাগাজিন, বই–পুস্তক ও দূরদর্শন যন্ত্রে বিশেষ করে যৌন সংক্রান্ত উত্তেজক ছবি দেখানো হয়। টিভিতে কার্টুন প্রদর্শিত করা হয়, কারণ মহান আল্লাহ্ মানুষকে উচুঁ নাক, বড় কান ও বসা চোখ দিয়ে সৃষ্টি করেন নি, বরং তিনি মানুষকে অতি উত্তম কাঠামোতে সৃষ্টি করেছেন।

৩. ছবি ও প্রতিমূর্তির আর্থিক ক্ষতির দিকটা এমন স্পষ্ট যাতে কোন দলীল ও প্রমাণের দরকার নেই। শয়তানের পথে প্রতিমূর্তি নির্মাণ কল্পে লক্ষ লক্ষ টাকা অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। অনেক মানুষ ঘোড়া, উট, হাতী অথবা মানুষের প্রতিমূর্তি ক্রয় করে বাড়ী–ঘরে সজ্জিত করে রাখে। আবার অনেকে পরিবার পরিজনের অথবা মৃত বাবার ছবি ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। আর এসব ব্যাপারে এত পরিমাণে অর্থের অপচয় করে যে তা মাগফেরাত কামনার উদ্দেশ্যে দরিদ্রদের মধ্যে খরচ করা হত তাহলে এতে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হত।

তদোপেক্ষা জঘন্য কাজ হচ্ছে যে, অনেক লোক বাসরের ফুলশয্যার

রজনীতে স্বামী–স্ত্রী দুজনের একসাথে নগ্ন ছবি তুলে ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে যেন লোকেরা এই (অশ্লীল) দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে থাকে। মনে হচ্ছে যেন তার স্ত্রী কেবলমাত্র তার নয় বরং সকলের জন্য সরকারী।

ছবি কি মূর্তির মতই হারাম ?

অনেকের ধারণা এই যে ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগে যে সমস্ত পুতুল ও প্রতিমূর্তি তৈরী করা হত শুধু সেই ধরণের প্রতিমা ও মূর্তি হারাম, বর্তমান যুগের ছবি হারাম নয়। এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ও ভিত্তিহীন ধারণামাত্র, বোধ হয় তারা সেসব দলীল ও প্রমাণ পড়েনি যা স্পষ্টভাবে ছবির হারাম হওয়া প্রমাণ করে ঃ

সে সব দলীল লক্ষ্য করুন ঃ

১. হযরত আয়েশা রাযীয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে তিনি একটি এমন বালিশ কিনেছিলেন যাতে ছবি ছিস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে যখন দেখতে পেলেন তখন ঘরে প্রবেশ না করে দরজার উপর দাড়িয়ে গেলেন, তিনি (রাযীয়াল্লাহু আনহা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা দেখে তাঁর অসন্তুষ্টি অনুভব করতে পেরে বলেন ঃ আমি আল্লাহ তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম(নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, আমি কি ভুল করলাম ? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ বালিশ কোথা থেকে এল ? তিনি (রাযীয়াল্লাহু আনহা) বললেন ঃ আপনার হেলান দিয়ে বসার জন্য আমি এটা ক্রয় করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ সমস্ত ছবি অঙ্কনকারীদেরকে মহাপ্রলয়ের দিবসে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে তোমরা যেসব ছবি তুলেছ তাতে জীবন দান কর। অতঃপর বলেন ঃ যে ঘরে কোন প্রাণীর ছবি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না। –(বুখারী ও মুসলিম)

৩. তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'কেয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তি তাদের হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির তৈরী করে।' –(বুখারী ও মুসলিম)

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাড়িতে ছবি দেখতে পেলেন তখন উক্ত ছবিকে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ করলেন না।-(বুখারী)

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর বাড়িতে ছবি রাখতে ও তা তৈরী করতে নিষেধ করেন। – (তিরমিযী– হাসান ও সহীহ্ বলেন)

বৈধ ছবি ও প্রতিমূর্তি

১. গাছ, তারকা, সূর্য, চন্দ্র, পাহাড়, পাথর, নদীনালা, সমুদ্র, সুন্দর দৃশ্য এবং পবিত্র স্থান সমূহের ছবি। যেমন– কাবাঘর, মসজিদে নববী, বায়তুল মাকদিস মসজিদ ও অন্যান্য মসজিদ সমূহ তাতে কোন মানুষ বা জীবজন্তুর ছবি না থাকে তাহলে এ সমস্ত জিনিসের ছবি রাখা জায়েয।

এর প্রমাণে হযরত ইবনে আব্বাস রাযীয়াল্লাহু আনহুর উক্তি তিনি বলেন ঃ যদি ছবি তোলা বা আঁকা আবশ্যক মনে কর তবে গাছ–পালা বা এমন বস্তুর ছবি আকঁবে যার মধ্যে কোন আত্মা নেই।

২. পরিচয়পত্র (Identity Card), পাসপোর্ট, গাড়ী চালকের লাইসেন্স (Driving Licenc) বা অন্য কোন নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের ছবি তোলা বা রাখা জায়েয।

৩. হত্যাকারী, চোর–ডাকাত অথবা অন্য কোন দোষী ব্যক্তিকে গেপ্তার করে শাস্তি দেয়ার জন্য তাদের ছবির প্রচার ও প্রসার করা, ঠিক তেমনি শিক্ষাগত ব্যাপারে ছবি আকাঁ, যেমন চিকিৎসার ক্ষেত্রে দরকার পড়ে থাকে।

৪. কচি বালিকাদের বাড়ীতে কাপড়েরর টুকরো দ্বারা কচি শিশুর আকারে তৈরীকৃত খেলনা নিয়ে খেলা করা জায়েয। এদেরকে কাপড় পরাবে, স্নান করাবে এবং ঘুম পারাবে। এটা এ জন্য বৈধ যে, তারা যখন সন্তানের মাতায় পরিণত হবে , তখন সন্তানদের প্রশিক্ষণ ও লালন পালনের শিক্ষা অর্জন করবে।

এর প্রমাণে হযরত আয়েশা (রাযীয়াল্লাহু আনহা) বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে খেলনা নিয়ে খেলতাম। –(বুখারী)

কিন্তু ছেলেদের জন্য বিদেশী খেলনা খরিদ করা জায়েয নয়, বিশেষ করে

মেয়েদের আকৃতির নগ্ন ও অশ্লীল খেলনা মোটেই বৈধ নয়, কারণ এ ধরনের খেলনা থেকে জঘন্য শিক্ষা পাবে এবং তার অনুকরণে ধীরে ধীরে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। এছাড়া আমাদের ধন-সম্পদ ইহুদী ও অমুসলিমদের দেশে যেতে থাকবে।

৫. মাথা ও মুখমন্ডলের ছবি মুছে দিলে অবশিষ্ট দেহের ছবি জায়েয, কারণ মাথা ও মুখমন্ডলের ছবি হচ্ছে প্রকৃত ছবি, কাজেই তা কেটে বা নিশ্চিন্ন করে দেয়া হলে তাতে প্রাণ থাকতে পারে না বরং তা পাথরের ন্যায় হয়ে পড়ে। তাই জিব্রাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন ঃ মূর্তির মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দিন, তাহলে তা বৃক্ষ সাদৃশ্য হয়ে যাবে, আর (যে পর্দার কাপড়ে ছবি রয়েছে) তাকে কেটে দুটো গদী বানিয়ে নেবে যা বসার কাজে ব্যবহৃত হবে। -(সহীহ্ হাদীস আবু দাউদ ও অন্যান্য ইমাম বণর্না করেন।)

ধূমপান করা কি হারাম ?

ধূমপান করার প্রচলন যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিলনা, তবে ইসলাম একটি সাধারণ বিধান প্রণয়ন করেছে যে, যেসব বস্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বা পাশের লোকের জন্য কষ্টদায়ক কিংবা যার দ্বারা ধন-সম্পদদের ক্ষতি সাধিত হয় তা হারাম।

ধূমপান হারাম হওয়ার দলীল সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. মহান আল্লাহ বলেন ঃ

" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث "

-(الأعراف - ١٥٧)

' তিনি তাদের জন্য পাক জিনিস সমূহ হালাল করেন, আর অপবিত্র জিনিস সমূহ হারাম করেন।' - (সূরা আ'রাফ-১৫৭)

আর ধূমপান একটি ক্ষতিকারক, অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় বস্তু।

২. মহান আল্লাহর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (البقرة - ١٩٥)

' এবং তোমরা নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে পতিত করো না।' (বাকারা-১৯৫)

ধূমপান ক্যান্সার, যক্ষা প্রভৃতির মত ধ্বংসাত্মক রোগের কারণ।

৩. আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

" ولا تقتلوا أنفسكم " (النساء -٢٩)

' তোমরা নিজে নিজেকে হত্যা করো না।' - (নিসা-২৯)

ধূমপান নিজে নিজেকে ধ্বংস করে দেয়।

৪. মদ্যপানের ক্ষতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

" وإثمهما أكبر من نفعهما " (البقرة -٢١٩)

' এর গুনাহ্ লাভের (উপকারের) চেয়ে অনেক বড়।' (আল-বাকারা-২১৯)

আর ধুমপানের মধ্যে উপকার পাওয়া তো দূরের কথা বরং এর পুরোটাই ক্ষতিকারক।

৫. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

" ولاتبذر تبذيراً، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين " (الإسراء -٢٧-٢٦)

' তোমরা অপব্যয় অপচয় করো না, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী লোকেরা শয়তানের ভাই।' - (বনী ইসরাইল -২৬,২৭)

আর ধূমপান করার অর্থই হচ্ছে অপচয় (খরচ), যা শয়তানী কাজের অন্তর্গত।

৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

" لاضرر ولاضرار "

' তোমরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করো না এবং অপরের ক্ষতি সাধন করো না।' - (মুসনাদ আহমদ - সহীহ্ হাদীস)

আর ধূমপান এমনই একটি বস্তু যা নিজের ক্ষতির সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী লোকের কষ্টের কারণ হয়ে দাড়ায় এবং ধন-সম্পদের ও অপচয় হয়।

৭. তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ

" وكره لكم إضاعة المال " (متفق عليه)

আল্লাহ তোমাদের জন্য সম্পদ বিনষ্ট করা হারাম করেছেন। -(বুখারী ও মুসলিম)

আর ধূমপান সম্পদ ধ্বংসকারী যা আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন না।

৮. তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ

" إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير " (متفق عليه)

ভাল এবং মন্দ সাথীর উদাহরণ এরূপ যেমন আতর বিক্রয়কারী এবং কামার শালার হাঁফরে ফুঁকদানাকরী ব্যক্তি । -(বুখারী ও মুসলিম)

আর ধুমপানকারী মন্দসাথী যে আগুনে ফুঁক দিয়ে থাকে।

৯. তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ

" كل أمتي معافىً إلا المجاهرين "

আমার উম্মতের সবকে মাফ করা হবে কিন্তু পাপকার্য প্রচারকারীকে মাফ করা হবে না।

আর ধূমপানকারী হচ্ছে গুনাহকে প্রকাশকারী অতএব তার ক্ষমা নেই।

১০. তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ

" من أكل ثوما أو بصلاً فليعتزلنا ، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته " (متفق عليه)

' যে ব্যক্তি কাঁচা রসুন অথবা পিয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে এবং মসজিদ থেকে আলাদা হয়ে নিজ ঘরেই বসে থাকে।' -(বুখারী ও মুসলিম)

অথচ সিগারেট বা ধূমপানের গন্ধ রসুন ও পিয়াজের চেয়ে অধিকতর দুর্গন্ধময়।

১১. অনেক আলেম ও বিদ্যানগণ ধূমপান হারাম বলেছেন আর যারা হারাম বলেননি তারা আসলে ধূমপানের নতুন ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া ক্যান্সার ইত্যাদি সম্বন্ধে অনবহিত।

১২. একটু ভেবে দেখুন ঃ যদি কেউ একটি টাকা জ্বালিয়ে দেয় তবে আমরা তাকে বলব এই লোকটি পাগল হয়ে গেছে। তাহলে শতশত টাকাকে ধূমপানের জন্য জ্বালিয়ে দেয়া কে কি বলতে পারি ? অথচ এর দ্বারা আর্থিক ও শারিরীক ক্ষতির সাথে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কষ্ট ও হয়ে থাকে। অতএব হুক্কা এবং সিগারেট বিড়ি দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয়া এবং পবিত্র ও মুক্ত বায়ূকে দূষিত করা তথা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে কিভাবে ঠিক হতে পারে ? আর মনে রাখবেন যে, বায়ূকে দূষিত করা পানিকে দূষিত করারই নামান্তর।

আর আমরা যদি কোন ধূমপান কারীকে জিজ্ঞেস করি যে, কিয়ামতের দিন সিগারেট, হুক্কা ও তামাক বিড়ি নেকীর পাল্লায় রাখা হবে না গুনাহের পাল্লায় ? তখন সে নিশ্চয় জবাব দিবে যে, গুনাহের পাল্লায়।

১৩. ধূমপান বর্জন করার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চান যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করে, আল্লাহ তার সাহায্য করেন। আর ধৈর্য্য ধারণ করুন কেননা আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে থাকেন। রাতের অন্ধকারে এবং আযান ও নামাযের পরে এই বলে দু'আ করুনঃ হে আল্লাহ ! আমাদের অন্তরে ধূমপানের প্রতি ঘৃণা (বিতৃষ্ণা) সৃষ্টি করে দিন এবং এটা খারাপ মনে করে আমাদেরকে এ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক প্রদান করুন।

(আমীন)

ইমামগণের হাদীসকে আঁকড়ে ধরা

চার ইমামকে (রহঃ) আমাদের তরফ হতে আল্লাহ উত্তম বদলা দান করুন। তাঁরা প্রত্যেকেই তাদের নিকট যে হাদীস সমূহ পৌছেছিল সে অনুযায়ী ইজতেহাদ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যে মতানৈক্য হয়েছিল তার বিশেষ কারণ হল যে, কারো নিকট কতক হাদীস পৌছেছিল যা অন্যের নিকট পৌছেনি, কারণ তদানীন্তন যুগে হাদীস সংকলিত হয় নি। আর হাদীসের হাফেযগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন, কেউ ছিলেন হিজাযে (মক্কা ও মদীনায়), আর কেউ ছিলেন শামে, কেউ বা ইরাকে, আরো কেউ মিসরে অথবা অন্যান্য ইসলামী দেশে। সে যুগে এক স্থান হতে অন্য স্থানের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর। কাজেই আমরা দেখতে পাই যে, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যখন ইরাক ছেড়ে মিসরে গেলেন তখন তিনি ইরাকের পুরাতন মাযহাব ত্যাগ করেন। কেননা যে, ততক্ষনে তার সামনে বহু নূতন নূতন সহীহ হাদীস উপস্থাপিত হয়।

সুতরাং দেখতে পাই যে ইমাম শাফেয়ীর (রহঃ) মতে কোন মহিলাকে স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। অপরদিকে ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) মতে ওযু নষ্ট হয় না। অতএব এমতাবস্থায় আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হল, কুরআন ও সহীহ হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

কারণ মহান আল্লাহ বলেন ঃ

" فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا " (النساء -٥٩)

অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয় তবে তাকে আল্লাহ তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও উত্তম।' – (নিসা– ৫৯)

কারণ সত্য কোন সময় একাধিক হতে পারে না। তাই মহিলার শরীর স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গ হবে বা হবে না। আর আমরা তো কেবল আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত কুরআনের অনুসরণ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সহীহ হাদীসের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা দান করেছেন। তাই এরশাদ হচেছ ঃ

" اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون " (الأعراف - ٣)

' তোমরা তোমাদের প্রভুর তরফ হতে তোমাদের প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা মেনে চল এবং নিজেদের রবকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্টপোষকদের অনুসরণ করো না। কিন্তু তোমরা উপদেশ খুব কমই মেনে থাক।
-(আ' রাফ -৩)

সুতরাং কোন মুসলিমের সামনে কোন সহীহ হাদীস উপস্থাপিত হলে তাকে একথা বলা জায়েয নয় যে, এটা আমাদের মযহাব বিরোধী। কারণ সমস্ত ইমামের ইজমা (ঐক্যমত) হচ্ছে যে সহীহ হাদীস গ্রহণ করবে এবং সে সমস্ত মতবাদ পরিহার করবে যা সহীহ হাদীসের পরিপন্থি।

হাদীস সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত

নিম্নে ইমাম (রহঃ)গণের কতিপয় উক্তি তুলে ধরা হচ্ছে। তাঁদের এই উক্তিকে কেন্দ্র করে তাদেরকে যেসব দোষারূপ করা হয়, তার দূরীভূত হবে এবং তাদের অনুসারীদের নিকট ন্যায় ও সত্য স্পষ্ট রূপে উদঘাটিত হবে।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) (প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁর ফেকহের নিকট ঋণী) বলেন ঃ

১. কোন ব্যক্তির জন্য আমাদের কোন কথাকে গ্রহণ করা হালাল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জ্ঞাত না হবে যে, তা আমরা কোথা হতে প্রাপ্ত হয়েছি।

২. আমার দলীল না জেনে, শুধু কথার উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দেয়া হারাম। কারণ আমরা মানুষ, আজ এক কথা বলি, আগামীকাল আবার ওটা হতে প্রত্যাবর্তন করি।

৩. যদি আমি এমন কোন কথা বলি, যা আল্লাহর কিতাব কিংবা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) হাদীসের পরিপন্থী হয়, তাহলে আমার কথাকে পরিহার করবে।

৪. আল্লামা ইবনে আবেদীন (হানাফী) তাঁর কিতাবে বলেন ঃ

যদি কোন হাদীস প্রমাণিত হয়। আর ওটা মাযহাবের প্রতিকূলে হলেও ঐ হাদীসেরই উপর আমল করতে হবে, আর সেটাই হবে তাঁর মযহাব। কোন মুকল্লিদ (অন্ধানুসারী) সেই হাদীসের উপর আমলের দরূনে হানাফী মাযহাব হতে বের হয়ে যাবেনা। কারণ সহীহ্ সূত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ যদি হাদীস সহীহ্ প্রকট হয়, তবে ওটাই আমার মাযহাব।

ইমাম মালেক (রহঃ) যিনি মদীনা মানাওয়ারা বাসীদের ইমাম বলে সুবিদিত ছিলেন, তিনি বলেন ঃ

১. আমিতো একজন মানুষ মাত্র, ভুলও বলি, সঠিক ও বলি। তাই আমার অভিমতকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে। তার মধ্যে যেগুলো কুরআন ও হাদীসের অনুকূলে হয়। তা গ্রহণ কর, আর যেগুলো কুরআন ও হাদীসের প্রতিকূলে হয়, তাকে পরিহার কর।

২. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার সব কথা গ্রহণ করা চলবে বরং কিছু কথা গ্রহণ করা যাবে আর কিছু ত্যাগ করা যাবে। একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা গ্রহণীয়।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যি নি আলে-বাইতের (নবীর বংশধর) একজন, তিনি বলেন ঃ

১.এমন কেউ নেই যার নিকট রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমস্ত হাদীস পৌঁছেছে বরং কিছু হাদীস পৌঁছেছে আর কিছু তাঁর অজ্ঞাত রয়ে গেছে, তাই আমি যত কথাই বলিনা কেন, আর যতই কায়দা প্রণয়ন করিনা কেন, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তার প্রতিকূলে কোন কথা থাকে তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথাই গ্রহণযোগ্য আর সেটাই আমার উক্তি বা মত।

২. মুসলমানদের ইজমা (ঐক্যমত) হচ্ছে যে, যদি কোন ব্যক্তির নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোন সুন্নত স্পষ্টভাবে প্রকট হয় তবে তাঁর কথা ছেড়ে অন্য কারো কথা গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

৩. যদি আমার কোন কিতাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের বিপরীত কোন কথা পাও,তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকেই গ্রহণ করবে সেটাই আমার মত।

৪. যদি কোন হাদীস সহীহ্ হয় তাহলে সেটাই আমার মযহাব।

৫.ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) একদা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) কে সম্বোধন করে বলেন ঃ তোমরা আমার অপেক্ষা হাদীস ও তার বর্ণনাকারীদের বিষয়ে অধিক জ্ঞাত আছ। অতএব যদি কোন হাদীস সহীহ্ সূত্রে পাও তাহলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবে যেন আমি তা অবলম্বন করতে পারি।

৬. ঐ সমস্ত মাসআলাতে আমি যা বলেছি তার প্রতিকূলে সহীহ্ হাদীস বিশারদদের নিকট প্রমাণিত হয়েছে, ওটা থেকে আমি আমার জীবদ্দশাতে ও মৃত্যুর পর প্রত্যাবর্তন করছি।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) যাঁকে আহলে সুন্নতদের ইমাম বলা হয়, তিনি বলেন ঃ

১. আমার তকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করো না, আর না মালেকের (রহঃ), বা শাফেয়ী (রহঃ) বা আওযায়ী (রহঃ) অথবা সাওয়ারীর (রহঃ) (অন্ধ অনুসরণ করো না), বরং তাঁরা যেখান হতে গ্রহণ করেছেন সেখান হতে গ্রহণ কর। (কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে)

২. যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীসকে প্রত্যাখান করবে সে তো ধ্বংসের কিনারায় এসে দাড়িয়েছে।

রাসূল (সঃ) এর নিম্ন লিখিত হাদীস সমূহের প্রতি আমল করুন ঃ

" لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون ." (رواه مسلم)

১. যতক্ষণ মুসলিমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই না করবে, অতঃপর মুসলিমরা তাদেরকে হত্যা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মহাপ্রলয়ের দিন আসবে না। -(মুসলিম)

" من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله " . (رواه البخارى)

২. যে ব্যক্তি আল্লাহর কথাকে উচুঁ করার জন্য লড়াই করল (দ্বীনকে জয়ী করার জন্য) সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করল । - (বুখারী)

" من أرضى الناس بسخط الله وكله إلى الناس "
(حسن رواه الترمذى)

৩. 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করল আল্লাহ তাকে মানুষের নিকট সুপুর্দ করে দেন।'
(ইমাম তিরমিযী হাদীসটি হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন)

" من مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل النار "
(رواه البخارى)

৪." যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন অংশীদারকে ডাকা অবস্থায় মারা গেল সে জাহান্নামে (নরকে) প্রবেশ করল।" (বুখারী)

" من كتم علما ألجمه بلجام من نار "

৫. ' যে ব্যক্তি কোন ইসলামী জ্ঞান গোপন করল, তাকে (কিয়ামতের দিন) আগুনের লাগাম পরানো হবে। (মুসনাদ আহমদ –হাদীস সহীহ)

" من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده فى لحم الخنزير ودمه " (رواه مسلم)

৬.' যে ব্যক্তি পাশা খেলা করে, সে যেন নিজ হাতকে শুকুরের রক্ত ও মাংসে ডুবিয়ে দিল। – (মুসলিম)

" بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء " (رواه مسلم) وفي رواية فطوبى للغرباء : الذين يصلحون إذا فسد الناس "

৭. ইসলামের সূচনা দুর্বল অবস্থায় হয়েছে, আবার ইসলাম পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে যাবে যেমন তার সূচনা দুর্বল অবস্থায় হয়েছিল। অতএব দুর্বলদের জন্য সুসংবাদ রইল। – (মুসলিম) অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে ঃ দুর্বলদের জন্য মুবারকবাদ রয়েছে, যারা মানুষের বিপর্যয়ের সময় তাদের সংস্কার করবে।' (আবু আমর দানী – সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন)

" طوبى للغرباء : أناس صالحون في أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم "

৮. ' মুষ্টিমেয় দুর্বল ও সৎ লোকদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে যারা সংখ্যাগুরু অসৎ ও নাফরমান লোকদর মাঝে দ্বীনের আলো জ্বালিয়ে রাখবে। –(মুসনাদ আহমদ, হাদীস সহীহ্)

" لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة فى المعروف " (رواه البخارى)

৯. আল্লাহর নাফরমানী করে মানুষের কোন ধরনের আনুগত্য বৈধ নয়, আনুগত্য শুধু হবে ভাল কাজে। -- (বুখারী)

রাসূল (সঃ) যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর

" لعن الله النامصات والمتنمصات المغيرات لخلق الله " (متفق عليه)

১.আল্লাহ লা'নত (অভিশাপ)করেছেন এমন সব নারীর উপর, যারা কপালের উপরের চুলগুলো উপড়ে ফেলায় এবং ফেলে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনে। –(বুখারী ও মুসলিম)

ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة ،لايدخلن الجنة ولايجدن ريحها -(رواه مسلم)

২. অনেক নারী কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ থাকে, অপরকে তুষ্ট করে

এবং অপরের দ্বারা নিজে তুষ্ট হয়, বুখতী উটের ন্যায় গ্রীবা বক্র করতঃ ঠাট–ঠমকে চলে, তারা কখনও বেহেশতে প্রবেশ করবেনা এমনকি বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না। –(মুসলিম)

" اتقوا الله وأجملوا في الطلب "

৩. আল্লাহকে ভয় কর এবং হালাল আহারের সন্ধান কর। –(মুসতাদরাক হাকিম –হাদীস সহীহ্)

اربعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون أصما ولا غائبا " (رواه مسلم)

৪. শান্ত ভাবে ধীরস্বরে দু'আ ও যিকির কর, কারণ তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিতকে ডেকোনা। –৯মুসলিম)

" أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون "

৫. সর্বাপেক্ষা কঠোর পরীক্ষা নিরীক্ষা নবীগণের হয়ে থাকে, অতঃপর সৎ ব্যক্তিদের। – (সহীহ্ হাদীস ইবনে মাজা বর্ণনা করেন।)

صل من قطعك ، وأحسن إلى من أساء اليك ، وقل الحق ولو على نفسك "

৬. যে ব্যক্তি তোমার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে তার সাথে সুসম্পর্ক রাখ, যে তোমাকে কষ্ট দেয়, তার সাথে সৎ ব্যবহার কর আর ন্যায় সঙ্গত কথা বল যদিও তা তোমার বিরুদ্ধে হয়। –(ইবনে নাজ্জার সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন)

تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض " (رواه البخاري)

৭. দীনার, দিরহাম ও চাদরের দাসেরা ধ্বংস হোক যদি তাকে কিছু দেয়া হয় তাহলে সন্তুষ্ট হবে, আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট থাকবে। – (বুখারী)

ألا أدلكم على شيئ إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم " (رواه مسلم)

৮. তোমাদের এমন একটি বিষয় বলে দেব কি ? যদি তা কর তাহলে তোমাদের পরস্পরের মাঝে ভালবাসা জন্মাবে। তা হচ্ছে ঃ তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাও। – (মুসলিম)

" كن فى الدنيا كأنك غريب أوعابر سبيل " (رواه البخارى)

৯. পৃথিবীতে আগন্তুক অথবা পথিকের ন্যায় জীবন যাপন করো। (বুখারী)

" لايقيم الرجل الرجلَ منْ مجَلسه ثم يجلس فيه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا " (رواه مسلم)

১০. কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে সেখানে বসবেনা, বরং আগতদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করবে। –(মুসলিম)

হে আল্লাহর বান্দারা তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

তোমরা পরস্পরে হিংসা করবেনা, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাব রাখবে না, কারো দোষ খুজে বেড়াবেনা, লালসা করো না, গোয়েন্দাগিরীতে লিপ্ত হয়ো না, (বেচাকেনায়) একে অন্যকে ধোকা দিয়ে দালালী করো না, (বিরাগ বশতঃ) বিচ্ছিন্ন হয়ে সালাম–কালাম বন্ধ করো না, বিচ্ছেদ ভাবাপন্ন হবে না এবং একে অপরের কেনা–বেচার উপর কেনা–বেচা করো না। বরং তোমরা এক আল্লাহর বান্দা হয়ে ভাই ভাই হয়ে যাও, যেমনকি তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই অতএব তার উপর অন্যায় যুলুম করবে না।

তাকে লাঞ্ছিত করবে না এবং তাকে তুচ্ছ করবে না। আল্লাহর ভয়ভীতি তো এখানে রয়েছে, আল্লাহর ভয়ভীতি তো এখানে রয়েছে এ বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ কোন ব্যক্তির বদ প্রকৃতির (হওয়ার) এটাই যথেষ্ট যে কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করে। মুসলিমের প্রতি প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, ইয্যত–আবরু ও ধন–সম্পদ হারাম। তোমরা অবশ্যই ধারণা অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কেননা যে, তা সব চেয়ে বড় মিথ্যা কথা। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও ধন–সম্পদ দেখেন না, বরং তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন। –(মুসলিম আর বুখারী এর অধিকাংশটি বর্ণনা করেন)

মুসলিমদের সম্পর্কে কতিপয় হাদীস

" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "

(متفق عليه)

১.প্রকৃত মুসলিম সে ব্যক্তি যার যবান (রসনা) ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকবে। –(বুখারী ও মুসলিম)

" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"(رواه البخارى)

২. মুসলিম ব্যক্তিকে গালি–গালাজ করা ফাসেকী কাজ এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী কাজ। – (বুখারী)

"غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته " (صحيح رواه أحمد)

৩. নিজের উরু ঢেকে রাখ, কেননা পুরুষের উরু তার গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভূক্ত। (সহীহ্ হাদীস মুসনাদে আহমদ)

ليس المؤمن بالطعان ولا اللّعان، ولا الفاحش ولا البذئ – (رواه مسلم)

৪. ঈমানদার ব্যক্তি লানতকারী ও ভর্ৎসনাকারী হয় না, অভিশাপ দানকারী হয় না, নির্লজ্জ ও অশ্লীল ভাষীও হয় না। –(মুসলিম)

" من حمل علينا السلاح فليس منا " (رواه مسلم)

৫. যে বক্তি আমাদের (মুসলিমদের) উপর অস্ত্র উঠাবে সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়। –(মুসলিম)

" من غش فليس منا " (رواه مسلم)

৬. যে ব্যক্তি কাউকে প্রতারণা দেয়, সে আমাদের দলভূক্ত নয়। –(সহীহ্ হাদীস– ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন)

" من يحرم الرفق يحرم الخير " (رواه مسلم)

৭. যে ব্যক্তি নম্রতা হতে বঞ্চিত হল, সে সকল প্রকার কল্যাণ হতে বঞ্চিত হল। –(মুসলিম)

من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله إلى الناس – (صحيح ، رواه الترمذى)

৮. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষের অসন্তুষ্টির পরোয়া করল না, আল্লাহ তার জন্য মানুষের তরফ থেকে যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করল, আল্লাহ তাকে মানুষের সুপুর্দ করে দেন। –(সহীহ হাদীস–তিরমিযী)

" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي " (حسن، رواه الترمذي)

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ ভক্ষণকারী উভয়ের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। – (হাদীসটি হাসান–ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন)

" ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار "

১০. যে ব্যক্তি (পায়ের) গাঁটের নীচে লুঙ্গি বা পায়জামা পরবে সে নরকে যাবে। – (বুখারী)

" إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر فقد باءبها أحدهما

১১. যদি কোন ব্যক্তি তার দ্বীনী ভাইকে " হে কাফের " বলে সম্বোধন করে তাহলে দু'জনের মধ্যে একজন তা অবশ্যই হবে। – (বুখারী)

" لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل " (صحيح رواه أحمد)

১২. কোন মুনাফেক ব্যক্তিকে একথা বলোনা ঃ হে আমাদের নেতা, কেননা সে যদি তোমাদের নেতা হয়, তাহলে তোমরা নিজ প্রভুকে অসন্তুষ্ট করে ফেলবে। – (সহীহ্ হাদীস – মুসনাদ আহমদ)

" الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع ، ويسمى ويحلق رأسه " (صحيح رواه أبوداؤد)

১৩. শিশু সন্তান তার 'আকীকার সাথে ঋণী থাকে, যা সপ্তম দিনে যবহ্ করা হবে, তার নাম রাখা হবে এবং তার মাথা মুন্ডন (নেড়া) হবে। –(সহীহ্ হাদীস – আবু দাউদ)

ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলাম নারী জাতীকে মর্যাদা প্রদান করেছে, এভাবে যে তাদের উপর উত্তর পুরুষদের (সন্তানদের) লালন-পালন ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। সমাজের সংস্কার তাদের সংস্কারের উপর নির্ভর করে এবং তাদের ওপর পর্দা এজন্য অপরিহার্য কারা হয়েছে যে, তারা যেন কুপ্রবৃত্তির লোক হতে সুরক্ষিত থাকতে পারে। এবং তাদের নির্লজ্জতা ও অবাধ মেলামেশা হতে সমাজের সুরক্ষা সম্ভব হয়। আর পর্দার বিধান পালন, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্নেহ ও ভালাবাসাকে স্থায়িত্ব করে রাখে। কারণ যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রী অপেক্ষা কোন সুন্দরী নারীকে দেখে তখন তাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। শুধু তাই নয়, বরং অনেক সময় এটাই তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে দাড়ায়।

পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ তা' য়ালা স্বয়ং পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

" يأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين " (الأحزاب - ٥٩)

(হে নবী ! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার লোকদের মহিলাগণকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটা অধিক উত্তম নিয়ম ও রীতি। যেন তাদের চিনতে পারা যায় ও তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়।) - (আহযাব-৫৯)

১. আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নেত্রী ANNE BASENT (এ্যানি বেসান্ত) বলেন ঃ আমার (অভিজ্ঞতার) ধারণায় মেয়েরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে যে স্বাধীনতা পেয়েছে তা অন্য কোথাও পায়নি। ইসলাম নারীদেরকে অন্যান্য যে কোন ধর্মের তুলনায় অনেক বেশী অধিকার প্রদান করেছে, যেসব ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা বহু বিবাহকে নিষিদ্ধ করে থাকে। ইসলামী বিধান নারীদের ক্ষেত্রে সুবিচার করেছে এবং তাদের স্বাধীনতার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। চিন্তা করে

দেখুন যে ইংল্যান্ডে মাত্র কুড়ি বছর পূর্বে নারীদের ব্যক্তি মালিকানার অধিকার দেয়া হয়েছে, অপরদিকে ইসলাম তার সূচনাকাল হতেই তাদের এই অধিকার প্রদান করেছে। আর ইসলাম নারীদেরকে আত্মহীন বস্তু বলে মনে করে একথা ভিত্তিহীন ও মিথ্যা অপবাদ।

২. তিনি আরো বলেন ঃ যেমন আমরা এ সমস্ত বিষয়াদীকে ন্যায় ও সঠিক ইনসাফের মাপ কাঠিতে দিয়ে পরিমাপ করব তখন আমাদের জন্য একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইসলামের বহু বিবাহের বিধান যা নারীদের সুরক্ষা করেও ভরণ পোষণ দেয় তা পাশ্চাত্যের জীবন ব্যবস্থা থেকে অধিকতম উত্তম ও পবিত্র। যে পাশ্চাত্যের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা বেশ্যাবৃত্তির অনুমতি দেয় ফলে যে কোন পুরুষ যে কোন নারীর সাথে যথেচ্ছ অবৈধ প্রেম করে তার যৌনক্ষুধা নিবারণ করতঃ তাকে রাস্তা পথে নিক্ষেপ করে দেয়।

৩. জনৈক (ORIENTALIST) মহিলা ফ্রান্স সুওয়ায় সাগান (নারীদেরকে সম্বোধন করে) বলেন ঃ হে প্রাচ্যের নারীরা ! যারা তোমাদের নামে (প্রগতির কথা বলে) চেঁচামেচি করে, এবং পুরুষদের সাথে তোমাদের সাম্যের কথা বলে, সাবধান থাক ! তারা তোমাদের উপর (প্রহসন করবে), যেমন তোমাদের পূর্বে আমাদের ব্যাপারে পরিহাস করেছেন।

৪. অধ্যাপক (ভোন হরমর) বলেন ঃ

পর্দার বিধান নারীদের সুরক্ষা ও মান–সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে এক বিরাট বস্তু যা আকাঙ্খার যোগ্য।

ইসলাম সম্পর্কে একজন প্রাচ্যবিদের মন্তব্য ঃ

১. দার্শনিক বার্নাড শো বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধর্মকে তাঁর ব্যাপকতার (Vitality) কারণে আন্তরিকভাবে অত্যন্ত সম্মান করি ও ভালবাসি। এটাই একমাত্র ধর্ম যার মধ্যে জীবনের নানারকম অবর্তন ও বিবর্তন সত্ত্বেও তার উপযোগী হওয়ার ব্যাপক শক্তি রয়েছে এবং এটা (ইসলাম) প্রত্যেক যুগের জন্য উপযোগী। আমি এই বিস্ময়কর ব্যক্তির জীবনী অধ্যয়ন করে দেখেছি নিশ্চয় তিনি আমার মতে, "তাঁকে মানবজাতীর মুক্তিদাতা বলে আখ্যায়িত করা উচিত ", আর একথা বলার অর্থ ঈসা মসীহ (আঃ) এর বিরুদ্ধে কোন রকম শত্রুতা প্রদর্শন করা ও নয়। ' আর আমি একথা

দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এ ধরণের কোন ব্যক্তিকে যদি বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে পৃথিবীর নেতৃত্ব প্রদান করা হয়, তবে একাকী তিনি যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবেন এবং সার্বিকভাবে কল্যাণ ও শান্তির পথ সুগম করে দেবেন। যার জন্য (কল্যাণ ও শান্তির) আজ সারা বিশ্ব মুখাপেক্ষী।

আর আমি এটার ভবিষ্যতবাণী করছি যে অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপের লোকেরা মুহাম্মদ (সঃ) এর দ্বীন গ্রহণ করবে, যেমন এর পূর্বাভাস স্বরূপ আজকাল ইউরোপীয় দেশগুলোতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের হিড়িক পড়ে গেছে।

জনৈক মার্কিন নাগরিক তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিবৃতি দেন ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক লোক নূতন জীবন ব্যবস্থার সন্ধানে উদগ্রীব হয়ে পড়েছে, তা ইসলামই হোক খ্রীষ্টান ধর্মই হোক, বৌদ্ধ ধর্মই হোক কিংবা হিন্দু ধর্মই হোক এবং বহু মার্কিনবাসী এক ইলাহর (মাবু'দের) অত্যন্ত প্রয়োজন অনুভব করেছে, কিন্তু আমেরিকায় এ ধরনের খুব কমই মুসলিম পাওয়া যায় যারা একথা স্পষ্টরূপে তুলে ধরতে পারে যে এক আল্লাহর সন্ধান লাভের পথ হচ্ছে ইসলাম, যা আল্লাহ আমাদের জন্য মনোনীত করেন।

১. প্রাথমিক অবস্থায় আমি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আগ্রহী ছিলাম। এমনকি কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর মনে করলাম যে আমি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হয়ে যাব। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক অধ্যায়নের পর ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় দেশ হল্যান্ড পৌছবার পর সেখানে দু'জন মুসলিম বন্ধু পেলাম, একজন জর্ডান নাগরিক ছাত্র, অপরজন বয়স্কপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, যিনি আলবেনিয়ার লোক, কিন্তু প্রায় ত্রিশ, চল্লিশ বছর থেকে হল্যান্ডে আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে নিজ জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এই দু'জনের প্রভাবে ইসলামের সৌন্দর্য, গুণ, সর্বোত্তম চরিত্র ও মহান আদর্শের পুরোপুরি জ্ঞান লাভ না করা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলাম, কেবলমাত্র এতটুকু অন্তর থেকে বিশ্বাস করে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তবিকই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আর যদি আমি আল্লাহর পয়গাম ও তাঁর পয়গাম বাহক রাসূল হতে বিমুখ হই, তাহলে মহান আল্লাহ ও আমার হতে বিমুখ হয়ে যাবেন।

এভাবে আমার শিক্ষা লাভের শেষ পাঁচ বছরের কিছু অংশ আমেরিকায় আর

কিছু অংশ আরব দেশগুলোতে কাটিয়ে এমন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলাম যে, ইসলামই হচ্ছে উত্তম জীবন ব্যবস্থা এবং গভীরভাবে অনুধাবন করলাম যে এই দ্বীন কিভাবে মানব জীবনকে পবিত্র ও সম্মানিত রূপে পেশ করে থাকে।

আর এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে ইসলামী সমাজ থেকে ইসলামের গুরুত্ব লোপ পাচ্ছে এবং এই সমাজের জনসাধারণ ও রাষ্ট্রনেতারা আমেরিকা ও পাশ্চাত্য জগতের ঠিক এ রকম সময়ে অন্ধানুকরণ করতে আরম্ভ করেছে যখন তারা (পাশ্চাত্ত্যের) নিজেরাই তাদের সভ্যতা, সাংস্কৃতি ও জীবন ব্যবস্থা হতে সন্দিহান হয়ে পড়েছে।

এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার যে আরব জগতের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের উন্নতির জন্য আমেরিকার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে অথচ লক্ষ মার্কিন বাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তাদের দেশে দিনের পর দিন চারিত্রিক অবনতি ঘটছে, অন্যায় অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং তাদের অনেকের আশঙ্কা যে যদি এই অবস্থায় বিদ্যমান থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে এই দেশ ধ্বংস মুখে পতিত হবে।

৩. আমেরিকার মুসলমানদের অনেকে অত্যন্ত দৃঢ় ঈমানদার ও বিশেষ করে যারা নতুন মুসলমান, কিন্তু তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে, আর আমাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবের দরূন অনেক সময় ছোট ছোট ত্রুটি–বিচ্যুতি করে ফেলি, বরং কখনও কখনও বড় বড় গুনাহ্ করে ফেলি, আর এ সমস্ত কিছু হয়ে থাকে ইসলামের নামে। তবে অল্প সংখ্যক নাগরিক এমন রয়েছেন যাঁরা সঠিক ইসলামের দাওয়াতের কাজ করার জ্ঞান রাখেন। আর যেসব দেশের মুসলিমরা ইসলামী বিধানকে বাস্তবায়িত করে থাকেন তাঁদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকেরা যাঁরা ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার ও দ্বীনের সুষ্ঠ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমেরিকা গিয়ে থাকেন। (তবে সত্য কথা বলতে কি যে,) ইসলামী জগতে মুসলিমরা ইসলামের যথাযোগ্য বাস্তাবায়ন করেন না, তাই অনেক নামধারি মুসলিম মুবাল্লিগ যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে যান বটে কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে নয়।

৪. পরিশেষে আমি আশা করি যে আগামী দশ বছরের মধ্যে আমেরিকান ছাত্রা ইসলামী সভ্যতা ও সাংস্কৃতিমূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলো খুঁজে বের করে নিবে এবং ইহা ও আশা করি যে সেখানে উত্তম জীবনাদর্শের সন্ধান পাবে এবং আল্লাহর আনুগত্য করতঃ সুখ ও শান্তির জীবন যাপন করবে।

জনৈকা মার্কিন যুবতীর ইসলাম গ্রহণ

মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তিলাভের একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম ঃ

ইসলামে দিক্ষিত হওয়ার পর তাঁর নাম হাজেরা, পুরাতন নাম ইয়ামীলা, বয়স তাঁর ২৮ (আঠাশ বছর) কলোম্বিয়ার অন্তর্গত মাইযোরী বিশ্ববিদ্যালয়ের (SOCIOLOGY) সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যয়নরতা ছাত্রী। তিনি ইসলাম সম্পর্কে দু'বৎসর পূর্বে গভীরভাবে গবেষণা ও অধ্যয়ন আরম্ভ করেন, এমন একটি বাস্তব সত্যের অনুসন্ধানে যা মার্কিন বস্তুবাদী সভ্যতায় পাননি। দু'বছর যাবৎ অধ্যয়ন , চিন্তা ও গবেষণা করার পর ইয়ামীলা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন, তিনি বলেন ঃ হিজরতের সাথে ইসলামের গভীর সম্পর্কের কারণে হাজেরা নামটি আমার নিকট অতিপ্রিয়।

হাজেরা তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন ঃ দীর্ঘ দিন থেকে আমার মাথায় পৃথিবী, সৃষ্টির অস্তিত্ব ও জীবন সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন জাগে, এই সমস্ত যুক্তিযুক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য চিন্তা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করল- াম। কিন্তু মার্কিন বস্তুবাদী সংস্কৃতিতে তার কোন সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে ব্যর্থ হলাম।তদানীন্তন সময়ে ইসলাম ধর্মের নাম শুনতাম কিন্তু তার সঠিক চিত্র আমার নিকট কেবল অস্পষ্টই ছিলনা বরং আমাদের কাছে বিকৃত করে পেশ করা হয়েছিল।মনে করতাম যে এটা এমনই এক ধর্ম যা নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য আচরণ করে এবং কঠোরতা ও নির্দয়ের উপর তার ভিত্তি, এভাবে ইসলামের গুঢ় রহস্য আমার কাছে অজানা থেকে যায়। তারপর ধীরে ধীরে ইসলামের দিনের মত পরিস্কার ছবি ও বস্তুবাদ শক্তির বিরুদ্ধে তার চ্যালেঞ্জকে অনুধাবন করি। তারপর থেকে ইসলাম সম্পর্কে অধ্যায়ন ও গবেষণা করতে আরম্ভ করলাম, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় ইসলামের গবেষণা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। কেননা যে ইসলাম সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় তেমন কোন নির্ভরযোগ্য বই পুস্তক পাওয়া দুস্কর ছিল। কিন্তু আমি প্রথম থেকেই ইসলামকে ভালবাসতাম, কারণ এটা (হচ্ছে) এমনই এক জীবন ব্যবস্থা যা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী এবং ব্যক্তিকে তার স্বাধীনতা দিয়ে থাকে, এবং তার কৃত কর্মের দায়িত্ব তারই ঘাড়ে চাপিয়ে থাকে।এভাবে ক্রমে ক্রমে আমি ইসলামী জ্ঞান অর্জন করলাম। অতঃপর মহান আল্লাহ আমাকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য সৌভাগ্য প্রদান করলেন।

হাজেরার ইসলামী দাওয়াত কার্যের সূচনা

ইসলাম গ্রহণের পর হতে হাজেরা তার সমগ্র প্রচেষ্টা ইসলামের প্রচারে লাগিয়ে দিয়েছেন। তনি মনে করেন যে, সমস্ত আমেরিকাবাসীরা যারা ইসলামের মর্ম হতে অনবহিত তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করা ও ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পথে সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাই হবে তার বর্তমান গুরু দায়িত্ব।কারণ ধর্ম বিদ্বেষী ইসলামের শত্রুরা ইসলামের প্রকৃত চিত্রকে এমনভাবে বিকৃত করে উপস্থাপন করেছে যে, যেন এর দিকে কেউ অবলোকন না করে।

ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর হাজেরার জীবনে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটে। ইসলাম পূর্ব জীবনে (ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে) তিনি অন্যান্য মার্কিন কুমারীও যুবতীদের মতই ভোগ বিলাস ও খেলাধূলায় জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু বর্তমানে ইসলামের মৌলিক বিধান সমূহ ও বিধি নিষেধের অনুবর্তিতা হয়ে গিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হল যে, আমি ইসলামের পথে জিহাদ করতে থাকব এবং পুঁজিবাদ ও বিশৃঙল জীবন ব্যবস্থা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। কারণ আমি বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি যে, মানব জাতির লড়াই দ্বন্দ্ব–দূর্ভিক্ষ–অনাহার ও মানসিক বিচলতা, আশঙ্কা হতে পরিত্রাণের একমাত্র একটিই পন্থা আর তা হচ্ছে ইসলাম।

হাজেরাকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে মানব জাতির মুক্তিলাভের জন্য শুধুমাত্র ইসলামই কেন একটি মাত্র উপায় ? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন ঃ ইসলাম হচ্ছে এমনই একটি ধর্ম যা আমাদের সামাজিক ও বর্তমান যুগের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে। এটা এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ত্রুটি বিচ্যুতি ব্যতীতই দৈহিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সমূহের মধ্যে মানদন্ড বজায় রাখে। আর আমি ইসলাম ধর্মে এমন বিষয়ের জটিল ও যুক্তিযুক্ত প্রশ্নাবলীর সন্তোষজনক উত্তর পেয়েছি যা আমাকে বিচলিত করে তুলেছিল এবং আমার ঘুম দূরীভূত করে দিয়েছিল।

হাজেরা যখন ইসলাম সম্বন্ধে মন্তব্য করতে যান তখন তাঁর কথা–বার্তার মধ্যে সত্যতা প্রস্ফুটিত হয়, তিনি যা কিছু বলেন, ভেবে চিন্তে বলেন, কোন

কোন সময় তিনি ইসলামী পরিভাষাগুলো আরবী ভাষায় ব্যবহার করে থাকেন। যাই হোক, তিনি একথা খুব ভালভাবে উপলব্ধি করেন যে, ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা শুধু মাত্র কতিপয় ইবাদত ও পূজা পাঠের ধর্ম নয়।

তাঁর মতে ইসলামে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন বিষয় হচ্ছে জিহাদ (ইসলামের জন্য লড়াই) করা, এবং এটা বর্তমান যুগে মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত প্রয়াজনীয় বস্তু।

ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে হাজেরা তাঁর জীবন পদ্ধতির মধ্যে বিপ্লব নিয়ে আসেন, ইসলামী পর্দানশীন পোষাক পরতে আরম্ভ করেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাঁর নির্ধারিত সময়ে প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন, এবং অতি পরিশ্রম করে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত সমূহ নামাযে পড়ার উদ্দেশ্যে মুখস্থ করতে থাকেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে নিজ বংশধর ও বান্ধবীদের তরফ থেকে নানা রকম ভর্ৎসনা ও কষ্টক্লেশ পাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু মুসলিমা হাজেরা বলেন ঃ আমার আকীদার (ধর্মে বিশ্বাসের) কারণে যা কিছু দুঃখ কষ্ট পৌঁছে, তাতে আমি সুখী হই। আর মুসলিম নর-নারীদের জন্য এটাই সমীচিন। অতীতে তাদের অনেককে নানাভাবে নির্যাতিত করা হয়েছে, তবুও তারা নিজ ঈমান ও আকীদা হতে এতটুকুও বিচ্যুত হননি, তাই আমি ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুরই পরোওয়া করি না।

হাজেরা ধর্মীয় ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপের সাথে সাথে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও একজন সক্রিয় ভদ্রমহিলা, তিনি ফিলিস্তিনী মুসলিম জনসাধারণের ন্যায় সঙ্গত অধিকারে বিশ্বাসী, সুতরাং তিনি চিরদিন ফিলিস্তিনী জনসাধারণের প্রতি যে নির্যাতন ও নিপীড়ন চলছে তার বিরুদ্ধে বক্তব্য দেন ও মন্তব্য করে থাকেন।

বাস্তবিকই তিনি এক উজ্জল ব্যক্তিত্ব সম্পন্না মহিলা, একজন মার্কিন শেতাঙ্গিনী যুবতী, ইসলামের মুবল্লিগা (আহবায়িকা) হয়ে এমন এক পরিবেশে মুসলিম জাতির সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হলেন যেখানে তাঁর কথা শুনার জন্য তিনি কোন মানুষ নেই, তবুও তিনি কোন রকম ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করলেন না।

তাঁর পয়গাম মুসলিম জনগণের প্রতি সাধারণভাবে এবং আরব জনগণের প্রতি বিশেষভাবে ঃ

' তামরাইতো মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথ প্রদর্শন করেছ, অতএব আজও তোমরা তোমাদের পবিত্রভূমি আগ্রাসনকারী ইসরাইল ও তার মিত্রদের কাছে নতী স্বীকার করো না। '

জনৈক আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধ কলাবিদের ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর বিবৃতি

৫ই রমযান ১৪০০ হিজরীতে প্রকাশিত "আল-মদীনা" পত্রিকায় এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কলাকার Cott Stephens (কাট স্টিফানস) ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়।

ইসলামে দীক্ষিত হবার পর তিনি নিজের নাম (ইউসুফ ইসলাম) রাখেন, সেই বিবৃতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ও ফলদায়ক উপদেশ নিহিত রয়েছে, তার মধ্যে হতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করছি ঃ

১. ইসলাম গ্রহণের পর গান-বাজনা বর্জন করায় পাশ্চাত্যবাসীদের বড় আঘাত লাগে এবং আমার ব্যাপারে সে সম্পর্কে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে যে আমার জীবনে কি করে এই পরিবর্তন ঘটল ? আর প্রচার মাধ্যমগুলো নীরবতার ভূমিকা পালন করতঃ আমার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটিকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করল, কারণ পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমের যাবতীয় চাবি কাঠি ইহুদীদের হাতে।

২. আমার ইসলাম গ্রহণের কারণ হচ্ছে আমার ভাইয়ের বাইতুল মাকদিসের (আল-আকসা মসজিদের) যিয়ারত (দর্শন) করতে গিয়ে সেখান থেকে আমার আল্লাহ প্রদত্ত (আসমানী) ধর্মের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আমাকে দুই কপি কুরআন, একখানা আরবী, অন্যখানা ইংরেজী অনুবাদ নিয়ে এসে আমাকে উপহার দেয়া। সুতরাং আমি একা একা কুরআন পাঠ করতাম এমন কি সম্পূর্ণ রূপে কুরআনের অধ্যয়ন করে ফেললাম, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী অধ্যয়ন করে তাঁর ব্যক্তিত্বে অত্যন্ত প্রভাবিত হলাম। এবং দেড় বছরের জ্ঞান সম্পন্ন অধ্যয়নের পর ইসলামের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী হলাম, আর বুঝতে পারলাম যে এটাই সত্যিকার দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)।

আর আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যে, আমি কোন মুসলিম ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের ও তাদের মধ্যে মতভেদ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার পূর্বেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

৩. আমি আল-কুদ্‌স গিয়েছিলাম, তখন মুসলমানেরা আমাকে বায়তুল মাকদেসে দেখে অত্যন্ত খুশী হলেন, আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেখানে নামায পড়ে কেঁদে ফেললাম। 'কুদস' হচ্ছে মুসলিম জগতের হৃৎপিন্ড, সুতরাং যদি এই হৃৎপিন্ড রোগাগ্রস্থ থাকে তাহলে সমগ্র মুসলিম জাহান পীড়িত থাকবে, আর আরোগ্য হলে মুসলিম জগতের সমস্ত দেহ আরোগ্য লাভ করবে। তাই আমাদের উপর জরুরী কর্তব্য যে, ইসলামের নামে এই হৃৎপিন্ডকে স্বাধীন করা।

৪. ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতি তাদের দ্বীন ইসলামকে আঁকড়ে ধরা এবং নামাযের সংরক্ষণ করা একান্ত অপরিহার্য কাজ। তাহলে আমি পূর্ণ আস্থা রাখি যে আল্লাহ্ তাদের অচিরেই জয়ী করবেন।

৫. আমার ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিম ভাইয়েরা বললেনঃ ধুমপান হারাম, আমি শুনামাত্রই তা পরিহার করলাম। ঠিক তেমনি মদ্যপান বর্জন করলাম , মেয়েদের সাথে অবাধে মেলা-মিশা ত্যাগ করলাম এবং গান-বাজনা ও মিউজিক শোনা সব কিছু পরিত্যাগ করলাম ।

৬. একটি পর্দাশীলা মুসলিমা স্ত্রী গ্রহণ করলাম, কেননা যে, নারীদের মনোহারিতা খুব বড় জিনিস নয় বরং আসল সম্মানের বস্তু হচ্ছে ইসলাম ও ঈমান।

৭. বর্তমানে আমি আরবী ভাষা শিক্ষা অর্জন করেছি, যেন আমি কুরআন পড়তে ও তার ভাব ও মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারি, তারপর আমি ইসলামের সার্বভৌমত্ব ও মান-মর্যাদা সম্পর্কে বই পুস্তক ও সাহিত্য লিখে ইসলামের দওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে আমার খ্যাতিনামাকে কাজে লাগাতে পারব।

৮. আমি দৃঢ় বিশ্বাসী যে, কলেমার সাক্ষ্য দেয়ার পর নির্ধারিত সময়মত নামায প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের রুকন সমূহের (স্তম্ভের) একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মত সুরক্ষা করা একজন মুসলিম ও তার ইসলামের জন্য এক দূর্গ স্বরূপ। আর আমি প্রত্যেক নামাযের পরে অত্যন্ত প্রশান্তি ও আরাম অনুভব করে থাকি।

৯. আমি শুনেছি যে (ইউসুফ ইসলাম) বর্তমানে ইংলেন্ডে বসবাস করেন, এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজকে নিয়োজিত করেছেন, তার একটি বিশেষ মসজিদ ও রয়েছে । মুসলিমরা তাকে সদা - সর্বদা ঘিরে থাকেন এবং তারা তার সব রকম সমর্থন ও সহযোগিতা করে থাকেন। তিনি ইসলামকে আঁকড়ে ধরার দিক দিয়ে ও তার প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে অন্যান্য মুসলিমদের অপেক্ষা তিনি অগ্রগামী ।

আল্লাহর নিকট দু'আ করি আল্লাহ যেন তাঁকে দ্বীনের উপর স্থায়ী ও তাঁকে দ্বীনের খেদমতের তাওফীক দান করেন। আল্লাহ যেন তার মত সৎকর্মশীল মুসলিম ব্যক্তিদের মধ্যে বরকত প্রদান করেন (আমীন)
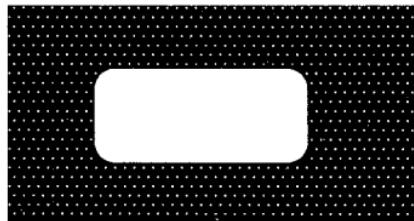
ইসতিখারার (মঙ্গল কামনার) দু'আ

হযরত জাবির রাযীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিভিন্ন ব্যাপারে ইসতিখারা (মঙ্গলকামনা) করার শিক্ষা ঐভাবে দিতেন যেমন তিনি আমাদেরকে কুর'আনের সূরা সমূহ শিখাতেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন কোন কাজের সংকল্প করবে তখন দু'রাকাত নফল নামায পড়ে নিম্নের দু'আটি পড়বে ঃ

اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسئلك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولاأقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرلي في دينى و معاشى وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرلي في دينى ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدرلي الخير حيث كان ثم رضني به . (رواه البخارى)

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বিইলমিকা ওআসতা্কদিরুকা বিকুদরাতিকা, ওআসআলুকা মিন ফযলিকাল আযীম। ফাইন্নামা তাকদিরু অলা আকদিরু ওতা'য়ালামু ওলা–আ'লামু ও আন্তা আল্লামুল গুয়ুব। আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা–যাল আমরা খায়রুন লী ফী দ্বীনী, ওমা'আশী ওআ–কিবাতি আমরী ফাকদিরহুলী ওইয়াস্সিরহুলী সুম্মা বারিকলী ফীহ্। ওইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা–যাল আমরা শার্রুন লী ফী দ্বীনী অ মা'আশী অ–আকিবাতী আমরী ফাসরিফহু 'আন্নী অসরিফনী আনহু ওয়াকদুর লিয়াল খায়রা হায়সু কানা সুম্মা রায্যিনী বিহি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণ কামনা করছি, তোমারই শক্তির বদৌলতে আমি সক্ষম হওয়ার আশা পোষণ করছি এবং তোমারই মহান অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা, তুমিই একমাত্র ক্ষমতাবান এবং আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।তুমিই পরিজ্ঞাত ও আমি অজ্ঞ এবং তুমিই অদৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত।

হে আল্লাহ ! যদি তুমি আমার এ কাজ আমার দ্বীন ও দুনিয়ায় এবং আমার কর্মের পরিণামে আমার জন্য কল্যাণকর মনে কর তবে তুমি উহা আমর জন্য নির্ধারিত করে দাও। আর, যদি তুমি আমার একাজ আমার দ্বীন ও দুনিয়ায় এবং আমার কর্মের পরিণামে অকল্যাণকর মনে করো তবে তুমি উহা ফিরিয়ে রাখ এবং আমার জন্য সার্বক্ষনিক কল্যাণ নির্ধারণ করো। আর আমাকে তার উপর রাজী করে দাও।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্যের কথা সে ব্যক্ত করবে।

এই দু রাকাত নামায পড়ে নিজের জন্য এমন নিয়তে দু'আ করবে যেমন কোন রুগী মানুষ ঔষধ সেবন করে থাকে, এই বিশ্বাস নিয়ে যে প্রভুর নিকট ইসতিখারা (কল্যাণ কামনা) করেছে, তিনি কল্যাণের পথ দেখাবেন। আর কল্যানের পরিচয় হচ্ছে তার উপায়-উপকরণ সরল সহজ হয়ে যাওয়া।

বিদআতী ধরণের ইসতিখারা করা হতে বিরত থাকুন, যে সবের ভিত্তি স্বপ্ন, স্বামী-স্ত্রীর নামের সংখ্যা বের করা ও এ ধরণের অন্যান্য উদ্ভট জিনিসের উপর যার ধর্মে কোন অস্তিত্ব নেই।

আরোগ্যের দু'আ

১. নিজ দেহের ব্যাধিগ্রস্থ জায়গায় হাত রেখে তিনবার بسم الله বিসমিল্লাহ্ বলবে, অতঃপর সাতবার করে এই দু'আ পড়বে ঃ

" أعوذ با لله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر "

আমি আল্লাহ ও তাঁর মহান শক্তির নিকট সেই কষ্টের অমঙ্গল থেকে পানাহ্ (আশ্রয়) চাচ্ছি যা আমি অনুভব করে ভয়ে ভীত। -(মুসলিম)

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে নিজ হাত উঠাবে, অতঃপর আবার

(হাত) রাখবে, আর এটা বেজোড় করবে। (তিরমিযী বর্ণনা করে হাদীসটিকে হাসান বলেন)

" اللّهم رب الناس ، أذهب البأس ، اشف أنت الشافى ، لاشفاء إلا شفاءك شفاءً لايغادر سقما "
(متفق عليه)

২. হে আল্লাহ মানব জাতীর প্রভু ! কষ্ট দূর করে দাও, নিরাময় ও আরোগ্য দান করো, তুমি আরোগ্য দাতা, তোমার নিরাময় দানই হলো আসল নিরাময়। তুমি এমন শেফাদান করো যা কোন রোগ বাকী রাখেনা।
(বুখারী–মুসলিম)

أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامّة – (رواه البخاري)

৩. আমি আল্লাহর পূর্ণ কলেমা সমূহের সাথে প্রত্যেক শয়তান, আপদ–বিপদ ও প্রতে্য বদ নযর (কুদৃষ্টি) হতে আশ্রয় চাই। (বুখারী)

৪. যে ব্য ি এমন কোন রোগীর সেবা শুশ্রুষা করল যার মরণকাল পৌছায়নি এবং তার নিকট সাত বার এই দু'আ পড়ল তাহলে আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করবেন ঃ

أسأل اللّه العظيم ، رب العرش العظيم أن يشفيك "

মহান আল্লাহর নিকট কামনা করি, যিনি মহান আরশের মালিক, যেন আপনাকে আরোগ্য প্রদান করেন। –(হাকিম ও যাহাবী–সহীহ্ বলেন)

৫. যে ব্যক্তি কোন ব্যাধিগ্রস্থকে দেখে এই দু'আ পড়বে তাকে সে ব্যাধি স্পর্শ করবেনা ঃ

الحمد لله الذى عافاني مما ابتلاك به وفضلنى على كثير ممنّ خلق تفضيلاً " (حسن ، رواه الترمذى)

সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি আমাকে সেই ব্যাধি থেকে নিরাপদে রেখেছেন যা তুমি ভুগতেছ, এবং আমাকে তার অনেক সৃষ্টির উপর ফযীলত ও প্রাধান্য দান করেছেন। - (হাদীস হাসান- তিরমিযী)

৬. একদা জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলেন ঃ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি পীড়িত হয়ে পড়েছেন ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হ্যাঁ, জিবরীল আলাইহিস্ সালাম বললেন ঃ

بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ، من شر كل نفس وعين ، بسم الله أرقيك ، والله يشفيك "

(رواه مسلم)

আমি আল্লাহর নামে আপনার উপর সমস্ত ব্যধি হতে যা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি ঝাড়-পুঁক করছি এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অমঙ্গল ও কুদৃষ্টি হতে ঝাড়-ফুঁক করছি। আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি; আর তিনিই আপনাকে নিরাময় দান করবেন। - (মুসলিম)

৭. সূরা ফাতিহা এবং সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করে একমাত্র মহান আল্লাহর নিকট আরোগ্য কামনা করুন। দু'আর সাথে সাথে চিকিৎসা ও করান আর দরিদ্রদের প্রতি দান খায়রাত করুন, তাহলে আল্লাহর দয়ায় আরোগ্য লাভ করবেন।

সফরের দু'আ সমূহ

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি ভ্রমণের ইচ্ছুক সে যেন পরিবার পরিজনের নিকট এই দু'আ পড়ে বিদায় গ্রহণ করে ঃ

" أستودعكم الله الذى لاتضيع ودائعه "

'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি, যার আমানত সমূহ বিনষ্ট হয় না।' -(মুসনাদ আহমদ-হাদীস হাসান)

২. আর মুসাফিরকে (ভ্রমণকারী) বিদায় দানকারীরা এই দু'আ বলে বিদায় করবে ঃ

" زوّدك الله التقوى ، وغفر ذنبك ، ويسر لك خيرًا حيثما كنت "

আল্লাহ যে আপনাকে তার ভীতি ও তাকওয়ার পাথেয় দান করেন, আপনার গোনাহ্ ক্ষমা করেন এবং আপনি যেখানেই হোন না কেন আপনার জন্য মঙ্গলকে সরল-সহজ করে দিন।

-(তিরমিযী- হাদীসটি হাসান যেমন কি তিনি বলেন)

৩. কোন কার, বাস বা বিমানে অথবা অন্য কোন যানবাহনে আরোহন করার সময় এই দু'আ পড়বেন ঃ

" بسم الله، والحمد لله ، سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ، ألله أكبر ، ألله أكبر، ألله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرلي، فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت "

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। মহান পবিত্র তিনি যিনি আমাদের জন্য এই জিনিসগুলিকে অধীন–নিয়ন্ত্রিত বানিয়ে দিয়েছেন নতুবা আমরা তো এই গুলিকে বশ করতে সক্ষম ছিলাম না।

আর একদিন তো আমাদেরকে আমাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করতেই হবে। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর।

আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান। আপনি মহান পবিত্র, আমি নিজের উপর যুলুম করেছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন কেননা আপনার ব্যতীত কেউ গোনাহ্ মাফ করতে পারে না। –(তিরমিযী, বর্ণনা করে হাসান সহীহ্ বলেন)

اللّهم إنا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى، اللّهم هوّن علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده، اللّهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة في الأهل، اللّهم إني أعوذبك من وعثاء السفر وكآبة المنظر ، وسوء المنقلب فى المال والأهل.

(رواه مسلم)

৪.হে আল্লাহ ! আমরা আমাদের এই সফরে নেকী ও তাকওয়া (ভয়–ভীতি) এবং আপনার পছন্দনীয় আমল কামনা করি। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি এই সফরকে সহজ বানিয়ে দিন এবং তার দূরত্বও কম করে দিন। হে আল্লাহ ! আপনি সফরের সাথী এবং পরিবার–পরিজনের উপর খলীফা। হে আল্লাহ ! আমি সফরের কষ্ট–ক্লেশ, দূরাবস্থার সম্মুখীন হওয়া এবং ধন–জনে কোন রকম আপদ–বিপদ হতে আপনার আশ্রয় কামনা করি। –(মুসলিম)

৫. আর যখন মুসাফির বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন উপরোক্ত দু'আর সাথে সাথে নিম্নলিখিত দু'আও পড়বে ঃ

" آئبون ، تائبون، عابدون لربنا حامدون "

আমরা প্রত্যাবর্তন করছি, তাওবা করছি, ইবাদত করছি এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। -(মুসলিম)

মকবুল (গৃহীত) দু'আ সমূহ

যদি আপনি কোন পরীক্ষা বা কোন কাজে সফল হতে চান তাহলে আপনি নিম্নলিখিত দু'আগুলি পড়বেন ঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে এই দু'আ পড়তে দেখলেন ঃ

" اللّهم إني أسئلك بأني أشهد أنك أنت اللّه لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم ويولد، ولم يكن له كفواً أحد "

১. হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট (মঙ্গল) কামনা করি, আর সাক্ষ্য প্রদান করি যে তুমি মহান আল্লাহ, তোমার ছাড়া কোন ন্যায় ও সত্য ইলাহ্ (মাবুদ) নেই, তুমি একক, মুখাপেক্ষীহীন যার কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। আর তাঁর কেউ সমকক্ষ নয়।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

সেই সত্ত্বার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, এই ব্যক্তি তো আল্লাহর ইসমে আযম (মহান নাম) দ্বারা আল্লাহর নিকট আবেদন করেছে, যার সাথে দু'আ করলে কবুল হয়ে যায় এবং কোন কিছু চাওয়া হলে প্রদান করা হয়। (সহীহ্ হাদীস- মুসনাদ আহমদ ও আবু দাউদ প্রমূখ)

২. নবী ইউনুস (আলাইহিস সালাম) এর দোওয়া ঃ যা তিনি মাছের পেটে করেছিলেন ঃ

"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين "

" নেই কোন ইলাহ্ তুমি ব্যতীত, পবিত্র মহান তোমার সত্ত্বা, আমি অবশ্যই অপরাধী।'

যে কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন ব্যাপারে এই দু'আ পড়লে আল্লাহ্ তার দু'আ মনযুর করে নেন। -(মুসনাদ আহমদ, সহীহ্)

৩. দু'আর সাথে সাথে সফলতার উপায় ও উপকরণ আবশ্যক জিনিস, আর তা হল কাজ কর্ম ও প্রচেষ্টা করা।

হারানো বস্তুর জন্য দু'আ

হযরত ইবনে উমর (রাযীয়াল্লাহু আনহু) কে হারিয়ে যাওয়া বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ প্রথমে ওযু করে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়তে বসে (তাশাহুদ পড়ার পর) এই দু'আ পড়বে ঃ

"اللهم رادَّ الضالة، هادي الضلالة، تهدى من الضلال، ردّ علىّ ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من فضلك وعطائك "

হে আল্লাহ ! হারানো বস্তুকে ফেরতকারী, পথহারা ব্যক্তিকে সঠিক পথ প্রদর্শন কারী ! তুমি পথহারাকে সঠিক পথ দেখাতে পার, তুমি নিজ মহান ক্ষমতা ও শক্তি দ্বারা আমার হারানো বস্তুকে ফিরিয়ে দাও, এটা তো তোমারই অনুগ্রহ ও দান।

বায়হাকী বলেন ঃ এই হাদীসটি মাওকুফ (সাহাবীর উক্তি) এবং হাসান)

কতিপয় কুরআনী দু'আ

" ربنا آتنا من لدنك رحمة ، وهيِّ لنا من أمرنا رشداً " (الكهف)

১. হে আমাদের প্রভু ! আমাদেরকে তোমার বিশেষ রহমত দ্বারা ধন্য কর এবং আমাদের সমস্ত ব্যাপার সুষ্ঠু ও সঠিক রূপে গড়ে দাও।
(আলকাহাফ –১০)

" ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " . (البقرة – ٢٠١)

২. হে আমাদের প্রভু ! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালে ও আমাদেরকে কল্যাণ দাও, আর আগুনের আযাব (শাস্তি) হতে আমাদেরকে রক্ষা কর। –(আল–বাকারা–২০১)

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب "

৩. হে আমাদের প্রভু ! তুমি যখন আমাদেরকে সঠিক–সোজা পথে চালিয়েছ, তখন তুমি আমাদের মনে কোন প্রকার বক্রতা ও কুটিলতার সৃষ্টি করে দিওনা। আমাদেরকে তোমার রহমতের ভান্ডার থেকে অনুগ্রহ দান কর, কেননা প্রকৃত দাতা তুমিই। –(আল–ইমরান–৮)

" ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم " (الحشر – ١٠)

৪. হে আমাদের প্রভু ! আমাদেরকেও আমাদের সেই সব ভাইদের ক্ষমাদান কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে আর আমাদের দিলে ঈমানদার লোকদের জন্য কোন হিংসা ও শত্রুতা ভাব রেখোনা, হে আমাদের রব। তুমি বড়ই অনুগ্রহ সম্পন্ন এবং করুণাময়। -(আল-হাশর-১০)

"ربنا عليك توكلنا ، وإليك أنبنا، وإليك المصير " (الممتحنة - ٤)

৫. হে আমাদের প্রভু ! তোমার উপরই আমরা ভরসা ও নির্ভর রেখেছি, তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি এবং তোমার সমীপে আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। - (আল-মুমতাহিনা -৪)

ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولاتحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به، واعف عنا واغفرلنا وارحمنا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين ." (البقرة -٢٨٦)

৬.হে আমাদের প্রভু ! ভুল-ভ্রান্তি বশতঃ আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয় তার জন্য আমাদেরকে শাস্তি দিওনা। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের উপর সেই ধরণের বোঝা চাপিয়ে দিওনা যেরূপ পূর্বগামী লোকদের উপর চাপিয়ে ছিলে। হে আমাদের রব ! যে বোঝা বহন করার শক্তি-ক্ষমতা আমাদের নেই তা আমাদের উপর চাপিয়ে দিওনা আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের মাওলা-আশ্রয়দাতা ; আর কাফেরদের প্রতিকূলে তুমি আমাদেরকে সাহায্য দান কর। -(আল-বাকারা -২৮৬)

"ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين " (الأعراف - ٨٩)

৭.' হে আমাদের প্রভু ! আমাদের ও আমাদের জাতির মাঝে সঠিক ভাবে ফয়সালা করে দাও, আর তুমি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।'

–(আল–আরাফ–৮৯)

" ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم ا لكافرين " (يونس–٨٥)

৮. হে আমাদের রব ! আমাদেরকে যালেম লোকদের জন্য ফেতনা বানাবেনা, ও তোমার নিজ রহমত দ্বারা আমাদেরকে কাফের লোকদের হতে মুক্তিদান কর। –(ইউসুফ–৮৫)

" ربنا أكشف عنا العذاب إنا مؤمنون " (الدخان–١٢)

৯. হে আমাদের পরওয়ার দিগার ! আমাদের উপর হতে এই আযাব দূর করে দাও, আমরা ঈমান এনেছি। –(দুখান–১২)

" ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين " (الأعراف –١٢٦)

১০. হে আমাদের প্রভু ! আমাদের ধৈর্য ধারণের গুণ দান কর, আর আমাদিগকে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় উঠিয়ে নাও যখন আমরা তোমারই অনুগত (মুসলিম হয়ে থাকি)। –(আল–আরাফ– ১২৬)

সমাপ্ত ঃ

বৃহস্পতিবার ২১ মহর্‌রম ১৪১৫হিজরী

৩০শে জুন ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

ح مركز الدعوة وتوعية الجاليات في البكيرية ، ١٤١٤هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

زينو ، محمد جميل
توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع / ترجمة مطيع الرحمن محمد السلفي .
٢١٦ ص ، ٢١ سم
ردمك ٧-٢-٩٠٤٧-٩٩٦٠
النص باللغة البنغالية
١ - الوعظ والارشاد ٢ - الدعوة الإسلامية أ - السلفي ، مطيع الرحمن محمد (مترجم) ب - العنوان
ديوي ٢١٣ ١٣٦٨ / ١٥

رقم الايداع : ١٣٦٨ / ١٥
ردمك : ٧-٢-٩٠٤٧-٩٩٦٠

توجيهات إسلامية

لإصلاح الفرد والمجتمع

إعداد :

الشيخ محمد بن جميل زينو

المدرس في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

ترجمة باللغة البنغالية :

مطيع الرحمن عبد الحكيم السلفي

شعبة الجاليات
(وزارة الشؤون الإسلامية مركز الدعوة بالرياض)
تليفون ٤١١٦٣٥٦ / ٠١ - الرياض ١١١٣١

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالبديعة
تليفون ٤٣٣٠٨٨٨ / ٠١ فاكس ٤٣٠١١٢٢ / ٠١
ص.ب ٢٤٩٣٢ الرياض ١١٤٥٦

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالبطحاء
تليفون ٤٠٣٠٢٥١ - ٤٠٣٤٥١٧ / ٠١
فاكس ٤٠٣٠١٤٢ / ٠١
ص.ب ٢٠٨٢٤ الرياض ١١٤٦٥

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد العليا والسليمانية
تليفون ٤٦٢٩٩٤٤ / ٠١
ص.ب ٦٣٩٤٤ الرياض ١١٥٢٦

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد العزيزية
تليفون ٤٩٥٥٥٥٥ / ٠١
ص.ب ٤٢٣٤٧ الرياض ١١٥٥١

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد الدوادمي
تليفون ٦٤٢٣٦٣٦ / ٠١
ص.ب ١٥٩ الدوادمي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالخرج
تليفون ٥٤٤٠٦٦٢ / ٠١ فاكس ٥٤٨٠٩٨٣ / ٠١
ص.ب ١٦٨ الخرج ١١٩٤٢

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد الربوة
تليفون ٤٩٧٠١٢٦ / ٠١
ص.ب ٢٩٤٦٥ الرياض ١١٤٥٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد رياض الخبراء
تليفون ٣٣٤١٧٥٧
ص.ب ١٦٦ القصيم رياض الخبراء

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمجمعة
تليفون ٤٣٢٣٩٤٩ / ٠٦
ص.ب ١٠٢ المجمعة ١١٩٥٢

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالروضة
تليفون ٤٩١٨٠٥١ فاكس ٤٩٧٠٥٦١
ص.ب ٨٧٢٩٩ الرياض ١١٦٤٢

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالنسيم
تليفون ٢٣٢٨٢٢٦ / ٠١
ص.ب ٥١٥٨٤ الرياض ١١٥٥٣

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالزلفي
تليفون ٤٢٢٥٦٥٧ / ٠٦ فاكس ٤٢٢٤٢٣٤ / ٠٦
ص.ب ١٨٢ الزلفي ١١٩٣٢

مكتب توعية الجاليات بعنيزة
تليفون ٣٦٤٤٥٠٦ / ٠٦ ص.ب ٨٠٨

مركز توعية الجاليات ببريدة
تليفون ٣٢٤٨٩٨٠ / ٠٦ فاكس ٣٢٤٥٤١٤ / ٠٦
ص.ب ١٤٢

مكتب دعوة وتوعية الجاليات بالرس
تليفون ٣٣٣٣٨٧٠ / ٠٦ ص.ب ٦٥٦

مكتب توعية الجاليات المذنب
تليفون ٣٤٢٠٨١٥ / ٠٦ فاكس ٣٤٢٠٨١٥ / ٠٦
القصيم - المذنب - ص.ب ٤٠٠

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بشقراء
تليفون ٦٢٢٢٠٦١ / ٠١ ص.ب ٢٤٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالأحساء
تليفون ٥٨٧٤٦٦٤ - ٥٨٦٦٦٧٢ / ٠٣
ص.ب ٢٠٢٢ الأحساء ٣١٩٨٢

مكتب توعية الجاليات بالخبر
تليفون ٨٩٨٧٤٤٤ / ٠٣ الدمام ٣١١٣١

المؤسسة الخيرية للدعوة بجدة
تليفون ٦٧٣١٧٥٤ - ٦٧٣٠٤٣١ / ٠٢
فاكس ٦٧٣١١٤٧
ص.ب ١٥٧٩٨ جدة ٢١٤٥٤

مكتب توعية الجاليات بحائل
تليفون ٥٣٣٤٧٤٨ / ٠٦ فاكس ٥٤٣٢٢١١ / ٠٦
ص.ب ٢٨٤٣

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالحوطة
تليفون ٥٥٥٠٥٩٠ / ٠١
حوطة بني تميم - ص.ب ٢٠٧

توجيهات إسلامية

لإصلاح الفرد والمجتمع

إعداد :

الشيخ محمد بن جميل زينو

ترجمه :

مطيع الرحمن عبدالحكيم السلفي

كتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأم الحمام - قسم الجاليات

ت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

: ٤٨٢٦٤٦٦ / ٤٨٨٤٤٩٦ فاكس ٤٨٢٧٤٨٩ - ص.ب ٣١٠٢١ الرياض ١١٤٩٧